ব্রজ-রসিক
অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম।



গোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধন লাল জী।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভো জয়তি

দৃঢ় রসিক

অনন্য-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ।

(ঐকান্তিক ভক্তি যোগের একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ

জগদীশ, মহাপ্রসাদ মহিমা, প্রেমশতক, শঠ শতক,
বিলাসিনী ও কর্ম্মঠী বাঈ প্রভৃতি
বহুল গ্রন্থরচয়িতা এবং প্রেমপুষ্প সম্পাদক
কবিচূড়ামণি
গোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধন লালজী
কর্ত্তৃক

মূল হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষায়
অনূদিত

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক
গোস্বামী ব্রাদার্স
১৩, মহেন্দ্র বোসের লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

ইং ১৯১৯ সাল

[মূল্য ৫০ আনা

বিশ্বকোষ প্রেস

—•—

৯ বিশ্বকোষ লেন

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক
মুদ্রিত। ১৩২৬

ভূমিকা

"দৃঢ়-রসিক অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। এ স্থলে এই গ্রন্থোৎপত্তির এবং ইহাতে সন্নিবিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে বড়ুয়া-ঘাটে ত্রিবেণীতটে বেণারসের মহারাজের প্রাসাদে রিবাঁ মহারাজ কর্ত্তৃক চতুঃসম্প্রদায় বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় চতুঃসম্প্রদায়ের শত শত বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়াছিলেন। সভার তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে আমি যে হিন্দী-ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহাই সমাগত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনেকের অনুরোধে প্রথমতঃ রিবাঁ মহারাজের সাপ্তাহিক পত্র "শুভ চিন্তকে" তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশিত হয়। পরে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য রিবাঁ মহারাজ আমায় অনুরোধ করেন। তদনুসারে উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। তৎপূর্ব্বে মৃজাপুর বৈষ্ণবধর্ম্ম সভায়, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-বল্লভের পুরাণ মন্দিরে রাধাবল্লভীয় গোস্বামিগণের ও তদীয় শিষ্যবর্গের সমক্ষে এই বক্তৃতা পাঠ করা হইয়াছিল। অতঃপরে পাটনা ও মুঙ্গের জিলাস্থ গোগরীগ্রামেও এই বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল। গোগরীগ্রামের সভায় শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তথায় এই প্রবন্ধ পঠনকালে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই ইহার সারবত্তা অনুভব করিয়াছিলেন। এমন কি, হরিচরণ ত্রিবেদী নামক একজন শাক্ত ব্রাহ্মণ শ্রোতা এই প্রবন্ধ শ্রবণে এমন অভিভূত হইয়াছিলেন, যে তিনি অতীব আর্ত্তির সহিত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করেন।

অতঃপরে পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে তত্রত্য সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় বহুসম্প্রদায়ের বহুতর সাধু পণ্ডিত, নানাবিধ মঠাধিকারী ও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান প্রধান পাণ্ডাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে উক্ত সভায় শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ শ্রবণে পুরীধামে একটি অভূতপূর্ব্ব ফল ঘটিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রী-একাদশী উপবাস-দিবসে পাণ্ডাগণ মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু এই প্রবন্ধ শ্রবণের পর অনেক পাণ্ডা শাস্ত্রযুক্তির সামঞ্জস্য সন্দর্শনে একাদশীব্রত দিবসেও মহাপ্রসাদ ভক্ষণে সেই সভাস্থলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন।

ফলতঃ যে যে সভাস্থলে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, সেই সকল সভাতেই বহুতর পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা সকলেই এই শাস্ত্র-যুক্তি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমি রিবাঁরাজের এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের অনুরোধে এই প্রবন্ধ তিন বৎসর হইল পুস্তকা-কারে হিন্দিভাষায় মুদ্রিত করি। তৎপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাপ্রসাদ মহিমা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করেন। এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এই গবেষণার নিমিত্ত আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। আনন্দ-বাজার পত্রিকাতেও ইহার অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনও ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার জন্য অনেকে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন।

কিন্তু এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৃন্দাবন-বাসী রাধারমণী গোস্বামিদের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে এ নিমিত্ত আমার প্রতি খড়্গহস্ত হয়েন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে আমি এই

গ্রন্থে তাঁহাদের সমাদৃত শ্রী-একাদশী ব্রতের খণ্ডন করিয়াছি। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এই বিশ্বাস অমূলক। মহাপ্রসাদের নিকট একাদশী ব্রত যে অতি তুচ্ছ ইহাই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রসাদের তুলনায় একাদশী যে কিছুই নহে, একথা কে স্বীকার না করিবেন? ফলতঃ যে স্থলে মহাপ্রসাদের অভাব, সেই স্থলেই একাদশী ব্রত বৈধীভক্তি অনুসারে পালনীয়। কিন্তু যেখানে মহাপ্রসাদের প্রভাব বিদ্যমান, সেখানে প্রসাদ পরিত্যাগের প্রত্যবায় অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং তৎতৎ স্থলেই একাদশীত্যাগেও প্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রসাদগ্রহণ বেলায় ইহা বিশেষ বিধি। সামান্য অপেক্ষা বিশেষ বিধি সর্ব্বত্রই বলবান্।

ইহাতে আমি শাস্ত্রের বিহিত বিধি একাদশী-ব্রত খণ্ডন করি নাই, ফলতঃ একটি গুরুতর বিশেষ বিধি মাত্র প্রদর্শন করিয়াছি। যাঁহারা মহাপ্রসাদে তাদৃশ বিশ্বাস না করিতে পারেন, অথবা মহাপ্রসাদ গ্রহণে যাঁহাদের সতত সৌভাগ্য ঘটে না তাঁহারা একাদশী ব্রত সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় বিধি প্রতিপালন করিয়া শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, আমার প্রবন্ধে ইহাই লিখিত হইয়াছে। অসম্যক্‌দর্শীরা আমার উক্তিসমূহ সম্যক্‌রূপে আলোচনা না করিয়া আমার প্রতি যতই কটূক্তি করুন না কেন, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আমি শাস্ত্র ব্যতীত কোনও স্বকপোল কল্পিত অভিপ্রায় এই গ্রন্থে প্রকাশ করি নাই। আমার প্রত্যেক কথাই শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত ও পরিপুষ্ট।

অপরন্তু এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অতি মহান্। একাদশী ব্রত খণ্ডন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। সে জন্য আমার এ প্রয়াস নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম স্বল্পাক্ষরে প্রকাশ করাই এই গ্রন্থ-বিরচণের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থে আমি অনন্য ও দৃঢ় ভক্তির আলোচনা করিয়াছি এবং রসিক

ভক্তগণের হৃদয়ে কি প্রকার দৃঢ় ও অনন্য-ভক্তি বিকশিত, বিবৰ্দ্ধিত ও সম্পুষ্ট হয়, তাহারই ক্রমসমূহ শাস্ত্রযুক্তি ও উদাহরণ প্রভৃতি দ্বারা সরস ও বিশদরূপে এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি।

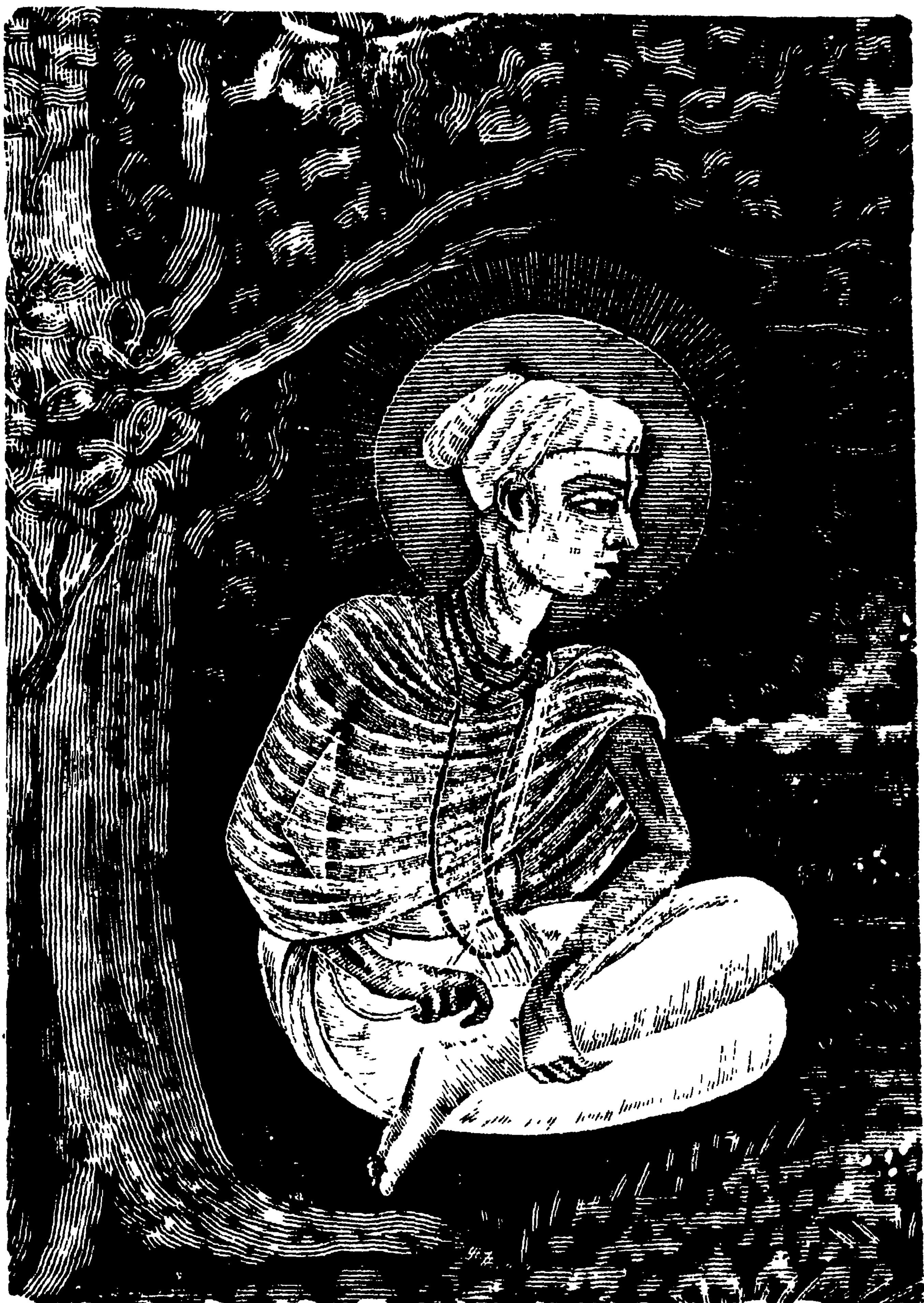
আমি শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা ও নানাবিধ পুরাণ প্রমাণ ও আমাদের রাধাবল্লভীয় সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তগণের পদাবলী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে দৃঢ় অনন্য-ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বিধিবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের তুচ্ছতা সপ্রমাণ করিয়াছি। চতুঃসম্প্রদায় বৈষ্ণব মাত্রেরই যে উহাই চরম সাধনা, ইহা সর্ব্বসম্মত। সার্ব্বভৌমিক সনাতন ভজন সাধনের সার-তাৎপর্য্য এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। একান্ত ভজনশীল বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থ পাঠে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সন্তুষ্ট হয়েন তবে আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট সাফল্য হইবে।

অধুনা বঙ্গভাষাজ্ঞ বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের পাঠের জন্য আমি এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিলাম। মূল প্রমাণগুলি দেবনাগর অক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও একান্ত ভজনের পক্ষপাতী। তাঁহারা ইহাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একান্ত ভজন সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। নিষ্ঠাবান্ ভজন-প্রিয় বৈষ্ণবগণের জন্যই আমার এ প্রয়াস, তাঁহারা কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। অলমতি বিস্তরেণ—

কলিকাতা	শ্রীগোস্বামী গোবর্দ্ধন লাল
শ্রীহিতোৎসব সম্বৎ ১৯৭৬।	১৩নং মহেন্দ্র বসুর লেন, বাগ্‌বাজার।

श्रीवृन्दावन धाम का श्रीराधावल्लभीय सम्प्रदाय के

आद्याचार्य महाप्रभुः



श्री १००१ गोस्वामि श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी महाराज।

श्रीराधावल्लभलाल जी महाराज

श्री वृन्दावन धाम



श्री राधावल्लभ, श्री हरिवंश । श्री वृन्दावन, श्री वनचन्द ॥
श्री वंशीवट, श्री यमुना । श्री हितराधा, श्री पुलिना ॥

শ্রীরাধাবল্লভোজয়তি ॥
শ্রীহিতহরিবংশচন্দ্রোজয়তি ॥

দৃঢ় রসিক
অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম ।

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া লভ্যো হরিরন্যদ্‌ বিড়ম্বনম্‌"

"কেবল অনন্য ভক্তিদ্বারাই হরিলভ্য হয়, অন্যান্য সাধন বিড়ম্বনা মাত্র।" ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি জীবের যে দৃঢ় অনন্য ভক্তি উহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের যথাসর্ব্বস্ব। বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে যদি বৈষ্ণবধর্ম্মের অনন্যতা দূরীভূত করা যায়, তবে বৈষ্ণবধর্ম্ম সংসারের অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় কেবল কথার কথা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে অনন্যতাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। অনন্যতা ব্যতীত বৈষ্ণবধর্ম্ম আর শ্রীমূর্ত্তি-বিরহিত শ্রীমন্দির—জল বিনা সরোবর এবং প্রাণ বিনা দেহ—এ সকল একই কথা।

স্বীয় অনন্ত অবিজ্ঞাত এবং অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যেমন অত্যন্ত সুলভ ও অত্যন্ত দুর্লভ, সেই প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মও উহার অনন্যতাহেতু অত্যন্ত দুর্লভ ও অত্যন্ত সুলভ হইয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান্‌ সমস্ত জগতে যদি কোন ভাবের একই সময়ে সুলভতা ও দুর্লভতা এই দুই অবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা কেবল এক বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তগণদ্বারা, শ্রীভগবানের প্রতি সময়ে সময়ে প্রকটমান ভক্তির এই অনন্যভাব ব্যতীত আর অন্য কিছুতেই হয় না।

বৈষ্ণবধর্ম্মের অনন্যভাব অন্যান্য ধর্ম্মভাব হইতে অত্যন্ত পৃথক্। সমস্ত জগতে ধর্ম্মের জন্য ভারতবর্ষের ভূখণ্ড বিশেষলক্ষণযুক্ত। বহু প্রকার ধর্ম্মমত ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশিষ্টতমলক্ষণে বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত। আবার সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যেও এই অনন্যতা সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লক্ষণান্বিত। ভক্তিযোগ, অব্যভিচার ভক্তিযোগ এবং তীব্র ভক্তিযোগ,—ভক্তির এই ত্রিবিধ ভাব প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে শ্রীভক্তির অব্যভিচারতা ও তীব্রতার মৌলিকতাই অনন্যতা। ভক্তিবৃক্ষের আর যত ভাব আছে সেই সকল ভাবের মধ্যে কোনটী বা শাখা অপর কোনটী বা পত্র। কিন্তু অনন্যতাই উহার মূল। এই কারণে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনন্যতা সর্ব্বপ্রাচীন।

অদ্য শ্রীমৎ রেওয়া মহারাজের নবোৎসাহে সংস্থাপিত চতুঃসম্প্রদায়ী এই শ্রীবৈষ্ণব মহাসভায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্যভক্তির বিষয় আমার যথামতি ও যথাশক্তি কিছু বলিবার আছে। আশা করি আপনারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ, এক দৃঢ় রসিক অনন্যভক্ত বিষ্ণুপ্রিয় হিতপ্রেমকবির দৃঢ় রসিক অনন্যোক্তি সম্বন্ধে দুইটী কথা আপনাদের নিজের কথা বলিয়া মনে করিয়া স্নেহদৃষ্টি রাখিয়া শ্রবণ করিবেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে দৃঢ় অনন্যধর্ম্ম সম্বন্ধে সতীধর্ম্ম ও শূরধর্ম্মের সহ উপমা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের শ্রীনাগরীদাস জীর একটা পদ আছে; সে পদটী এই—

বড়োই কঠিন হৈ ভজন ঢিংগ ঢরিবো
নমকি সিন্দূর মৈলি মাথৈ পৈ,
সাহস সিন্ধু সতী কৈসো জরিবো॥
বন কে বীচ ফিরত জ্যোঁ ঘায়ল,

मुरनि गरूर सूर कैसो लरिबो ।
नागरी दास सुलभ जनि जानो,
श्रीहरिवंश पन्थ पग धरिबो ॥

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—"ভজনের অভিমুখে চলিয়া পড়া বড়ই কঠিন। সাহস-সিন্ধু-স্বরূপিণী সতী রমণী যেমন মাথায় সিন্দুর পাড়িয়া স্বামীর জ্বলন্তচিতায় বেগে গমনপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে মৃত স্বামীসহ জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হয়েন, বীর যেমন রণক্ষেত্রে আহত হইয়াও পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া আত্ম-অভিমান বজায় রাখিয়া যুদ্ধ করেন, ভজননিষ্ঠ ভক্তও সেই প্রকার আপন নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া নিজের অনন্যভাব রক্ষা করেন, কোন ক্রমেও বিচলিত হয়েন না। শ্রীনাগরীদাস বলেন, "শ্রীহরিবংশের পথ অবলম্বন করিয়া ভজন করাকে কেহ যেন সুলভ বলিয়া মনে না করেন।"

হরিভক্তগণের শ্রীবাণীসমূহের মধ্যে মহাত্মা নাগরীদাসের কৃত এই পদটী ভক্তগণের পক্ষে হৃদয়ের রসায়নস্বরূপ। শ্রীনাগরীদাসজীর এই পদটী অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে তিনি অতি তীব্রভাবে সতীধর্ম্ম ও শূরধর্ম্মের সার মর্ম্ম বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ হরির প্রতি দৃঢ় অনন্যধর্ম্ম,—এই উভয় ধর্ম্মেরই সমান।

সতী রমণী আপন পতির আসন্ন অনিষ্ট আশঙ্কাজনিত অনুল্লঙ্ঘনীয় অশুভ চিহ্ন দেখিয়া, তাঁহার আপনার যথাসর্ব্বস্ব জীবনধনের অবশ্যম্ভাবী চিরবিরহ বেদনার চিরদারুণ দুঃখ সমাগত দেখিয়া উহার আশু নিবৃত্তির জন্য এবং আপন পতির পদারবিন্দে চিরাভিলষিত চিরসঙ্গতিজনিত নিত্য-সুখলাভের জন্য অদ্ভুত উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া এবং বিশুদ্ধ পতিপ্রেম-রসোন্মত্ত হইয়া যেমন নিকটে দণ্ডায়মান নিজের পিতামাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, ভাই, দেবর, পুত্র কন্যা, ধন-ধামাদি সর্ব্বসম্পত্তি এমন কি নিজের

দেহকেও স্বপ্নসমান বিফল,—বাজীকরের কুহকের ন্যায় অলীক এবং সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা মনে করিয়া এক বিপলের মধ্যেই এই এই সকল বিষয় হইতে চিত্তের আসক্তি অসম্ভাবিতরূপে তুলিয়া লইয়া অগ্নিশিখাভিমুখে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় পতিপ্রেমের তীব্র সাত্বিক প্রভাবে কপালে সৌভাগ্যচিহ্ন সিন্দুর ধারণ করিয়া স্বীয় চিত্তের পূর্ণ উৎসাহে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আনন্দ ও শান্তিসহকারে ও অত্যন্ত অদ্ভুত পতিপ্রেম-পূরিত চিত্তে আপন দেহ প্রজ্জ্বালিত করেন, দৃঢ় অনন্য বৈষ্ণব ভক্তেরও ঠিক্ এই অবস্থা। সতী রমণী যেমন পতিপ্রেমের সমক্ষে সংসারের অপরাপর যাবতীয় পদার্থ মাত্রকেই তিরস্কার ও তুচ্ছ বোধে ত্যাগ করেন ঠিক্ সেই প্রকার দৃঢ় অনন্য বৈষ্ণবভক্ত আপন প্রাণনাথ, শ্রীকৃষ্ণরূপ পতির জন্য এবং উঁহার অবতার সমূহের জন্য, উঁহাব সকল লীলার জন্য, উঁহাব সকল আজ্ঞার জন্য, উঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্য, অধিকন্তু উঁহার ধামসমূহের জন্য আপনার যাবতীয় দারাগার পুত্রাদি পর্য্যন্ত সকল প্রিয় পদার্থ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মাদি প্রতি বিপলে শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করার নিমিত্ত উৎসুক থাকেন এবং চরণারবিন্দে সমর্পণ করেন, ইহার প্রত্যক্ষ ও অনন্ত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তমাল ও রামরসিকাবল্ল্যাদি বৈষ্ণবগ্রন্থে ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়।

শূরধর্ম্ম সম্বন্ধে ওড়ছা নিবাসী আমাদের শ্রীব্যাসজী যে পদ লিখিয়া গিয়াছেন, সে পদটী এই—

अनन्य व्रत खांड़े कीसी धार।

অর্থাৎ "অনন্যব্রত অসিধারের ন্যায় তীব্র।"

ইনি আরও বলেন—

मरै कि मारै सांचो सूर॥

पीठ न देय दीठ कै अरिदल
सुनत समर कै तूर ॥
जनम भूमि जजियत पद भजई
फिरै न सलिता पूर ॥
बिरद सम्हारि गारि कै डर
रजपूत जु मरै मजूर ॥
वैसांदर डर सती न उलटै
सिर पै मेल सिंदूर ॥
ऐसहिं सीस सहै हथ्यारहि
मुरै न छाड़ि गरूर ॥
कहत आपनी मुख हर बाई
टुरै न भख्यौ कपूर ॥
सर्व्वोपरि हरि भक्ति व्यास कै
रवा रती नहि भूर ॥

অর্থাৎ "যথার্থ বীর কখন রণে ভঙ্গ দেয় না, সে হয়ত শত্রুর প্রাণ সংহার করে, কিম্বা নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে, সমরের তুর্য্যধ্বনি শুনামাত্রই এবং শত্রুদল দেখা মাত্রই সর্ব্বদাই অরিদলের সম্মুখীন হইয়া, তাহাদের প্রতি ধাবিত হয়, কিন্তু কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, জন্মভূমির পদ-ভজনই তাহার জীবনব্রত। সরিৎপ্রবাহ যেমন নিরন্তর সম্মুখদিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু পশ্চাৎদিকে প্রবর্ত্তিত হয় না, যথার্থ বীরের কার্য্যও সেই প্রকার। পিতৃপুরুষের যশ স্মরণ করিয়া এবং নিন্দার ভয় করিয়া রাজপুত সমরযজ্ঞেই প্রাণের আহুতি প্রদান করে, কিন্তু কথনই যুদ্ধ

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। সতী রমণী সীমন্তে সৌভাগ্য চিহ্ন সিন্দুর পরিধান করিয়া স্বামীর জ্বলন্তচিতায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনি অগ্নি-জ্বালার ভয় করিয়া পশ্চাৎপদ হয়েন না। যথার্থ বীরও এই প্রকারে আপন শিরে অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিয়া সমর-ক্ষেত্রে মৃত হন কিন্তু কথনই আত্মাভিমান ত্যাগ করেন না। অনন্য ভক্তের অবস্থাও তদ্রূপ।” ব্যাসজী বলেন, “মদ্যপায়ী যেমন মদের গন্ধ গোপন করার জন্য কর্পূর ভক্ষণ করিয়া আসে, কিন্তু উহাতে তাহার মদগন্ধ দূরীকৃত হয় না, সেইরূপ কপট ভক্তগণ অনন্যভক্তির ছদ্মভাব দেখাইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু আমার সেরূপ ভাব নহে ইহাতে রতিপরিমাণ সূক্ষ্মমাত্রাতেও অসারতা বা কপটতা নাই।”

এই অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্মও অসিধারার ন্যায় অথবা শূরধর্ম্মের ন্যায়। শূরের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মও মায়াবাদী বা বিষ্ণুবিরোধী কল্পিত মতবাদী আদি অরিদলকে দেখিয়া কথনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, প্রত্যুত ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণ বিনাশ করেন অথবা নিজে নিহত হয়েন, কিন্তু কথনও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন না, এবং স্বীয়সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন না। অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্মী নিখিল পদার্থের মায়া মোহ বিসর্জ্জন দিয়া আপন পথে অগ্রসর হয়েন, বৈষ্ণবধর্ম্মের শাস্ত্রসমূহের পংক্তিতে পংক্তিতে ইহা লিখিত আছে। উদাহরণ স্থলে আমরা দেখাইতেছি যে, এই শ্রীবৈষ্ণব মহাসভার স্থাপনকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া থাকিবেন। কোন এক ব্যক্তি যখন অন্যায় ও অনধিকার চর্চ্চা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন সভাস্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবগণের জনৈক প্রকৃত রক্ষকের ধর্ম্মদীপ্ত মুখমণ্ডলে শান্তি ও গম্ভীর তেজযুক্ত সাত্ত্বিক বিক্রমের ভাব দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

যেমন বীর আপন দেশের জন্য, আপন কুললজ্জার জন্য অথবা আপন প্রভুভক্তি প্রদর্শনের জন্য সংসারের অপরাপর উচ্চ নীচ ভাবরত্নগুলিকে লোক বেদের, সকল বিধি নিষেধ আজ্ঞা সমূহকে এক বীর-সূত্রে দেশপ্রেম-রূপ ফুলগুলির সহিত মালা গাথিয়া আপন গলে পরিধান করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ঠিক সেই প্রকার লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার বিধি-নিষেধের ভাব, ও সকল আদেশ একবারে নিরাদর করিয়া অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়তা সহ প্রকৃত অনন্য বীর বৈষ্ণব আপনার প্রভুর অদ্ভুত ভক্তিরূপ যুদ্ধে প্রবিষ্ট হন এবং সেই প্রকারে ধর্ম্ম যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অপরকে নিহত করেন অথবা নিজেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। বীরের এই দুই অবস্থা উপলক্ষ করিয়াই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

গীতা শাস্ত্রের মতে ধর্ম্মবীরের দুই দিকেই লাভ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার ভগবান্ আপন অনন্য ভক্ত সম্বন্ধেও বলিয়াছেন—

"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অর্থাৎ "আমার ভক্তের বিনাশ নাই।"

গীতাশাস্ত্রে অনন্য ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বহু অভয়বাণী কথিত আছে। অপরন্তু ইহলোক ও পরলোক এই দুই লোকের জন্য অনন্য ভক্তের সম্বন্ধে যে সকল নির্ভয়বাণী আছে, দৃঢ় রসিক অনন্য ভক্ত বৈষ্ণব ওড়ছা নিবাসী শ্রীব্যাসজীর বাক্যে সেই সকল কথা পরিস্ফুট হইয়াছে। তদ্‌যথা—

"হমারেঁ ব্রন্দাবন ব্যৌহার।
সংপতি গতি ব্রন্দাবন মেঁরেঁ করম ধরম করতার।
স্বারথ পরমারথ ব্রন্দাবন গথ পথ বিধি ব্যৌপার॥

বৃন্দা বিপিন গোত কুল মেরৈঁ কুল বিদ্যা আচার।
রূপ শীল বৃন্দাবন মেরৈঁ গুরু নগার সিঙ্গার॥
বরস মাস ঋতু পচ্ছ ঐন যুগ কল্প সবৈ তিথি বার।
ফাগু দিবারী পরব বার বন বৃন্দাবন ত্যোহার॥
সূর সুঘর বৃন্দাবন মেরৈ রসিক অনন্য উদার।
বন্ধু সহোদর সুত বৃন্দাবন রাজা রাজ ভংডার॥
শ্রীরাধা ললিতাদিক মেরৈঁ জীবন প্রাণ অধার।
সর্বস ব্যাস দাস কী বন হৈ বৃন্দাবন হিয়মার॥"

অর্থাৎ "বৃন্দাবনই আমার ব্যাবহার—বৃন্দাবনই আমার সম্পত্তি, বৃন্দাবনই আমার গতি, বৃন্দাবনই আমার কর্ম্ম, বৃন্দাবনই আমার ধর্ম্ম, এই উভয়ের কর্ত্তাও বৃন্দাবন। বৃন্দাবনই আমার স্বার্থ ও পরমার্থ; গাথা পথ বিধি এবং ব্যবস্থাও বৃন্দাবন। বৃন্দাবনই আমার গোত্র, বৃন্দাবনই আমার কুল, বৃন্দাবনই আমার কুলবিদ্যা ও আচার। আমার রূপ ও শীল—বৃন্দাবন, বৃন্দাবনই আমার গুরু, বৃন্দাবনই আমার শোভা। বর্ষ, মাস, ঋতু, পক্ষ, অয়ন, যুগ, কল্প, তিথি ও বার এ সকলই বৃন্দাবন। ফল্গুৎসব, দেওয়ালী পর্ব্ব ইত্যাদি উৎসবও বৃন্দাবন। শূর, বিদগ্ধ উদার অনন্য রসিকও বৃন্দাবন। আমার বন্ধু বৃন্দাবন, সুত সহোদর ও বৃন্দাবন, বৃন্দাবনই আমার রাজা, বৃন্দাবনই আমার রাজভাণ্ডার। শ্রীরাধা ললিতাদি আমার জীবন ও প্রাণের আধার। ব্যাসদাসের সমগ্র হৃদয়ের ধনই বৃন্দাবন।"

ইনি আরও বলেন ঃ—

"রসিক অনন্য হমারী জাত।
কুল দেবী রাধা বরসানৌঁ,
খেরো ব্রজবাসিন সৌঁ পাঁত॥

গীত গোপাল জনেউ মালা,
সিখা সিখণ্ড হরি মন্দির ভাল ॥
হরিগুন নাম বেদ ধুনি সুনিয়ত,
মূজ পখাবজ কুশ করতাল ॥
সাখা জমুনা হরিলীলাষট,
কর্ম্ম প্রসাদ প্রাণধন রাস ॥
সেবা বিধি নিষেধ জড় সঙ্গত,
বৃত্তিসদা বৃন্দাবন বাস ॥
সুমৃত ভাগবত কৃষ্ণ নাম,
সংধ্যা গায়ত্রী তর্পণ জাপ ॥
বংসী রিষি যজমান কল্পতরু,
ব্যাস ন দেত অসীসসরাপ ॥"

"অনন্য রসিক আমার জাতি, আমার কুলদেবী শ্রীরাধা, বরষাণ আমার পল্লী এবং ব্রজবাসিগণ আমার পংক্তির লোক। গোপাল আমার গোত্র, মালাই আমার যজ্ঞোপবীত, শিখণ্ডই আমার শিখা, হরিমন্দিরই আমার কপাল। আমি হরিগুণ গানকেই বেদধ্বনি মনে করিয়া শুনিয়া আসিতেছি। পাখোয়াজই আমার মুঞ্জা, করতালই আমার কুশ। যমুনা আমার বেদশাখা, হরিলীলা আমার ষট্‌কর্ম্ম, রাস ও প্রসাদ আমার প্রাণধনস্বরূপ। আমি বিধি-নিষেধের সেবা জড়সঙ্গত বলিয়া মনে করি। বৃন্দাবনে বাসই আমার বৃত্তি। ভাগবত আমার স্মৃতিশাস্ত্র, কৃষ্ণ নামই সন্ধ্যা, গায়ত্রী, তর্পণ ও জপ। বংশী আমার ঋষি, কল্পতরু যজমান, এই জন্য ব্যাসজী বলিয়াছেন আমি কাহাকেও আশীর্ব্বাদ বা শাপ দিই না।"

ইহাই দৃঢ়তা, ইহাই রসিকতা, ইহাই অনন্যতা, ইহাই বৈষ্ণবতা, এবং এইগুলিই অনন্য বীর বৈষ্ণব ভক্তসমুহের নিরপেক্ষ ধর্ম্ম সাহস-সিদ্ধ অতি তীব্র উপদেশ বাক্য।

অনন্য ভক্তি সম্বন্ধে বীর ধর্ম্মের ন্যায় এই প্রকার তীব্র উপদেশ-তরঙ্গিণীর কতিপয় লহর পুরাণশাস্ত্ররূপ গঙ্গা হইতে প্রদর্শন করা যাইতেছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে শ্রীনারদজী বলিয়াছেন ঃ—

कृष्णं कमलपत्राक्षं नार्च्चयिष्यन्ति ये नराः।
जीवन्मृतास्तु ते ज्ञेया न सम्भाष्या कदाचन॥

অর্থাৎ কমল নয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল মনুষ্য পূজা না করে সেই সকল মনুষ্য জীবন্মৃত সদৃশ। তাদৃশ মৃতদের সহিত কখনও বাক্যালাপ করিতে নাই।

বাল্যসিদ্ধভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদজী এই অনন্য ভক্তিসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা বামন পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। তদ্‌যথা ঃ—

वृथा व्रतं वृथा यज्ञा वृथा वेदा वृथा श्रुतम्।
वृथा तपश्च कीर्त्तिश्च यो द्वेष्टि मधुसूदनम्॥

অর্থাৎ যে কেহ ভগবান্ মধুসূদনের প্রতি অনন্য ভক্তি না করে, অথবা তাঁহাকে দ্বেষ করে, তাহার ব্রত, যজ্ঞ, বেদ, শ্রুত, তপস্যা ও কীর্ত্তি সকলই বৃথা।

শ্রীভাগবতেও হরিবিমুখজনের নিন্দা ও অতিপ্রিয় অনন্য ভক্তির প্রশংসা ও পুষ্টি পরিলক্ষিত হয়, তদ্‌যথা ঃ—

धिक् जन्म धिक् त्रिविद् विद्यां धिग्व्रतम् धिग् बहुज्ञताम्।
धिक् कुलं धिक् क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे॥

অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্ত নহে, অধিকন্তু ভগবানের প্রতি বিমুখ, উহাদের জন্ম, উহাদের কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদি) উহাদের ব্রত (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি) উহাদের বহুজ্ঞতা জ্ঞানবিজ্ঞানাদি), উহার কুল (ব্রাহ্মণাদি) আর ক্রিয়াদক্ষতা আদি— এ সকলের প্রতিই বার বার ধিক্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥

অর্থাৎ হে ভগবান্ কৃষ্ণ, যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত, তিনি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মেরই কর্ত্তা, আর যে তোমার ভক্ত নয় সে সর্ব্বপ্রকার পাপাচারী।

শ্রীভাগবতের প্রতি শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই দৃঢ় অনন্য ভক্তির পুষ্টি দৃষ্ট হয়, আবার অপরপক্ষে যদি কেহ উক্ত তীব্র ভক্তি হইতে বিমুখ হয়, তবে সে যে, কেহ হোক্ না কেন, তাহার প্রতি নির্ভয় এবং বিস্পষ্টভাবে উক্ত ভাগবত শাস্ত্রে নিন্দা ও উহার শাস্ত্রীয় দণ্ড শাসন পরিদৃষ্ট হয়। যদি কোন ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হন, এবং তৎসঙ্গে হরিভক্ত হন, তবে তো তাঁহার প্রশংসার সীমাই নাই, তৎসম্বন্ধে ভাগবত কেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত নহে, অধিকন্তু যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত, সে ব্যক্তির বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্বের কথা তো দূরের কথা, ষট্ কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণও দূরের কথা, দ্বাদশ গুণে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার নিম্নলিখিত নিন্দাবাক্য শুনিতে পাওয়া যায় ঃ—

विप्राद्द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ-
पादारविन्दविमुखात् श्वपचं वरिष्ठं
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ-
प्राणं पुनाति स कुलं नतु भूरिमानः ॥

অর্থাৎ সমাজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বাদশগুণযুক্ত হইয়াও যদি অরবিন্দনাভ শ্রীহরিতে ভক্তিযুক্ত না হন, আর অতি নীচ চণ্ডাল যদি শ্রীভগবানে মনোবাক্য চেষ্টার্থ ও প্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়া অনন্যভক্ত হয়েন, তবে তাদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে এবম্বিধ চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, কেন না, এতাদৃশ চণ্ডাল নিজের কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করে, আর তাদৃশ বৃথাগর্ব্বী ব্রাহ্মণ নিজকে পবিত্র কবিতেও অসমর্থ হয়। ব্রাহ্মণসমূহের দ্বাদশ গুণ থাকা সত্ত্বেও হরিভক্তিবিহীন হইলে হরিভক্ত চণ্ডাল হইতে তাদৃশ ব্রাহ্মণ তুচ্ছ—ব্রাহ্মণগণের এই দ্বাদশ গুণ কি কি। মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে তাহার উল্লেখ আছে, শ্রবণ করুন ঃ—

ज्ञानं च सत्यं दमः श्रुतञ्च
अमत्सरं ह्रीो तितिक्षाऽनसूया ।
यज्ञश्च दानञ्च धृतिः शमश्च
महाव्रताः द्वादश ब्राह्मणस्य ॥

অর্থাৎ জ্ঞান, সত্য দম, শ্রুত, অমৎসর, হ্রী (লজ্জা) তিতিক্ষা (ক্ষমা), অনুসূয়া, যজ্ঞ দান এবং ধৃতি—ব্রাহ্মণের এই দ্বাদশ মহাব্রত, এই সকলকেই দ্বাদশ গুণ বলা হয়।

ভাগবতের উক্ত শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে ব্রাহ্মণ যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অনন্যভক্তি হইতে বিমুখ হয়, তবে তাহার একটী বা দুইটী গুণ তো দূরের কথা, তাহার দ্বাদশ গুণ থাকিলেও এক মাত্র অনন্যভক্তিবিহনে

তৎসমস্তই বিফল হয়। যখন সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও ভগবদ্ভক্তি না থাকিলে তাহার প্রতি শাস্ত্রের এইরূপ কঠোর বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এ অবস্থায় দেহধারী জীব মাত্রের পক্ষেই যে শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় অনন্য ভক্তি করা প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

এই প্রকার দৃঢ় অনন্য ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের শ্রীরাধাবল্লভীয় সম্প্রদায়ে কেবল একখানা দুখানা নয়, সংস্কৃত ও ভাষায় শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের প্রমাণসংপুষ্ট সাতশত ৭০০ হস্তলিখিত গ্রন্থেরত্ন আমাদের নিকট সুরক্ষিত আছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃতে লিখিত "সুশ্লোকমণিমালা" এবং ভাষায় বিরচিত "অনন্য রসিক ভক্তমাল" গ্রন্থ হইতে আমরা আপনাদিগকে স্বসম্প্রদায়ের এক সর্ব্বোত্তম বিদ্বৎশিরোমণি পবিত্র কীর্ত্তি পণ্ডিতপ্রবর দৃঢ় রসিক অনন্য হরিভক্ত শ্রীস্বামী চতুর্ভুজ দাসজীর সংক্ষিপ্ত চরিত শুনাইতেছি।

শ্রীস্বামী চতুর্ভুজ দাসজী

এই শ্রীচতুর্ভুজ দাসজী আমাদের শ্রীরাধাবল্লভীয় ব্রহ্মসম্প্রদায়ের বিশ্ববিখ্যাত আচার্য্যচরণ শ্রীমদ্ গোস্বামী শ্রীহিত হরিবংশ চন্দ্রজী মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনাম ধন্য শ্রীমদ্ গোস্বামী শ্রীবনচন্দ্রজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন।

এই অনন্য রসিকপ্রবর শ্রীচতুর্ভুজ দাসজী গৌড়বানাদেশ পবিত্র করিয়াছিলেন। ইনিই শ্রীহিতহরিবংশজী মহারাজের আবিষ্কৃত এই দৃঢ় রসিক অনন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ এবং উক্ত ধর্ম্মের অকৃত্রিম পালনকর্ত্তা। ইঁহার মতি গতি আপন ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজী মহারাজের জগদুদ্ধারক শ্রীচরণকমলে এমন দৃঢ়ভাবে আসক্ত ছিল, যে ইহাঁর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক বিপলের তরেও তাঁহারশ্রীচরণের দৃঢ় আশ্রয় ছাড়িয়া অপর কোন দিকে বিচলিত হয় নাই।

এই নিমিত্ত অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহা দ্বারা ইঁহার উপাস্য দেবের অদ্ভুত প্রতাপ এবং এই ভক্ত প্রবরের বিশুদ্ধ অনন্য যশ সর্ব্ব জগতে ব্যাপৃত হইয়া গেল।

প্রৌঢ় এবং স্বতন্ত্র বিচার দ্বারা প্রাগুক্ত দৃঢ় অনন্য ভক্তি সংসারে বিস্তার করিয়া জীবমাত্রেরই মঙ্গলের জন্য শ্রীস্বামী চতুর্ভুজ দাসজী "দ্বাদশ যশ" নামে এক অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ দ্বাদশ বিভাগে বিভক্ত। এক এক বিভাগে এক এক যশ নাম দিয়া গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। সেই সকল যশের নাম যথা,—

১ম। সকল শিক্ষাসমাজ যশ
২য়। ধর্ম্ম বিচার যশ
৩য়। শ্রীভক্তিপ্রতাপ যশ
৪র্থ। শ্রীসন্ত (সাধু) প্রতাপ যশ
৫ম। শিক্ষাসার যশ
৬ষ্ঠ। শ্রীহিতউপদেশ যশ
৭ম। পতিতপাবন যশ
৮ম। শ্রীমোহিনী যশ
৯ম। শ্রীঅনন্যভজন যশ
১০ম। শ্রীরাধাসুপ্রতাপ যশ
১১শ। শ্রীমঙ্গলসার যশ
১২শ। বিমুখমুখভঞ্জন যশ

শ্রীহিত হরিবংশজীর চরণে চিত্ত রাখিয়া শ্রীস্বামী চতুর্ভুজদাসজী দৃঢ় রসিক অনন্য ভক্তির লোক বেদদুর্ল্লভ দ্বাদশ যশ নামক এই অদ্ভুত গ্রন্থ এই দ্বাদশ যশে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বড়ই সুন্দর।

শ্রীচতুর্ভুজ স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বদাই দুইশত পণ্ডিত ও সাধু থাকিতেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণে অনন্য ভক্ত তৎকৃপায় নিকুঞ্জ প্রাপ্ত পরম ভাগবত-শিরোরত্ন মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ বান্ধবেশ মহারাজ রঘুরাজ সিংহ জি বাহাদুর শ্রীভক্তমালা বা রাম রসিকাবলি নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ভক্তিসিন্ধুতে ভাসমান হরিচরণ-পোত সদৃশ। ইহাতে আমাদের এই চতুর্ভুজ দাসজীর সহচর প্রায় এক শত সাধু পণ্ডিতের পুরা নাম লিখিত আছে। ধন্য এই মহারাজ। ইঁহার ভক্তমালে ইনি বহু শ্রম করিয়া সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণের পুরা নাম ও ইতিহাস লিখিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাত্রেরই পরম উপকার করিয়া রাখিয়াছেন।

ইনি আমাদের শ্রীহিত হরিবংশজী মহারাজ আচার্য্য মহাপ্রভুর জীবন চরিতে পৌরাণিক বচন দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ইনি ভগবৎ-অবতার। ইহাতে আমাদের সমাজের পক্ষে বহু উপকার সাধিত হইয়াছে।

স্বামী চতুর্ভুজ দাসজী এই দুই শত সাধু পণ্ডিত লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু অজ্ঞানী জীবের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন এবং সমগ্র দেশে অখণ্ড অনন্য ভক্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

এই প্রকার অনেকানেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বামীজী অল্প দিনের মধ্যেই অসঙ্খ্য জীবের দুষ্কৃতি বিনাশ করিয়া ও অনন্য ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া জীবগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

ইনি মালা তিলকের মাহাত্ম্য, শ্রীচরণোদক এবং মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বলিয়া দিয়া এবং দেখাইয়া দিয়া দেশের লোকের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীর দৃঢ় অনন্য ভক্তি লোকের হৃদয়ে জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন।

ইনি শ্রুতি স্মৃতির সার অবলম্বনে যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মুরলীধারীর ভাবচ্ছবি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

ইঁহার এই স্বভাব ছিল যে ইঁহার নিকট যখন যে ধন আসিত, তৎক্ষণাৎই সেই সকল ধন শ্রীজীর উৎসবানন্দ ব্যাপারে এবং সাধুগণের সেবায় ব্যয় করিয়া দিতেন। এই জন্য অতি অল্পকালের মধ্যেই স্বামীজীর জয়জয়কার দেশের সর্ব্বত্রই ব্যাপৃত হইয়াছিল এবং উহার সুযশের কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন হইয়াছিল।

পরিতাপের বিষয় এই যে বিধাতার একটা এমনই ধিক্কারযোগ্য বিধি অথবা পরশ্রীকাতরতা আছে যে তাহারই কুহকে শ্রীস্বামী চতুর্ভুজদাসজীর সদৃশ বিশুদ্ধ পরোপকারী এবং অনন্য হরিভক্তের উৎকর্ষও দেশের নীচ নিন্দুকেরা সহ্য করিতে পারিল না। আধুনিক সময়ের ন্যায় তখনও অনেক দুষ্ট লোক ছিল, ইহারা অকারণে স্বামীজির সহিত বৈরিতা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পরন্তু সেকালের ও একালের সাধু বৈষ্ণব বিরোধী শঠ অসজ্জনকে আমরা এই এক অত্যন্ত চমৎকারজনক, আনন্দদায়ক ও সর্ব্বোপকারী সম্বাদ শুনাইতেছি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি যে, "যে মহাপ্রাণের হৃদয়-সিংহাসনে দৃঢ় অনন্য ভক্তির অনবরুদ্ধ আরাধনায় ভগবান্ শ্রীরাধাবল্লভ-লাল নিত্য বিরাজমান রহেন, উঁহাকে কোনও সাংসারিক দুঃখ-সুখাদি বা কাল ও মায়ার প্রভাব কখনও কোনও প্রকারে স্পর্শ করিতে পারে না। অধিকন্তু উঁহার ভগবদ্‌বিভূতির ক্ষণিক সংঘর্ষে সাংসারিক শঠ-দিগের আর তাঁহার সহিত সাংসারিক সাধারণ জীবগণের অজ্ঞাতরীতিতে উদ্ধার সাধিত হয়।" স্বামী চতুর্ভুজদাস দ্বারা শঠদের এইরূপ উদ্ধার সাধন হইয়াছে।

গৌড়বানাদেশে একটা বড় বাগিচা ছিল। এই বাগিচায় একটা বড় বট বৃক্ষে ভূত-প্রেত থাকিত। যে কেহ উহার নিকট আসিত ভূত-প্রেতগুলি তাহাদের প্রতিই উপদ্রব করিত। উহার ভয়ে ঐ বাগিচায়

পাশে কৃষকেরা পর্য্যন্ত জমি কর্ষণ করিতে সাহসী হইত না। ঐ ভূত কৃষকদের বলদগুলিকে মারিয়া ফেলিত, শস্যসমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিত এবং সর্ব্বদাই নানাবিধ উপদ্রব করিত এবং নর-নারী ও বালকদিগকে জীবিত অবস্থায় উঠাইয়া লইয়া কূপাদিতে ফেলিয়া দিত।

কোন সময়ে স্বামী চতুর্ভুজদাসজী আপন ভক্তমণ্ডলী লইয়া এবং মুরলীধরজীর পাল্‌কী লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়বানাদেশের কোন নগরের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে ঠাকুর সেবার কোন উপযুক্ত স্থান আছে কি না ?

সাংসারিক, কর্ম্মঠ ও শঠ লোক, স্বামীজীর সাধুমণ্ডলী ও স্বামীজীকে দেখিয়া মৎসরতাবশে মনে মনে ভাবিতে লাগিল আজ এই সকল রঙ্গিয়া সাধু খুব ভাল ফাঁদেই পড়িবে। আজ ইহাদের বুজরকী ভাল-রূপেই বুঝা যাইবে। এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া পরে প্রকাশ্য ভাবে স্বামীজীকে বলিল, "স্বামীজী মহারাজ ! ঐ যে সম্মুখে বড় বাগিচা দেখিতে পাইতেছেন, উহার মধ্যে যে ঐ বড় বট বৃক্ষটি আছে, উহার মূলে আপনাদের বাসের উপযোগী একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর স্থান আছে। উহার শীতল ছায়ায় আপনি ও আপনার সাধুগণ খুব সুখে থাকিতে পারিবেন। যত যত সাধুর এখানে আগমন হয়, সকলেই ঐ স্থানে অবস্থান করেন। ঐ স্থানটীতে ফল ফুল ও জলাদি আছে, সুতরাং বাসের অত্যন্ত উপযোগী এবং নির্জ্জনও বটে। স্থানটী এতই নির্জ্জন যে সাধুলোকেরা এখানে নির্দ্বন্দ্ব ও উলঙ্গভাবে হরিগুণগান ও নৃত্যাদি করিতে পারেন।"

স্বামীজী এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, এবং সংবাদ-দাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "তোমাদের নিকট থাকিতে আমাদের বাস্তবিকই সঙ্কোচ হয়। হরিভক্তগণ নির্জ্জনে থাকিতেই ভালবাসেন।

অনন্তর স্বামীজী আপনার সাধুগণকে ডাকিয়া ঐ স্থানটীকে পরিষ্কার

ও পবিত্র করিয়া লইলেন এবং ঐ স্থানে বটবৃক্ষ মূলে একটী মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া সেই মণ্ডপে শ্রীশ্রীমুরলীধরকে স্থাপন করিলেন, এবং নিত্যনিয়ম অপেক্ষা বিস্তারপূর্ব্বক সেবাপূজা করিয়া শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে অন্যান্য মহাপ্রেতগুলি ক্রীড়ার জন্য অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র ত্রিশটী ভূত ঐ স্থান রক্ষার জন্য ঐ স্থানে ছিল।

এই ত্রিশটী ভূত শ্রীভগবানের আরতির ত্রিলোকতারণ জ্যোতি সন্দর্শন মাত্রই সুগতি প্রাপ্ত হইল, এবং উহাদের প্রেত দেহ তিরোহিত হইল। এই সময়ে উহাদের সাথী ভূতপ্রেতগণ ফিরিয়া আসিল। এই পিশাচদের রক্ষার জন্য ইহাদের সহিত অনেক যমদূত থাকিত।

এই সকল ভূত প্রেতের ইচ্ছা ছিল যে ইহারাও স্বামীজীর দর্শন ও আরত্রিকের জলের ছিটা পাইয়া উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যমদূতগণ ইহাদিগকে স্বামীজীর নিকটে যাইতে বাধা দিল—দূরে রাখিয়া দিল। তখন ঐ প্রেতগুলি দূর হইতে হাহাকার করিতে লাগিল এবং স্বামীজীর নিকট আসিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তখন শ্রীচতুর্ভুজদাসজী এই চীৎকার শুনিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তোমরা কে এখানে চীৎকার করিতেছ?" তখন ভূতগণ বিনয়পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল :—

"হে মহারাজ! আমাদিগকে আপনি উদ্ধার করুন। আমরা সাংসারিক জীব ছিলাম। মরণান্তে যখন আমরা যমরাজের নিকট গেলাম তখন আমাদের কর্ম্মানুসারে যমরাজ এই দারুণ দুঃখদায়ী প্রেতযোনিতে অবরুদ্ধ করিয়া এই দূতগণের রক্ষণাবেক্ষণে আমাদিগকে এখানে পাঠাইলেন। সেই অবধি যমরাজের আদেশ অনুসারে আমরা এখানেই আছি। কিন্তু আজ আপনি আমাদের এই স্থান ঘেরাও করিয়াছেন, এবং এই স্থানের

রক্ষক আমাদের সহচর যে সকল ভূত ছিল, তাহাদিগকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। আর আমরা সেই পাপযোনিতেই আছি। প্রভো! আপনি আমাদের প্রতি দয়া বিস্তার করিয়া আমাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করুন। প্রভু! আমরা আপনার চরণামৃত পাইলে অতি শীঘ্র উদ্ধার পাইব। হে প্রভো! এই যমদূতের দুঃখ যাতনায় আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করার জন্য আসিতে সমর্থ নহি, আমরা আসিয়া যে আমাদের আপন বৃত্তান্ত শুনাব এমন উপায় পর্য্যন্ত নাই। হে প্রভো! আপনিই কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া একটা কাজ করুন। একটা বড় গর্ত্ত খনন করুন, উহা জলে পূর্ণ করুন, আর সেই গর্ত্তের জলে সাধুগণ চরণ-প্রক্ষালন করুন, তারপর উহাতে আপনার চরণামৃত ঢালিয়া দিন। আমরা অদ্য নিশীথ সময়ে এই চরণামৃত পান করিব এবং আপন আপন শরীরে প্রক্ষেপ করিব। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার হইবে এবং যমদূতেরাও তখন আপন স্থানে ফিরিয়া যাইবে।”

পরমদয়ালু স্বামীজী ইহাদের শ্রদ্ধানুসারে তাহাই করিলেন। তখন প্রেতগুলি যথাসময়ে বৈষ্ণবগণের চরণামৃত প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রেতযোনি হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল এবং দেশের পরমমঙ্গলসাধন হইল।

যমদূতগণ সহসা এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া দৌড়িয়া যমের নিকট গমন করিল। সেখানে পৌছিয়া আপন মালিককে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা শুনাইল, এবং বলিল, “হে প্রভো! চতুর্ভুজজীর ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব ও মাহাত্ম্য যে,—ঐ স্থানের প্রেতগুলি পর্যান্ত উদ্ধার পাইয়াছে, এবং ঐ স্থানের বহুদূর পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে ভগবদ্ধামের ন্যায় হরিভক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি চতুর্ভুজজীর তেজপ্রভা সহ্য করিতে অসমর্থ

হইয়া আমরা অপরাধী প্রেতগুলির নিকটেও যাইতে পারি নাই; ইহা এক আশ্চর্য্যের বিষয়।"

এই বাক্য শুনিয়া যমরাজ আপনার দূতদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "এ সকলই সত্য। তোমরা নিজ নিজ পাপের জন্য ঐ সকল মহাত্মাদিগকে চিনিতে পার নাই, এবং উহাদের নিকট যাইতে পার নাই পাপীরা ভক্তের পাশে যাইতে পারে না। অপরন্তু ভক্তের নিকট না গেলে ফল পাওয়া যায় না। প্রেতগুলির ভাগ্যক্রমেই ঐ স্থানে হরিভক্তগণের সমাগম হইয়াছে। আর এই সংযোগে ঐ সকল প্রেত তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছিল, অধিকন্তু উহারা বৈষ্ণবগণের চরণোদকও পাইয়াছিল। এই কারণে উহাদের নিস্তার হইয়াছে। হরিভক্তগণের মহিমা এই প্রকারই বটে।"

যে সময়ে যমরাজ ও তাঁহার দূতগণের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণকে লইয়া অপর যমদূতগণ যমপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। যমরাজ প্রথমাগত দূতগণের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া নবানীত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং গৌড়বানা দেশ হইতে যে সকল দূত এই ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিয়াছিল তাহাদিগের প্রতি অতিশয় ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা ইহাকে এখানে কেন আনিলে? এখনও তো ইহার আরও আয়ু আছে! এখনও এই জীবের দেহ চিতানলে প্রজ্জ্বালিত করা হয় নাই। অতি শীঘ্র এই জীবকে লইয়া তোমরা উহার দেহে রাখিয়া দিয়া আইস।"

যমদূতেরা তাহাই করিল। ব্রাহ্মণের মৃত দেহ প্রাণ পাইল। ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন জাগিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হয়, ব্রাহ্মণও চিতা হইতে সেইরূপ উঠিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া যমপুরে পিশাচ-বিমোচন সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য

ঘটনা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তাহা আনুপোর্ব্বিক সকলকে কহিয়া দিল।

এই প্রকারে মহাত্মা সাধু স্বামী শ্রীচতুর্ভুজদাসজীব অদ্ভুতকীর্ত্তি শুনিয়া এবং উক্ত বাগানের ভূতের উপদ্রব শান্তি হইয়াছে জানিয়া গৌড়-বাসে দেশের লোকমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই দেশের প্রজারা স্বামীজীর এই উপকার মনে করিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

উক্ত দেশের রাজা নিজ প্রজাদের এইরূপ অসম্ভাবিত উপকারের কথা শুনিয়া এবং স্বামীজীর অদ্ভূত চরিত্র-কাহিনী জানিয়া বহু ধন সামগ্রী লইয়া প্রজাগণ সহ স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া উঁহার চরণে ধন সামগ্রী আদি উপহার প্রদান করিলেন এবং যথাবিধি পূজা উপহারাদি দিয়া স্বামীর চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা মন্ত্র দেওয়ার জন্য মিনতি করিতে লাগিলেন।

পরম দয়ালু শ্রীস্বামীজী রাজার শ্রদ্ধা দেখিয়া রাজাকে মন্ত্রোপদেশ করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীরাধাবল্লভজীউর চরণে দৃঢ় অনন্য রসিক ভক্তি এবং অষ্ট কালীয় সেবাপদ্ধতি রীতি শিক্ষা দিলেন। প্রজা লোকেরাও উঁহার চেলা হইলেন। গৌড়বাসে দেশের রাজা প্রজা সকলেই একই সময়ে স্বামীজীর কৃপায় অনন্য ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

কিছু দিন পরে স্বামী শ্রীচতুর্ভুজদাসজী পর্য্যটনের ক্রমানুসারে এই স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলেন। সেই সময় হইতে আর কখনও উক্ত বাগানে কোন ভূতোপদ্রব দেখা যায় নাই। তখন হইতে জন সাধারণ আনন্দে বসবাস করিত এবং কৃষকদেরও আবাদাদি উত্তমরূপেই হইত।

স্বামী শ্রীচতুর্ভুজজীর চরিত্র রচনার উপসংহারে শ্রীরসিকঅনন্যভক্ত-মালের গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীভক্ত ভগবতমুদিতজী যে দোহা লিখিয়াছেন তাহা এই :—

স্বামি চতুরভুজ চরণ জল, লীনী নরী স্তু ভূন।
বিনা কৃপা খালী গয়ে, ধর্ম্মরাজকী দূন ॥

অর্থাৎ স্বামী চতুর্ভুজজীর চরণ জল গ্রহণ করিয়া ভূতগুলি ত্রাণ পাইয়া চলিয়া গেল। কেবল যমদূতগুলিই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইল।

সাধারণ বৈষ্ণব চরিত্রেও চমৎকার আছে। কিন্তু আপন ধর্ম্মের দৃঢ়তা ও অনন্যতার জন্য স্বামী চতুর্ভুজদাসজীর দিব্য দেহে তাহা অপেক্ষাও বিশিষ্ট ও অতি শ্রেষ্ঠ চমৎকার গুণাদি বর্ত্তমান ছিল। এতৎ সম্বন্ধে একটি ঘটনা ও উদাহরণ বলা যাইতেছে।

এক সময়ে স্বামীজী আপন শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহার এই স্বভাব ছিল যে ইনি হরিবিমুখজনের কোনও পদার্থ গ্রহণ করিতেন না। পথিমধ্যে ভক্তগণ একটী কূপ দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল যে তাহারা এই কূপ হইতে জল গ্রহণ করেন। তখন স্বামীজী অগ্রসর হইয়া উক্ত কূপের পার্শ্বচর ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার ধনে এই কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে?" তখন জানা গেল যে কোন অবৈষ্ণবের অর্থেই এই কূপ খনিত হইয়াছে। ইহা শুনা মাত্রই স্বামীজী ঐ কূপের জল ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

স্বামীজী শাক্ত শৈব প্রভৃতি অবৈষ্ণবগণের অন্ন তো দূরের কথা কূপের জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেন না। তিনি এমনই দৃঢ় অনন্য ভক্ত ছিলেন যে যদি কোন গ্রামে অতি ক্ষুদ্র প্রাণি হত্যাও হইত, তবে তিনি তিলার্দ্ধ-মাত্র সময় সেখানে অবস্থান করিতেন না।

ইঁহার অনন্য দৃঢ় ভক্তি দেখিয়া সেই সময়ের আশ্রমী লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, এবং আপন অবৈষ্ণব চরিত্রতার বিচার করিয়া দুঃখিত হইয়া এবং আত্ম ঘৃণা করিয়া স্বামীজীর শিষ্য হইতেন। বহু

শত পণ্ডিত স্বামীজী ও স্বামীজীর সাথী অপরাপর ভক্ত পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

স্বামী চতুর্ভুজজী এই প্রকার দিগ্বিজয় করিতে করিতে একবার এক নগরে উপস্থিত হয়েন। এই নগরে এক সরোবর তীরে সুন্দর সুন্দর শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে এক অতি সুন্দর দেবীমন্দির ছিল। উহার নিকটে একটি শুদ্ধ পরিষ্কৃত স্থানে স্বামীজী বিশ্রাম স্থান করিলেন।

এই সময় বামমার্গীয় এক দল লোক একটি ব্রাহ্মণ কুমারকে বলি-প্রদানের জন্য ঐ স্থানে লইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ বালকের মাতা রোদন করিতে করিতে শ্রীস্বামী চতুর্ভুজদাসজীর চরণ ধরিয়া পড়িলেন এবং উহার নয়ন-তারা-স্বরূপ নিরীহ পুত্রটীকে বাচাইয়া দেওয়ার জন্য বৈষ্ণব স্বামীজীর সম্মুখে বিকল ভাবে নিবেদন করিতে লাগিলেন যে—

बलिहित मोर पुत लै जाहीं।
राखि राखि बरजो हुन काहीं॥
ते सठ सकल बजावत बाजे।
लै गवने द्विज सुत बलिकाजे॥

অর্থাৎ ইহারা বলি দেওয়ার জন্য আমার পুত্রকে লইয়া যাইতেছে ইহাকে ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। কিন্তু উহারা বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে ব্রাহ্মণ কুমারকে বলি দেওয়ার জন্য লইয়া যাইতে লাগিল।

এই দেখিয়া স্বামীজীর অত্যন্ত দয়া হইল, তিনি তখন ঐ ব্রাহ্মণীটীকে বলিলেন, "মা তুমি শোক করিও না।"

এই কথা বলিয়া তিনি সাধুগণকে লইয়া হত্যাকারীদের নিক গিয়া বলিলেন—

"কস্যৌ মোহি বলি তুম দৈ দেহু।
ভূসুর সুবন পঠাবহু গীহু॥"

অর্থাৎ তোমাদের বলি দিতে হয় আমাকে বলি দাও এই ব্রাহ্মণ পুত্রকে গৃহে যাইতে দাও।

কিন্তু ঐ খল লোকগুলি এমনই পাষাণ হৃদয় যে উহারা কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ বালককে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না, পরন্তু উহাকে মারিতে মারিতে বধ-স্থানে লইয়া গেল।

স্বামী তখন ঐ চণ্ডালদিগকে ত্যাগ করিয়া আপন সাধুদিগকে লইয়া ক্রোধ করিয়া দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং খড়্গা সহ দেবীর হস্ত নিজ মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে ভক্তমালে লিখিত আছে :—

"দাস চতুরভুজ তেজ কো, সহি ন সকী সো দেবি।
উছটি সিলা বাহির পড়ী, মনহু পখান রকেবি॥"

অর্থাৎ চতুর্ভুজদাসজীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দেবী এক ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া মন্দিরের বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

যে সকল কঠোর হৃদয় ক্রুর কর্ম্মা ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ বালককে বধ করার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, সে সকল ভয়ে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী ব্রাহ্মণ বালকের জীবন রক্ষা করিয়া উহার মায়ের হাতে উহাকে প্রদান করিলেন।

দেবী কন্যা বপু ধরি আঈ।
দাস চতুর্ভুজ পদ সিরনাঈ॥
দাস চতুর্ভুজ দিয় গল মালা।
জর্দ্ধ পুণ্ড্র দৈ ভাল বিসালা॥

অর্থাৎ অতঃপরে দেবী কন্যা রূপ ধারণ করিয়া চতুর্ভুজদাসজীর চরণে শির লুটাইয়া পড়িলেন। স্বামীজী তাঁহার গলে তুলসী মালা ও কপালে উর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক পড়াইয়া দিয়া উঁহাকে শিষ্যা করিলেন এবং এই উপদেশ দিলেন যে অদ্য হইতে যেন তোমার মন্দিরে কোন প্রকার জীবহিংসা না হয় এবং এই দেশে যেন কোন দুষ্ট হত্যাকারী আর না থাকিতে পারে।

"জো খল ভূপ ভাজি ঘর আয়ী।
তাকো দেবী স্বপ্ন দিখায়ী ॥"

স্বপ্নে দেবী ঐ দেশের রাজাকে বলিয়া দিলেন যে, তুমি প্রজাদি সকলকে লইয়া বীর বৈষ্ণব চতুর্ভুজদাসজীর শিষ্য হও, নচেৎ আমি ক্রোধভরে তোমাদের সকলকেই বধ করিব।

রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্রই রাজা প্রজাদিগকে লইয়া শ্রীস্বামী চতুর্ভুজ দাসজীর চরণে প্রণত হইলেন এবং রাজা প্রজা সকলেই তাঁহার উপদেশ মন্দাকিনীর ভক্তি জলে বিধৌত হইয়া অচিরে দৃঢ় রসিক অনন্য বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। এই রাজ্যে পরমা ভক্তির প্রকাশ হইল।

ভক্তবীর শ্রীমহারাজ রঘুরাজ সিংহজী তদীয় গ্রন্থে শ্রীচতুর্ভুজ দাসজীর আরও অনেক অদ্ভুত চরিত্র লিখিয়াছেন। সেই সকল কথা প্রকাশ করিতে হইলে, ব্যাখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা বশতঃ এবং অনন্যধৰ্ম্ম সম্বন্ধে আরও অপরাপর কথা বলার লোভে সেই সকল কথা বলিতে নিরস্ত হইলাম। তবে এস্থলে স্বামী চতুর্ভুজ দাসজীর অনন্যভক্তি পরিদ্যোতক এবং বৃথাকৰ্ম্মকাণ্ডনিবসনজনক কতিপয় বাক্য তদীয় "সকল শিক্ষাসমাজ প্রথম যশ" হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপে এবং আপন কথার পুষ্টির প্রমাণস্বরূপ ১৭ চৌপাই হইতে ৫০ চৌপাই পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া এবং উহা দৃঢ় বৈষ্ণবসমাজে নিবেদন করিয়া শ্রীস্বামী চতুর্ভুজদাসজীর প্রসঙ্গ পূর্ণ করিতেছি :—

जौ लगि कपट कपाट न उघरहिं,
तौ लगि बिधि निषेध नहिं डगरहिं।
जौ लगि कनक कामिनी भावै,
तौ लगि कृष्ण न उर में आवै ॥१७॥

कोटि कुकर्म्म धर्म्म करि आवै,
विषय वासना चित हि नचावै।
तीरथ पथ अवगाहत चाहत,
हरि गहि मूढ़ प्रयागहि गाहत ॥१८॥

कामधेनु तजि अजा बिसा है,
सुर द्रुम छोड़ बहेरो चाहै।
केसर तजि कोला तन रांचै,
हरि तजि मूढ़ आनको जांचै ॥१९॥

औगुन गिरिसम मनहिं न आनै
गुन तिल सम सुमेर सो जानै।
कपटी चतुरन सों चतुराई,
सर्व्वसु वकसत प्रीति भुराई ॥२०॥

क्रोध मरै जब रिपु को मारै,
अरु दारिद्र काम को जारै।
लोभ परो सन्तोष सम्हारै,
नित अति बढ़त न पहुंचत पारै ॥२१॥

हारिल भूल न चरण धरतधर,
अरु टिटिहरी न चढ़त रूख पर।
पशु पच्ची सुर आयुस माने,
नर शठ सुमति न मनमें आने ॥२२॥

नीर सात सागरमें जेतो,
जननी पय प्यायो है तेतो।
गिरिवर सम सब अन्न नसायो,
भरत खण्ड तब नर तन पायो ॥२३॥

दुरलभ तन पायो सुरलभ करि,
गुरु केवट हरि नाम नावकरि।
एहि समाज भव तर न पारगो,
तो अपघात आपने करभो ॥२४॥

माया को फल गृहसुत जाया,
सब संसार धूर को छाया।
बाजीगर कोसो सब चौंधो,
तन को गति चपलासो कौंधो ॥२५॥

दिन परले देखे न अयानो,
महाप्रले सुनके सिसकानो।
जिनसों प्रीति देह के नाते,
सो फोटक कागद पुतराते ॥२६॥

पौ मे पानी पीवत मिल कें,
जित कित गये सबै चल हिलि कें।
नदी नाव एकत ह्वै उतरत,
जैसे आपु आपु कों डगरत ॥२७।

तिन सों हित हरि को बिसरावहि,
ऐसो पुनि समाज नहिं पावहि।
यह जुग दीप देह बल नीको,
भजिहरि मेटि सकल दुखजीको ॥२८॥

बालक घर करि मेटत जैसे,
गन्धर्ब नगर देखत हैं तैसे।
यह सब माया कौ भ्रम भाई,
सांचो भक्ति भूल बिसराई ॥२९॥

धरि सिर भार कनक कुण्डल करि,
जो न नवै हरिके चरणन तरि।
मृतक तुल्य कर कङ्कन कञ्चन,
चितवत नहीं चरण मोहन धन ॥३०॥

कर्म्म करै ताको फल पावै,
ऊंच नीच पद ताहि दिखावै।
कबहुंक इन्द्र कबहुं तिर्य्यक तन,
गुण प्रवाह में पर्यो विषय बन ॥३१॥

चौदह वार भयो यह सुरपति,
अब यह चरणहीन चेंटा गति ।
अर्जुन कों हरि आपु बतायो,
मौन पुरान व्यास यह गायो ॥२२॥

उत्तम जल तजि खिनते छायौ
देखत मृग तृष्णाको धायौ ।
कर्म्म धर्म्म देवन को जो फल,
बिना भक्ति फटकत ज्यों खलनल ॥२३॥

बीस हाथ जा लेजु बनावै,
एक हाथ घट नीर न आवै ।
ऐसें विधि निषेध साधन करि,
अभय न होय भजे बिन श्री हरि ॥२४॥

जहां कर्म्म तहं भक्ति न आवै,
रवि छिति कैसें राति बतावै ।
कै काजर कौ सेतु बनावै,
कर्म्मनि मांझ भक्ति तौ पावै ॥२५॥

मीठौ मैल खांड़ ते डारै,
फिर कै परै तो खांड़ विगारै ।
यों कर्म्मनि मधि भक्तिहिं सानत,
जूठनि मांझ निवातहि वानत ॥२६॥

ज्यों कपूर विसाहन हारो,
पूछै गाजर बेर पसारो ।
असत पुरानन में का पावै,
कर्म्मनि में जे भक्ति बतावै ॥३७॥

श्रीभागवत देखि विचारहि,
जाते छूटि जात संसारहि ।
वर्णादिक धर्म्मन में साखो,
कर्म्मठ सोधि कण्ठ कै राखो ॥३८॥

मन को रुचि कै अर्थ बखाने,
श्रीधर स्वामी कहो न माने ।
स दूध दे सबनि जिवावै,
आपुन ताको स्वाद न पावै ॥३९॥

जे भक्तनि के कर्म्म बताये,
ते तेरे मन माझ न आये ।
जनम करम लीला अभिनव करि,
आपु तरै कुल सकल जाहि तरि ॥४०॥

सुरसरि तजे सुरा जल न्हाये,
होय न शुद्ध श्याम बिन गाये ।
कर्म्म भरोसो करि शठ सोवै,
उल्मुक क्यों अकाश तम खोवै ॥४१॥

दर्पन दिया नैन बिन जैसें,
देव पितर सब हरि बिन तैसें।
हरि सेवत निहार नहिं आवं,
सिंहिन सुतहिं स्यार डरपावै ॥४२

हस्ती चढ़ौ स्वान ते डरिहै,
सांप कहा पावक को करिहै।
दावानलहि न ओस बुझावै,
गज की प्यास न कुहुर गवांवे ॥४३॥

नदी प्रबल पावस को पानी,
रोकै तृण यह कौने मानी।
विधि निषेध सब देई देवा,
हरि सेवत निकरत सब सेवा ॥४४॥

सुधासिन्धु तट प्यासो मरई,
कर्म्म करै हरि भक्ति न करई।
ऊंट अगर कपूर चलावै,
मृग मृगमद को मरम न पावै ॥४५॥

बिन सत संग भक्ति बिन कीन्हे,
हैं हरि निकट जात नहिं चीन्हे।
ज्यों तिल तेल रहत घृत पयमहं,
अगिनि दारु संयोग जहां तहं ॥४६॥

मथन उपाय बिना क्यों पावै,
साधु बिना हरि कौन बतावै।
मन को सब सन्देह गमावे,
भक्ति भेद भागवत दिखावै ॥४७॥

सुख दुख धन पूरब क्रत पावै,
सत सङ्गति बिनु भक्ति न आवै।
माया के सब हरहि बिकारहिं,
कर्म्म बीज जुग जुग के जारहिं ॥४८॥

एक नीर बहु बरण दिखावै,
सङ्गति के समान गुण पावै।
स्वाति बूंद सुक्ता मुक्ता फल,
केरि कपूर सर्प हाला हल ॥४९॥

राजति अति पुरइन पातनि पर,
तपत लोह पर परत भराभर।
त्यों जैसी सङ्गति नर पावै।
तैसे गुण अरु कर्म्म करावै ॥५०॥

অর্থাৎ—যখন পর্য্যন্ত কপটের কপাট খুলে না তখন পর্য্যন্ত বেদের বিধি ও নিষেধ পলায়ন করে না। যখন পর্য্যন্ত কনক ও কামিনী ভাল লাগে, তখন পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের ভিতরে আসেন না ॥ ২৩ ॥

কোটি কোটি কুকর্ম্ম এবং ধর্ম্মকার্য্য করিয়া এস না কেন, মানসিক বিষয়ের বাসনা মনকে নাচাইবেই নাচাইবে। লোকে তীর্থে অবগাহন

করে, কিন্তু মুর্খেরা বুঝে না যে যারা ভগবান শ্রীহরিকে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা কেন নিজকে প্রয়াগের হাতে সমর্পণ করে ॥ ১৮ ॥

মূঢ় মনুষ্য ভগবান শ্রীহরিকে ছাড়িয়া অন্যান্য দেবতার কিম্বা শক্তির সম্মুখে যাচনা করে, কিন্তু তাহার কার্য্য এইরূপ যেরূপ কেহ কামধেনু ত্যাগ করিয়া একটা অজা (ছাগ) কিনে, সুরদ্রুম ছাড়িয়া বহেড়া চায়! অথবা কেশর ফেলিয়া দিয়া কয়লার ছাই দ্বারা নিজের অঙ্গরাগ সুসম্পন্ন করে ॥ ১৯ ॥

নিজের গিরি সমান দোষকে ত কেহই কিছুই মনে করে না, অধিকন্তু নিজের তিল সমান গুণকেও পাহাড়ের মতন মনে করে ও খ্যাপন করে। অবোধ মনুষ্য এরূপ চতুরশিরোমণির কাছেও নিজের এই কপট চতুরতা চালাইতে লজ্জা বোধ করে না, যিনি একটুও প্রীতির সরলতা জানিতে পারিয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্ত উৎসুক থাকেন ॥ ২০ ॥

ক্রোধ মারিলেই অন্যান্য রিপুসকল মরিবে। ক্রোধকে আগে মারিয়া তাহার পর কামরূপী দারিদ্র্যকে মারিবে। যে মনুষ্য লোভে নিমগ্ন থাকিয়াও সন্তোষের দিকে চায় সে অত্যন্ত নিরীহ। কেননা লোভ ত প্রতিদিন অত্যন্ত বাড়ে, তাহার কখনও পার পাওয়া যায় না ॥ ২১ ॥

হারিল (পক্ষীবিশেষ) কখনও ভুলিয়াও ভুমির উপর পা দেয় না, আর টিটহরী (পক্ষীবিশেষ) কখনও বৃক্ষের উপর আরোহণ করে না। পশুপক্ষী আর দেবতারা এইরূপ আজ্ঞা মানে কিন্তু মানব এতই শঠ যে সে এ সব সুমতিকে মনেও করে না ॥ ২২ ॥

সাত সমুদ্রের মধ্যে যত জল আছে, জননী ততই দুগ্ধপান করাইয়াছেন, আর গিরিবরের মত অন্নসমূহ নষ্ট করিয়াছ, এত করিয়াই এই ভারত-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছ ॥ ২৩ ॥

মানুষের শরীরটা অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাকে তুমি সুলভের মতন লাভ করিতে পারিয়াছ। আরও দেখ, হরিনামের নৌকার উপর গুরুরূপী কেঁবট (মাঝী) প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এইরূপ হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়াও ভবসাগর পার না হও তবেই বুঝিবে যে তুমি নিজের অপঘাত নিজের হাত দ্বারাই করিয়াছ ॥ ২৪ ॥

গৃহ, সুত আর জায়া এ সব মায়ার ফল। এই যে সমস্ত সংসাব দেখিতেছ সে সব ধূলির ছায়ার মত মিথ্যা। বাজীকরের ভেল্কি আর চপলার চমকের মত ক্ষণস্থায়ী। মানুষের মনকে কখনো বিশ্বাস করিওনা ॥ ২৫ ॥

মূর্খ মনুষ্য প্রতিদিনের প্রলয়কে ত দেখিয়াও দেখে না কিন্তু মহা-প্রলয়ের নাম শুনিয়াই কাঁদে, যাদের সঙ্গে দেহের ও পিরীতির সম্বন্ধ মনে কর তাহারা কাগজের পুতুলের মত একেবারে অসার ॥ ২৬ ॥

যেমন পানশালায় লোকে একত্র হইয়া জলপান ক’র কিন্তু তাহার পর সকলে নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া যায় এবং নদীতে নৌকার উপরে সকলে একত্র হইয়া পরপার যায়, কিন্তু সেখানে পঁহুছিবামাত্রই পুনঃ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়, তেমনই এই সংসারযাত্রাকেও মনে করিবে ॥ ২৭ ॥

যাদের এই কাগজের পুতুলের মত অবস্থা, তাহাদের সঙ্গে প্রীতি রাখ আর ভগবান শ্রীহরিকে ভুলিয়া যাইতেছ, ইহাই কি তোমার বুদ্ধি-পরিচয়? দেখ এই যুগ, এই দ্বীপ, এই দেহ ও দেহের বল ভাল পাইয়াছ, এ গুলিকে বৃথা যাইতে দিও না। এই সকল সমাজের সহায়তায় ভগবান শ্রীহরির ভজন করিয়া হৃদয়ের সব দুঃখ মিটাও ॥ ২৮ ॥

বালক যেমন নিজের একটা ঘর তৈয়ারী করিয়া আবার তৎক্ষণই তাহা মিটাইয়া দেয়, আর যাদুকরেরা যেমন ক্ষণেকের জন্য একটা নগর প্রস্তুত করে, তেমনই এই সব সংসার মায়ার ভ্রমমাত্র, আর কিছুই নহে।

হে ভাই! তুমি সেই ভ্রম দেখিয়াই ভগবান শ্রীহরির সত্যভক্তিকে ভুলিয়াছ, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় ॥ ২৯ ॥

যে মনুষ্য সোণার মুকুট আর কুণ্ডলের ভার শিরের উপর বহন করে আর শ্রীমন্‌মোহনের চরণের দর্শন করে না অথবা শ্রীচরণের দিকে সেই স্বর্ণভারযুক্ত মাথা নোয়ায় না, তাহার কাঞ্চনের কঙ্কণ আর সেই কুণ্ডলাদি এমনই শোভা পায় যেরূপ মৃতকের গায়ে কেহ সেই সব কুণ্ডলাদি সাজিয়া রাখিয়াছে ॥ ৩০ ॥

যে কর্ম্ম করে সে তাহার ফলপ্রাপ্ত হয়, সেই ফলানুসার সে উচ্চ এবং নীচ পদ পাইয়া থাকে। সে কখনও ইন্দ্র হয় এবং কখনও তির্য্যক শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ সে গুণপ্রবাহের বিষয় হইয়া সদা গমনাগমন করে ॥ ৩১ ॥

মৎস্যপুরাণে দেখা যায় স্বয়ং ভগবান একবার একটা চরণহীন পিপীলিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে দেখ অর্জ্জুন এই যে পঙ্গু পিপীলিকা দেখিতেছ, ইহা নিজের কর্ম্মানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্মে চৌদ্দবার ইন্দ্র হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

উত্তম জল ছাড়িয়া মৃগের ন্যায় লোক তৃণাচ্ছাদিত জলের দিকে ধাবিত হয়। কর্ম্ম, ধর্ম্ম এবং দেবগণের যে সব ফল, সে সকল ভক্তি বিনা বৃথা, কেবল ভগবৎ ভক্তি বিনা কর্ম্মাদির ফল এমনই বৃথা, যেমন ধান্য বিনা কেবল তুষ বৃথা ॥ ৩৩ ॥

যেমন বিশ (কুড়ি) হাত রজ্জুদ্বারা কূপ হইতে যে জল তুলিতে পারা যায়, তাহা দুই হাত কম রজ্জুদ্বারা কখনও তুলিতে পারা যাইবে না, তেমনই যে নির্ভয়তা ভগবান শ্রীহরির ভজন দ্বারা প্রাপ্ত হয় তাহা কেবল বিধি এবং নিষেধ যুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩৪ ॥

কর্ম্ম এবং ভক্তির অত্যন্ত পার্থক্য, যেখানে কর্ম্ম সেখানে ভক্তি যাইতে

পারে না। রাত্রির অন্ধকার, পৃথিবীতে সূর্য্যের অস্তিত্ব কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবে। যদি কজ্জলের সেতু তৈয়ারী করিতে পারা যায় তাহা হইলেই কর্ম্মগুলির মধ্যে ভক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে॥ ৩৫ ॥

ভক্তির মধ্যে কর্ম্মের সংমিশ্রণ করা, এমনই অন্যায় যেমন চিনি হইতে চিনির ময়লা বাহির করিয়া পুনঃ তাহাতেই তাহাকে প্রক্ষিপ্ত করা। এই কার্য্যদ্বারা চিনি খারাপ হবার মত কর্ম্মের মিশ্রণে ভক্তিও ব্যভিচারিণী হইয়া যায়। কর্ম্মের মধ্যে ভক্তির সংমিশ্রণ উচ্ছিষ্টের মধ্যে অনুচ্ছিষ্টের সংমিশ্রণের মত সকলের অনিচ্ছিত॥ ৩৬ ॥

অসৎ পুরাণ গুলিতেই দেখিতে পাইবে যে কর্ম্মের মধ্যে ভক্তির বর্ণন হইয়াছে, সেই পুরাণগুলিতে ভক্তির অনুসন্ধান করা এমনই হাস্যাস্পদ যেমন কোন কর্পূর ব্যবসায়ী গাঁজার এবং বদরীফলের বাজারে নিজের গ্রাহক অনুসন্ধান করে॥ ৩৭ ॥

বিচারপূর্ব্বক শ্রীভাগবতপুরাণ দেখ, ইহাদ্বারা সংসার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, কর্ম্মঠ পণ্ডিতেরা ইহাতেও বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের সাক্ষ্য অনুসন্ধান করিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে॥ ৩৮ ॥

নিজের মনোরুচি অনুসারে তাহারা ভাগবতের অর্থ করিতেছে, শ্রীধরস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহারা মানে না, এজন্য তাহারা ঠিক একটা মহিষের মত। যে মহিষ অন্যকে দুগ্ধদান করে কিন্তু নিজে তাহার আস্বাদ জানে না॥ ৩৯ ॥

ভক্তদিগের যে সকল কর্ম্ম বলা হইয়াছে সেগুলি ত তোমার মনে উঠিল না, শ্রীভগবানের জন্ম এবং কর্ম্মের লীলা সকল প্রতিদিন নূতন নূতন প্রকারে করিলে নিজের অথচ পিতৃপুরুষগণেরও উদ্ধার সাধিত হয়॥ ৪০ ॥

কিন্তু এই ভক্তগণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলির ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মশুদ্ধির আশা করে তাহাদের কার্য্য

ঠিক সুরসরিৎ গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া সুরাদ্বারা শুদ্ধিলাভের আশার মত বৃথা, এবং যাহারা কর্ম্মের ভরসায় শয়ন করে তাহারাও উল্লুকের মত আকাশের তম হরণের চেষ্টা করে ॥ ৪১ ॥

যেমন দর্পণ আর দীপক এ দুই পদার্থই নেত্র বিনা বৃথা, তেমনই দেবতা এবং পিতৃগণও ভগবান শ্রীহরি বিনা বৃথা। যাহারা শ্রীহরির সেবক তাহারা সিংহিনীর সুত, তাহাদিগকে শৃগাল হইতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই ॥ ৪২ ॥

হস্তীর আরোহী কুকুরের ভয় করিবে কেন? আর অগ্নিকে সর্প-দংশনের কোন ভয় থাকে না। দাবানলকে তুষার নির্ব্বাপিত করিতে পারে না? আর গজের পিপাসাও শিশির দ্বারা প্রশমিত হয় না ॥ ৪৩ ॥

বর্ষাঋতু-উদ্বেলিত প্রবল নদীর জল একটা তৃণদ্বারা কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। বিধি, নিষেধ এবং সমস্ত দেবী আর দেবতারা ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় স্বয়ংই দূরীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

যে মনুষ্য কর্ম্ম করে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরির ভক্তি করে না তাহার এমনই দুর্ভাগ্য সুধাসমুদ্রের তটে থাকিয়াও পিপাসিত মনুষ্যের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার ন্যায়! যদ্যপি উষ্ট্র অগুরু এবং চন্দনের ভার বহন করে, কিন্তু তথাপি সেগুলির সুগন্ধি হইতে সে বঞ্চিত থাকে আর মৃগ যেমন নিজাঙ্গনিবসিত কস্তুরির সৌরভ জানে না সেই পশুসমূহের সমান সেই মনুষ্য সকলকেও জানিবে। যাহারা কর্ম্মজঞ্জালে বিজড়িত থাকিয়া হৃদয়ের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান ভগবান্ শ্রীহরিকে দেখিয়াও দেখে না ॥ ৪৫ ॥

যদি ভগবান শ্রীহরি নিকটেই দণ্ডায়মান থাকেন, তথাপি সৎসঙ্গ ও ভক্তি বিনা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় না, যেমন তিলের মধ্যে তৈল আর দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত আছে, কিন্তু অগ্নি আর কাষ্ঠের সংযোগ বিনা দেখা যায় না, সেইরূপ সৎসঙ্গ আর গুরুর সংযোগ বিনা হরিপ্রাপ্য হন না ॥ ৪৬ ॥

মথন বিনা সার পাওয়া যায় না অথচ সাধুসঙ্গ বিনা হরিকে কেহ চিনাইয়া দেয় না, শ্রীভাগবত মনের সব সন্দেহ ঘুচাইয়া দেয় আর ভক্তির ভেদ প্রকাশ করে ॥ ৪৭ ॥

সুখ, দুঃখ এবং ধনাদি লোকে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত হয় কিন্তু সৎসঙ্গ বিনা ভক্তি কোন উপায়েই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একবার ভক্তির প্রকাশ হইলেই মায়ার সব বিকার বিদূরিত হয় আর জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মবীজ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

যেমন একটা জল নানা বর্ণে ভিন্ন প্রকারের দেখা যায়, অর্থাৎ সঙ্গতির সমান রূপ ধারণ করে অর্থাৎ স্বাতিনক্ষত্রে জলবিন্দুর বংশলোচন স্পর্শে মুক্তার রূপ ধারণ করে, কর্পূর আর সর্পের হলাহল বিষও সেই জলবিন্দু দ্বারাই প্রস্তুত হয় ॥ ৪৯ ॥

সঙ্গতির গুণ দেখ! পদ্মপত্রের উপর জলের কি শোভা! আর সেই জলটা যখন উত্তপ্ত লৌহের উপর নিপতিত হয় তখন তাহার কি দুর্দ্দশা! এই প্রকার একটা মনুষ্য সংগতি অনুসারে সুখ এবং দুঃখ নানারকম অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

ইহাই আদর্শ অনন্যতা, ইহাই আদর্শ দৃঢ়তা, এবং ইহাই আদর্শ-রসিকতা! ইহার এক এক চৌপাই, অনন্যতার সূত্রস্বরূপ ও ভগবৎ-ভক্তিশাস্ত্রের তেজস্বরূপ। শ্রীচতুর্ভুজদাস জীর এই দ্বাদশ যশ গ্রন্থের অতি সুন্দর সংস্কৃতভাষায় লিখিত এক ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যায় শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদির বহুল প্রমাণ দ্বারা মূলগ্রন্থের বাক্যাবলীর পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে।

ভক্তমালাদি সাধারণ ভক্তগণের ইতিহাসে ও "রসিক অনন্যমাল" আদি সাম্প্রদায়িক অসাধারণ ভক্তগণের ইতিহাসগ্রন্থাদিতে শ্রীস্বামী চতুর্ভুজ দাসজী, শ্রীনরবাহনরাজ, শ্রীধ্রুবদাসজী, শ্রীব্যাসজী, শ্রীসেবক জী,

শ্রীনাগরীদাস জী, শ্রীবিঠ্ঠল জী, শ্রীনবল জী, শ্রীমোহন জী, শ্রীছবীলদাস জী, শ্রীহরিদাস জী, শ্রীনাহরমল জী, শ্রীগোবিন্দ জী, শ্রীজয়মলরাজা, শ্রীভুবন জী, শ্রীখড়্গসেন জী, শ্রীহরিবংশদাস জী, শ্রীপরমানন্দ জী, শ্রীযমুনা, শ্রীগঙ্গা, শ্রীকর্ম্মঠী, শ্রীভাগমতীবাই জী, শ্রীকহ্নরস্বামী জী, শ্রীপ্রবোধ জী, শ্রীকল্যাণ জী, শ্রীস্বামীলাল জী, শ্রীদামোদর জী, শ্রীপুষ্কর জী, শ্রীসুন্দরদাস জী, শ্রীহরিদাস জী, শ্রীতুলাধার জী, শ্রীযশবন্তরাজা, শ্রীরসিকদাস জী, শ্রীহরিকৃষ্ণজী, শ্রীমোহনদাস জী, শ্রীমাধুরীদাস জী, শ্রীদ্বারিকাদাস জী এবং শ্রীশ্যাম শাহ জী আদি রসিক ভক্তগণের চরিত লিখিত হইয়াছে। ইহাদের ন্যায় ভক্ত ঐ সময়ে অতি অল্পই ছিলেন। দৃঢ় অনন্যরসিক ভক্তিতেই জীবের উত্তমাগতি সিদ্ধ হইতেছে, এই নিমিত্ত বৈষ্ণবমাত্রেরই "অনন্য-রসিক" ভক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

গীতার অনন্যতা

স্বীয় অনন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, স্বীয় অনন্য বৈষ্ণব পরিচর্য্যা এবং স্বীয় অনন্য বৈষ্ণব ভক্তগণ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অনন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রন্থ গীতায় বলিয়াছেন :—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।

অর্থাৎ কৃচ্ছ-চান্দ্রায়ণাদি তপরূপ পুরুষার্থ সাধনকারী তপস্বী অপেক্ষা যোগী অধিক শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের অমোঘ জ্ঞানশীল জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী অধিক শ্রেষ্ঠ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকারী কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী অধিক শ্রেষ্ঠ, হে অর্জ্জুন এই নিমিত্ত তুমি যোগী হও। (অঃ ৬ শ্লোক ৪৬)

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

যোগিগণের মধ্যে আত্মসমাধিপরায়ণ, হিরণ্যগর্ভ, রুদ্র, ইন্দ্র, আদিত্য আদির আরাধক যোগী এবং উহাদের মধ্যে সহস্র জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলে অথবা সদাচার উপদেশ বলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বকর্ম্মফল-দাতা ঈশ্বর পরমাত্মা এবং পুরুষোত্তম আদি নামধারী যে আমি আমাকে ছাড়িয়া অন্যান্য দেবতার নিকট ফল কামনার সাধন যাঁহারা তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়া অনন্য ভক্তি ভাবনা দ্বারা নিরতিশয় প্রীতিবশ যে আমি পরমা-নন্দঘন ভগবান্ বাসুদেব এই আমাতে যে শ্রদ্ধাবান্ (গুরু ও শাস্ত্রবাক্যানু-সারে সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ কেবল এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এই নিমিত্ত সর্ব্বাত্ম-ভাবে কেবল ইঁহারই ভজনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত) তিনি জানেন যে আমি ঈশ্বরত্ব, জ্ঞান বল শক্তি বাৎসল্য কারুণ্য দয়া আদি অশেষ কল্যাণগুণসমুদ্র, সর্ব্বশরণ, প্রণতদুঃখহারী এবং স্বীয় ভক্তের কামনাপূরণকারিরূপে বাসুদেব-নন্দন নামে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহারা আমাকে এইরূপে ভজন করে, অর্থাৎ অর্চ্চন বন্দন ধ্যান আদি দ্বারা সর্ব্বদা আমার সেবা করে। যাঁহারা এইরূপ সমাহিত চিত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বররূপী আমাকে ভজনা করে, তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এই নিমিত্ত হে অর্জ্জুন তুমি আমার এতাদৃশ অনন্য ভক্তিযোগে যোগী হও। (অঃ ৬, শ্লোকঃ ৪৭)

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

অন্যান্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধালুভক্ত এবং আমার অনন্য ভক্তের প্রভেদ এইরূপ:—অন্য দেব ভক্ত অপেক্ষা আমার অনন্য ভক্তের শ্রেষ্ঠতা এইরূপ হইয়া থাকে যে মন্দ প্রজ্ঞা হেতু তত্ত্ববিবেচনে অকুশল অল্প মেধা-বিশিষ্ট লোকেরা ফলাশয়ে অন্যান্য দেবের আরাধনা করে, কিন্তু আমিই

সেই সকল দেবতার অধ্যক্ষ হইয়া ফল দান করি। কিন্তু সাক্ষাৎ আমার আরাধনা না করায় ঐ কার্য্যফল অন্তবৎ হইয়া পড়ে, সুতরাং ফলের বিনাশ হয়। ফল কামনায় যাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করে, তাহাদের আরাধনাফলও স্থায়ী হয় না, কেন না তাহাদের আরাধ্য ইন্দ্রাদি দেবতা নশ্বর। কিন্তু আমার অনন্য ভক্ত আমার প্রসাদে প্রথমতঃ ইহলোকে কর্ম্মফল তো অবশ্যই প্রাপ্ত হয়; অতঃপর আমার ভজনপ্রভাবে নিষ্কাম হইয়া অনন্ত গুণশালী যে আমি, এতাদৃশ আমাকেই তাহারা প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত আমার সকামভক্ত ও অন্য দেবতার ভক্তের ন্যায় সংসারের গতাগতিতে আপতিত হয় না, ইহাই বিশেষতা। (অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৩)

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥

ভগবান্ এবম্প্রকারে সামান্য যোগীর কথা বলিয়া এখন আপন বিশিষ্ট অনন্য ভক্ত যোগীদিগের প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

অনন্যচেতা যোগীর চিত্তের ন্যায় অপর যোগীর চিত্ত নহে। অনন্য চিত্ত যোগী নিরন্তর প্রেমপূর্ব্বক নিরতিশয়প্রিয় যে আমি এই আমার স্মরণ করে, এই নিমিত্ত অন্যের অচিন্ত্যস্বরূপগুণঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমি স্বকীয় ভক্তের বিয়োগ দুঃখ সহিতে না পারিয়া বাৎসল্য কারুণ্য সৌহার্দ্দ্য আদি গুণে ভক্ত বশ হইয়া আমি আমার অনন্য যোগকারী অতিশয় প্রিয় ভক্তগণের অতি সুলভেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ভগবান্ বলেন, এক ভক্তির বশীভূত হওয়াই আমার স্বভাব।

বেদে লিখিত আছে—

১। स्वयम्ब्रह्मापि नस्तुवीर्यं न विदुः।

২। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুস্বাম্—ইতি।

অপিচ—

ভক্তি রেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিরেবৈনং বর্দ্ধয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ
ভক্তিরেব ভূয়সী—ইতি।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের ইহাই ভাষ্যার্থ।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।

আমার এই প্রকার ভক্তের রীতি ইহাই যে অনন্য ভক্ত আমার রূপ গুণ ও নামে অন্তঃকরণ অভিনিবিষ্ট করিয়া আমার গুণ ও লীলার উদ্দীপক নাম সমূহের স্মরণ করিয়া, পুলকিত হইয়া, হর্ষগদ্‌গদ কণ্ঠে, মাধব মুকুন্দ মধুসূদন কৃষ্ণ ও বাসুদেবাদি নামযুক্ত স্তোত্রপ্রবন্ধ ভজন কীর্ত্তন করিয়া অর্চ্চন বন্দন নর্ত্তন নমস্কার করেন, আমার প্রসাদের প্রতি আদর করেন, আমার মন্দির সমক্ষে আগমন করিয়া নিরতিশয় প্রেম সহকারে হস্ত জানু বক্ষ শির আঁখি মন ও বাণী সহকারে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন, ক্ষণমাত্রও আমার বিয়োগ সহ্য করিতে পারেন না এইরূপে আমাতে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। (অঃ ৯।১৪)

অই অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিষ্কাম অনন্য ভক্তের প্রশংসা করিয়াছেন। দয়াল ভগবান্ অনন্য নিষ্কাম ভক্তের প্রতি এমনই প্রসন্ন হয়েন যে ভক্তের যোগক্ষেমের ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন।

এইরূপে শ্রীভগবান্ স্বীয় অনন্য ভক্তকে প্রেমোৎসাহ প্রদর্শন করেন। আহা, নির্দ্ধনের ধন গিরিধারীর কি অদ্ভুত প্রেম পরিপাটী। এই অধ্যায়ের আরও কিছু অগ্রে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট অনন্য ভক্তের কেমন প্রশংসা করিয়াছেন, ভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন আমার ভক্তের অলৌকিক প্রভাবের কথা শ্রবণ কর, আমার অনন্য ভক্তের দুরাচার হওয়া অসম্ভব। বৈদিকাচারবিরোধী ব্যক্তিকে জন্মান্তরীয় বলিষ্ঠ কর্ম্মফলে অন্ত্যজাদি নীচ যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়, ভগবদপরাধের কারণ সৎসম্প্রদায়োক্ত শাস্ত্রীয় সদাচার হইতেও মানুষ পতিত হয়, এবং দুঃসঙ্গ মধ্যে তাহার জন্ম হয়। আর যাহাকে এতাদৃশ দুরাচার বলা হয়, এই দুরাচারীর যদি পূর্ব্ব কর্ম্মের সুকৃত থাকে, তবে সেই ভাগ্যোদয় বলে অন্য সাধন, অন্য প্রয়োজন ও অন্যসম্বন্ধশূন্য হইয়া যদি আমার অনন্য ভজন করে, সর্ব্বসাধনরূপ সর্ব্ব যোগক্ষেমকারী আমাকে মুক্তের প্রাপ্য সর্ব্বসম্বন্ধাশ্রয় এবং মুমুক্ষুধ্যেয় নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বাত্মভাবে আমাকে ভজন করে আমার, অনন্য ভজনকেই একাবলম্বন করে, তবে এতাদৃশ দুরাচারকে অবশ্যই সাধু বলিয়া এবং সদাচারবান্ একান্ত ভক্ত বলিয়া জানিবে। কেন না, এই ব্যক্তিই সম্যক্ব্যবসিত বুদ্ধিমান্, সম্যক্ব্যবসায় সম্পত্তিযুক্ত। এই প্রকার ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, "সর্ব্বমুমুক্ষুধ্যেয়, জগজ্জন্মাদিহেতু, বৈদিক প্রমাণগম্য, বেদান্তপ্রতিপাদ্য, মুক্তপ্রাপ্য ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম, রমানিবাস গোপীপ্রিয়, রাধাপ্রাণনাথ এবং সর্ব্বসম্বন্ধরূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সাধ্য সাধন সম্বন্ধে আমার সমাশ্রয়ের যোগ্য আর দ্বিতীয় কেহই নাই। যদিও আমার পাপ এত অধিক যে বৈদিক আচার প্রতিপালন করিতে আমি একবারেই অনধিকারী, প্রত্যুত আমি একবারেই অধঃপাতের যোগ্য হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি এই নিরতিশয় দয়া-কারুণ্য তিতিক্ষা-বাৎসল্যাদি গুণ মহোদধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন অসাধারণ গুণ পরবশতা

এবং নির্হেতুক করুণা বলে তাঁহার প্রতি আমাকে অনন্য ভজনের যোগ্য মনুষ্য ভাব প্রাপ্ত করাইয়া, আপনার নিয়মভূত আমার দেহেন্দ্রিয় অঙ্গের দ্বারা আত্মার সংগতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার দীনবৎসল গুণ-খ্যাপনের জন্য আমাকে অনন্ত ভক্ত করিয়া আমার উৎকর্ষ সাধন করিয়া লইবেন।

এই নিমিত্ত উঁহার এই উপকার আমি শিরোধার্য্য করিষা আমি সর্ব্বাত্মভাবে কেবল উঁহারই ভজনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি।"

ভগবান্ বলেন আমার ভক্তের ইহাই সম্যক্ ব্যবসায়। এই ভক্ত নিজের বিশ্বাসাত্মক দৃঢ়নিশ্চয়ে দুরাচার ত্যাগ করিয়া অতি শীঘ্র মহাভাগবত-লক্ষণসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠেন। তৎপরে মদ্ভাবাপন্নলক্ষণান্বিত হইয়া শান্তি এবং ক্রমে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন। এতাদৃশ ভক্তের কখনও নাশের আশঙ্কা ঘটে না।

ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে পূর্ব্ব অভ্যস্ত দুরাচার হইতে কদাচিৎ আবার উহার দুষ্কর্ম্মে রুচি এবং দুঃসঙ্গ নিমিত্ত পুনরায় অধর্ম্ম ঘটিতে পারে, তাহা হইলে এই দুরাচার কি প্রকারে সাধু হইবে, এবং কি প্রকারেই বা ইহার শান্তি ঘটিবে? ফলতঃ এই দুরাচার ব্যক্তিরতো একবারে অধঃ-পাতই নিশ্চয়।" এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।

ভগবান্ বলেন "হে অর্জ্জুন তুমি আমার ঐ প্রতিজ্ঞা জানিবে যে পরমকারুণ্য বাৎসল্য সোহার্দ্দ্য, ক্ষমা, অনুকম্পা, সৌজন্য, সর্ব্বশরণত্ব আদি অনন্ত কল্যাণ গুণ-সাগর সত্যসঙ্কল্প, জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিষড়্গুণবিশিষ্ট শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্ মাধব যে আমি, আমার ভক্ত দুরাচার সম্পন্ন হইলেও,—সর্ব্বসাধন হীন হইলেও আমাতে অনন্যশরণ হওয়ায় কখনই তাহার বিনাশ হয় না।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্ প্রভুরহ
মন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্
কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে
ভবশরণমুদীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তান পাপান্

অর্থাৎ যমরাজের দূত যখন [illegible] ব্যক্তির বাঁধিয়া যমপুরে আনয়ন করিতে যায়, তখন যমরাজ তাহাকে দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে বলিয়া দেন,—হে দূত, ভগবান্ মধুসূদনের অনন্যভক্তকে ছাড়িয়া অপর লোককে বাঁধিয়া লইয়া এস, কেন না, আমি যমরাজ অপর লোকেরই প্রভু, অনন্যভক্তের প্রভু নহি। বৈষ্ণবের প্রভু, ভগবান বিষ্ণু, এই বিষ্ণু আমারও প্রভু। এই নিমিত্ত তুমি ভ্রমক্রমেও বৈষ্ণবকে স্পর্শ করিও না।

অপিচ যে ব্যক্তি ভগবানকে "কমল নয়ন, বাসুদেব, বিষ্ণো, ধরণীধর, অচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে এবং ভবনশরণ" ইত্যাদি রূপে আহ্বান করে, হে দূত, নিশ্চয়ই তুমি সেই নিষ্পাপগণকে দূর হইতে ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে"

শ্রীসাত্বত গ্রন্থে লিখিত আছে :—

দুরাচারোঽপি সর্ব্বাশী কৃতঘ্নো নাস্তিকঃ পুরা।
সমাশ্রয়েৎ আদিদেবং শ্রদ্ধয়া শরণং হি যঃ॥
নির্দোষং বিদ্ধি তং জন্তুং প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।

অর্থাৎ সর্ব্বাশী, কৃতঘ্ন ও নাস্তিকাদি যেরূপ দুরাচার হউক না কেন, ইহাদের মধ্যে যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আদি দেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিবে, কেন না, পরমাত্মার এমনই প্রভাব।

শ্রীভগবান্ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

अपि पापेष्वभिरता मद्भक्ता पाण्डुनन्दन ।
मुच्यन्ते पातकैः सर्व्वैः पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥

অর্থাৎ হে পাণ্ডব, পাপে নিতান্ত অভিরত হইলেও, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় আমার ভক্তে কখনই পাপ লগ্ন থাকিতে পারে না।

অপিচ—

मेरुमन्दिरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्म्मणः
केशवं वैद्यमासाद्य दुर्व्याधिरिव नश्यति ।
न वासुदेवभक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् ।

দুর্ব্যাধি যেমন সদ্‌বৈদ্য প্রাপ্তিমাত্রেই নষ্ট হয়, সেইরূপ কেশবকে প্রাপ্তিমাত্রই সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া যায়। অপিচ ইহাও নিশ্চয় যে ভগবান্ বাসুদেবের অনন্য ভক্তের কখনও কোন অশুভ হইতেই পারে না।"

অঃ ৯, ৩০।৩১ শ্লোক।

अपि चेत् सुदुराचारोभजतेमामनन्यभाक्
साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः ।२०
क्षिप्रं भवति धर्मात्मामश्वत् शान्तिं निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानी हि न मे भक्तः प्रणश्यति ।२१

ধন্য শ্রীভগবানের ভক্তপ্রিয়তা। তুমি নিজে যদি তোমার ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি না কর তবে আর কে বাড়াইবে? অমানীকে মান দেওয়াই তোমার বিশেষ বিভূতি!

যদি অনুকূল ভক্তিভাবে শ্রীগীতা শাস্ত্রের আলোচনা করা যায়, অথবা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি হৃদয়ে রাখিয়া গীতা কণ্ঠাগ্র করা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে এই অমৃত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় যে, "কেবল স্বীয় অনন্য ভক্তই শ্রীভগবানের অতি প্রিয়। ভগবানের এই অনন্য ভক্তই তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হন, অনন্য ভক্তই তাঁহার মিলন প্রাপ্ত হয়েন, অনন্য ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহার দর্শন মিলে না। বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে অতি স্পষ্টরূপেই এই রীতির কথা বলিয়াছেন যথা :—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

(গীতা অঃ ১১—৫৩,৫৪)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, হে পরন্তপ, তুমি আমার যে দুর্লভ-রূপের দর্শন পাইলে ইহা অন্যের অগম্য। বেদ, তপ দান ইজ্যা (বহুল বিধি-নিষেধ-জ্ঞাপক বৈদিক কর্ম্ম) প্রভৃতির কোন সাধনা দ্বারাই আমার এইরূপ দর্শনযোগ্য হয় না। কিন্তু অনন্য ভক্তের পক্ষে এইরূপ সন্দর্শনে কোনও বাধা নাই। আমার অনন্য ভক্ত দান ও তপস্যা করুক আর না করুক, কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারা সে আমার এতাদৃশ রূপ সহজেই দৃষ্টি-গোচর করিয়া থাকে। কেবল যে রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, এমন নহে; অনন্য ভক্ত আমার প্রকট ও অপ্রকট উভয় রূপই সহজেই জানিতে পারেন,

সহজেই দেখিতে পান, এবং সহজেই আমার রূপ-তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, এবং উহাতে প্রবেশ করেন।

(১১ অধ্যায় ৫৩-৫৪ শ্লোক)

এই সকল বাক্যের ফলস্বরূপ সমস্ত গীতার সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া সমস্ত সদ্ধর্ম্মের সার ও অনন্য ভক্তিমার্গের দিকে যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান্ গীতার অন্তে এই সার কথা বলিতেছেন—

सर्व्वधर्म्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्व्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

অর্থাৎ যজ্ঞ, তপ, দান, অগ্নিহোত্র, দর্শ এবং পৌর্ণমাসাদি নিত্য-নৈমিত্তিক সাধনাঙ্গ ও উহাদের ফলাদি ত্যাগ করিয়া—"এই করিলে আমার ভাল হইবে" এই ফলাশা ত্যাগ করিয়া, "এই কার্য্য করিলে এই গুণ হয় এই কার্য্য করিলে এইরূপ দোষ ঘটে," এই সকল বিচার পরিত্যাগ করিয়া, কেবল এক আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমাকে নিখিল হেয়গন্ধশূন্য ভগবান্, জ্ঞান-শক্তি-বল-ঐশ্বর্য্য-তেজবীর্য্য-বাৎসল্য-কারুণ্য-দয়া-ক্ষমাদি অনন্ত কল্যাণ গুণার্ণব, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বফলদাতা, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, এক, অতিশয় সাম্যশূন্য ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিদেববন্দ্য সর্ব্বমুমুক্ষোপাস্য, শরণাগতশরণ্য, প্রাপ্য, ও শরণাগতরক্ষক বলিয়া জানিয়া, আমার অনুকূলেই সঙ্কল্পাদি আচরণ ও অধ্যবসায় কর্ম্ম করিয়া অন্য দেবতার অপেক্ষা না করিয়া—"কেবল এক শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই আমি কৃতার্থ হইব" এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, নিজের স্বতন্ত্র অভিমান ত্যাগ করিয়া, "আমার হিতাহিত সকলি শ্রীকৃষ্ণের অধীন" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—প্রকর্ষ প্রেমরূপ গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় আমাতে অনবচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তি রাখিয়া আমার সেবা কর।

এরূপ আশঙ্কা করিও না যে—"এই প্রকার সকল ধর্ম্মেরই অনাদর

করিলে পাপ হইবে" কেন না, আমিই তোমাকে কর্ম্ম ত্যাগরূপ পাপ হইতে উদ্ধার করিবে। আমি স্বতন্ত্র ও সর্ব্বেশ্বর; নিজ ভক্তিমার্গ রক্ষা করার জন্য—স্বকীয় আরাধনা, ধর্ম্ম প্রচার করার জন্য—এবং স্বকীয় ইচ্ছায় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছি।

এইজন্য আমার প্রতি অতিশয় ভক্তি-সংরক্ষণের নিমিত্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে অনাদরকারী এবং মদেক শরণ যে তুমি তোমাকে আমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। স্বকৃত্য কার্য্যের অকরণ, ও অকৃত্য কার্য্যের করণ নিবন্ধন বহু জন্মসঞ্চিত পাপ, এবং এ জন্মেও প্রায়শ্চিত্তাদি অকরণ-জনিত স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম্মোচিত আচরণের অনাদর, এবং বন্ধ বধাদি নিমিত্ত উৎপন্ন পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃত এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে যে সকল পাপ হইতে পারে, সেই সকল পাপ হইতে আপন নিজ সামর্থ্য দ্বারা তোমার উদ্ধার সাধন করিব। অর্থাৎ তোমাকে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতেই মুক্ত করিব। সুতরাং তুমি এমন অনুশোচনা করিও না যে "প্রায়শ্চিত্তাদি অকরণনিমিত্ত স্বধর্ম্মে অনাদর করায় এবং বন্ধু বধাদি পাপ করায় আমার কি প্রকারে উদ্ধার হইবে?" কদাচিৎ কেহ বলেন যে—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে॥
মোহাৎ তস্যপরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত এই শ্লোকে কাহারও কদাচিৎ আশঙ্কা হইতে পারে যে স্বধর্ম্মাচরণের আবশ্যকত্ব-প্রতিপাদন-কর্ত্তা স্বয়ং ভগবানেরই কথাতেই ইহাতে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থলে জানা উচিত যে এই বন্ধন ভক্তিহীনের জন্যই নিয়মিত আছে কিন্তু জিজ্ঞাসুর জন্য, কিংবা অনন্য ভক্তের জন্য নহে। কেন না বেদ বলেন ঃ—

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ।
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनेति ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে উহা বিবিদিষার জন্য নির্ণীত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত ব্যক্তির জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

निवृत्तं कर्म्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परः त्यजेत् ।
जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत् कर्म्मचोदनाम् ॥
तावत् कर्म्माणि कुर्व्वीत न निर्विद्येत यावता ।
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते ॥

অর্থাৎ ভক্তিহীনের কর্ম্ম করা প্রয়োজন, কিন্তু যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসায় সংপ্রবৃত্ত হইয়াছে, অথবা যে জন আমার অনন্য ভক্ত হইয়াছে, উহার সম্বন্ধে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নাই। কেন না, কর্ম্মতো সেই পর্য্যন্তই করা প্রয়োজন, যাবৎ পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তিতে শ্রদ্ধা না জন্মে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলেন যে আমার একান্তভক্তের কর্ম্ম করার আবশ্যকতার জন্য অথবা কর্ম্ম না করাকেও ভয় পাইবার জন্য তাহার কোন চিন্তা নাই, কেন না, কেবল আমার অনন্য ভক্তিতেই উহার সকল স্বার্থ পূর্ণ হয়।

শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে এই বাক্যই বলিয়াছেন তদ্‌যথা :—

न वेद यज्ञाध्ययनै र्न दानै
र्न च क्रियाभिर्नतपोभिरुग्रैः ।
एवं रूपः शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥

ইত্যাদি পরমেশ্বররূপ দর্শনের প্রসঙ্গে যজ্ঞ-দান-আদির অকিঞ্চিৎকারিতার উপদেশ করিয়া স্বীয় অনন্য ভক্তেরই উৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছেন। ইহাই ভগবৎ-বাক্য। এই বাক্যসমূহের প্রতি কি উক্ত শঙ্কাশীলের দৃষ্টিপাত হয় না? অধিকন্তু—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्यकर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥

অর্থাৎ যখন শ্রীভগবানে মন সংলগ্ন হয়, তখন স্বতঃই হৃদয়ের গ্রন্থিনিচয় খুলিয়া যায়, সকল সংশয় ছুটিয়া যায়, এবং জীবের সকল কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই বাক্য দ্বারাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনন্য ভক্তের কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয় না। ভগবানের কৃপা ভিন্ন কেবল কর্ম্মে ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত একেবারেই কর্ম্ম ব্যতীত কেবল ভগবানের কৃপাতেই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদে লিখিত আছে ঃ—

न स शक्यः सुरैर्द्रष्टुं न चान्यैरपि सत्तम।
यस्य प्रसादं कुरुते स वै तं द्रष्टुमर्हति॥

শ্রুতি-স্মৃতির বাক্যে ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে যে, ভগবৎ দর্শনের হেতু কর্ম্ম নহে, তাঁহার কৃপাই তদ্দর্শনের হেতু। ভগবানের দর্শনের হেতু ভূত-ভাবন ভগবানের এই কৃপা বা প্রসন্নতা, তাঁহার অনন্য ভক্তেরই লভ্য। শ্রীভগবান্ নিজেই ইহা বলিয়াছেন যথা ঃ—

नास्ति भक्तात् प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते।
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तै र्भक्तजनप्रियः।
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना॥

স্থিয়মাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্

ইত্যাদি মহাভারত, শ্রীভাগবত এবং রেবাখণ্ডাদিতে শ্রীভগবানের স্বকীয় শ্রীমুখবচনে ইহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভগবানের অনন্য-ভক্ত তাঁহার যেমন প্রিয় এমন আর কেহ নহে।

এই নিমিত্ত ভগবান্ আপনার অনন্য-ভক্তকে কৃপা করেন। ভগবান্ আপনার অনন্য ভক্তের প্রতি এতই প্রসন্ন হয়েন যে, এই প্রকার ভক্ত জাতিতে চণ্ডাল হইলেও চতুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিজের ন্যায় পূজনীয় বলিয়া মান্য দান করেন।

এইজন্য সকল প্রকারেই ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবান্ নিজ অনন্য-ভক্তকেই চান। এইরূপ ভক্তের প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া উহাকে দর্শন দান করেন, এবং উহাকে আপনার সহিত মিলাইয়া লয়েন। আর কিছুতেই কাহারও এইরূপ অধিকার হয় না। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, একজন শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রকার, ইনি বলেন :—

ইজ্যাচারদমোঽহিংসা দান-স্বাধ্যায় কর্ম্মণাম্।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্ ॥

অর্থাৎ ইজ্যা, আচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায়-আদি কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে যে যোগ দ্বারা যে শ্রীভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

এই নিমিত্ত শ্রুতি-স্মৃতি এবং পুরাণাদির উক্ত বচন-প্রমাণসকল দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, শ্রীভগবানের অনন্য ভক্তিই পরম ধর্ম্ম।

কিন্তু এই যে কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইল, তাহা কেবল অনন্য-ভক্তের স্থলেই ধর্ত্তব্য। সাধারণ জীবসমূহের জন্য নহে। কেননা যে জীব ভগবৎপ্রীতিশূন্য ও ভক্তিহীন, সে যদি স্ববর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্মোচিত কার্য্য ত্যাগ করে, তাহা হইলে ভগবদ্ আজ্ঞার বিরুদ্ধতার জন্য তাহার নিশ্চয় অধঃপতন হইয়া থাকে। পরন্তু ভগবান্ তাঁহার আপন অনন্য-ভক্তের জন্য বলিয়াছেন যে, আমার অনন্যশরণ ভক্ততো আমারই প্রতি ভক্তির আবেশে থাকে, সে যজ্ঞাদি করুক বা না করুক, তাহাতে তাহার প্রত্যবায় হয় না। আমার অনুগ্রহে কদাপি কোনও প্রকারে সে পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হয় না।

মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে নারায়ণীয় আখ্যানে লিখিত আছে যে, ভগবৎ অনন্যশরণ প্রপত্তি দ্বারাই সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় এবং সর্ব্ব পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় তদ্‌যথা ঃ—

अनेनैव प्रपन्नस्य भगवन्तं सनातनम्।
तस्यानुबन्धाः पाप्मानः सर्व्वे नश्यन्ति तत्क्षणात्॥
कृतान्यनेन सर्व्वाणि तपांसि तपतां वर।
सर्व्वतीर्थाः सर्व्वयज्ञाः सर्व्वदानानि तत्क्षणात्॥
कृत्यान्यनेन मोक्षस्य तस्यहस्ते न संशयः।
यद् येन काम कामेन संसाध्यं साधनान्तरैः॥
मुमुक्षुणा यत्सांख्येन योगी नापिच भक्तितः।
प्राप्यते परमं धाम यतो नावर्त्तते यतिः॥
तेन तेनाप्यते तत्तत्न्यासेनैव महामुने।
परमात्मा च तेनैव साध्यते पुरुषोत्तमः॥

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।

তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়াৎ ॥

অর্থাৎ অনন্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুবন্ধ বিনষ্ট হয়, সে তৎক্ষণাৎ আপন কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। যিনি ভগবানের অনন্য-ভক্ত হয়েন, উঁহার সকল তপ, সকল তীর্থ, সকল দান, সকল যজ্ঞের ফল তৎক্ষণাৎ অনন্য ভক্তি হইতেই লব্ধ হয়। ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, মোক্ষ অনন্য ভক্তের একবারেই হস্তগত। সাংখ্য হইতে, যোগ হইতে ভক্তির অন্যান্য সাধন হইতে দীর্ঘকালে মুমুক্ষুগণ যে পরমধাম প্রাপ্ত হয়েন, অনন্যভক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা লব্ধ হইয়া থাকেন। পরমাত্মা পুরুষোত্তম অনন্য ভক্তেরই সুখসাধ্য। পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধন-সম্পত্তি ব্যতীতও অনন্য ভক্তের পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পুণ্ডরীক আখ্যানে লিখিত আছে ঃ—

অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা বাজপেয়শতৈরপি।

নাপ্নুবন্তি চ সুগতিং নারায়ণপরাঙ্মুখাঃ ॥

যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতা স্তথা।

তে পি যান্তি পরং ধাম নারায়ণ-পদাশ্রয়াৎ ॥

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-ভক্তি-বিমুখ, তাঁহারা অশ্বমেধ, বাজ-পেয়াদি যজ্ঞ সাধন করিলেও অন্তে নরকে পতিত হইয়া থাকেন। আবার অপরপক্ষে যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্যভক্ত, তাহারা অত্যন্ত নৃশংস, দুরাত্মা এবং পাপাচারী হইলেও অন্তিমে পরমধাম প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকারে এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক বাক্যে জানা যায়, কেবল যজ্ঞাদিকর্ম্মে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কেবল অনন্য-ভক্তিতে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের অন্তিমে ৬৬ শ্লোকের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা, ইহাই দৃঢ়তা, ইহাই অনন্যতা, ইহাই দৃঢ় অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম, এবং ইহাই গীতার দৃঢ় অনন্যতা।

ভাগবতেও এই প্রকার কিম্বা ইহা অপেক্ষাও কিছু বিস্তাররূপে দৃঢ় অনন্যতার বিচার আছে। কিন্তু এক্ষণে আমি গীতা ও ভাগবত অনুসারে বিস্তারপ্রাপ্ত আমাদের আপন "শ্রীরাধাবল্লভ-সম্প্রদায়ে"র দৃঢ় অনন্যতার বর্ণন করিতেছি।

আমি প্রথমতঃই বলিয়া রাখিয়াছি যে, আমাদের সম্প্রদায়ে এইরূপ দৃঢ় রসিক অনন্যতা পরিদ্যোতক সাত শত গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে গোস্বামী শ্রীব্রজলাল মহারাজজী বিরচিত "সেবা-বিচার" নামীয় গ্রন্থ হইতে কএকটী শ্লোকও উহার অর্থ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

সেবাবিচারের অনন্যতা।

राधावल्लभमिष्टदेवमतुलं सन्त्यज्य नो सेवयेत्
मन्यांमूर्त्तिमथाग्रहेण च तथा दम्भेन लोभेण च ।
स्वेच्छातः समुपागतां तु तदनु ध्यानेन संसेवयन्
स्वीयाचार्यं निषेविते निजमनः स्वेष्टेन दध्यात् सदा ॥

দৃঢ়-রসিক অনন্য ভক্তের এই উচিত যে, অতুলোপম শ্রীরাধাবল্লভ ইষ্ট-দেবতাকে ত্যাগ করিয়া অপর মূর্ত্তি স্থাপন করিব, এইরূপ আগ্রহ, এইরূপ পাষণ্ডতা, এইরূপ মনের কুটিলতা উপরের সদাচারিত্ব দেখাইবার প্রয়াস, উহা দম্ভ, আমরা নূতন মূর্ত্তি স্থাপনা করিলে লোকে আমাকে বড় সাধু অথবা স্বতন্ত্র গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে, অথবা নূতন মন্দিরে

নূতন শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিলে আমার খুব লাভ হইবে ইহাই লোভ। এইরূপ আগ্রহ, দম্ভ ও লোভ ত্যাগ করিয়া স্বকীয় অতুল ইষ্টদেব শ্রীরাধাবল্লভের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এইভাবে আপনার শ্রীইষ্ট-মূর্ত্তির সমান অন্য ইষ্ট-মূর্ত্তির সেবা-পূজা করাও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল শ্রীমূর্ত্তি সম্প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উহাও আপনার ইষ্ট শ্রীরাধাবল্লভদেব ভাবিয়া উহার সেবা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু নিজের মন সর্ব্বদাই স্বীয় শ্রীআচার্য্যবরহিতহরিবংশচন্দ্রজী নিসেবিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণকমলে রাখিতে হইবে।

अप्राकृतप्रतीतिर्न तमपि कुरुतात् तावदीशस्य विष्णो
वैधीं भक्तिं च भक्तो निगमनिगदितां तावदेवारभेत ।
यावत् प्रेमैकसीम्नि रुचिररुचिभृते राधिकावल्लभाय ।
स्वाचार्य्याम्नायानुरूपं विमलमिह निजं मानसं नार्पयेत ॥४२॥

একমুখ্যপ্রেমৈকসীমা সকল প্রেমাস্পদ সুরুচিসমূহ হইতেও সমুজ্জ্বল কান্তিধারী ভগবান্ শ্রীরাধাবল্লভ জীউর শ্রীচরণকমলে আপনার আচার্য্য গুরুর আজ্ঞানুরূপভাবে যে পর্য্যন্ত আপনার বিমল মন সমর্পিত না করে, এবং তাদৃশ আত্মসমর্পণ না করা যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীপ্রসাদাদিতে বিশ্বাস আবির্ভূত হয় না, সুতরাং বৈধী ভক্তিতে একাদশী আদি শ্রীবিষ্ণুব্রত করিতে হয়, অথবা অন্যান্য বিধি-নিষেধাদি রচিত সুতকাদি বর্জ্জ্য, ভক্তি-সেবাদি করিতে হয়। কিন্তু যখন মানসিক আত্মসমর্পণ করার কার্য্য শেষ হয়, তখন দৃঢ়-রসিক অনন্য ভক্তের উচিত এই যে, বিশুদ্ধভাবে সর্ব্বাত্মভাবে কেবল এক শ্রীরাধাবল্লভলাল জীউর শ্রীচরণকমলে একাগ্রভাবে স্বীয় মন সংলগ্ন করিয়া রাখা।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

অহো যূয়ং সম্পূর্ণার্থা ভবন্ত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যা স্বামিত্যর্পিতং মনঃ॥
এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধা বিশ্যতে যথা॥

অর্থাৎ আহা! আপনারা পূর্ণার্থ হইয়াছেন, আপনারা লোকপূজিত হইয়াছেন, কেন না আপনারা আপনাদের মন ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলেন, আমার শিষ্য সনকাদি বলেন যে, "সকল বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া উহাকে শ্রীভগবানে সংলগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত যোগ।" ৪২॥

গ্রাহ্যং না বৈষ্ণবানাং মথদুরিতকৃতাং নিন্দকানাং জনানাম্
অশ্রদ্ধানাং জলাদ্যং হরিশরণগতৈঃ সর্ব্বথা সর্ব্ববস্তু
ভুঞ্জীত স্বেষ্টভুক্তং প্রপিবতু সততং তেন পীতং জলাদি
ঘ্রাতং পুষ্পাদি জিঘ্রেৎ মধুরপদযুতং তস্য গীতং চ গায়েৎ॥ ৪৩॥

ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র সেব্য ইহা যাঁহারা জানেন না, এমন যে অবৈষ্ণব, বিষ্ণু-মন্ত্রে অদীক্ষিত, দুরাচার, বেদাদি শাস্ত্র, দেবাদি শ্রীবিগ্রহ ও তীর্থনিন্দক, অশ্রদ্ধায় ভেট-ভোগাদি দাতা প্রভৃতির প্রদত্ত দ্রব্য-ভূষণ-পৃথ্বী-গৃহ-বস্ত্র-অন্ন-জল আদি কোন পদার্থই অনন্য দৃঢ়-রসিক শরণাগত বৈষ্ণব ভক্তের পক্ষে গ্রাহ্য নহে। শ্রীভগবান্‌কে অনিবেদিত কোনও দ্রব্য কোনও রূপে নিজ কার্য্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অনন্য ভক্ত শ্রীভগবানের নিবেদিত প্রসাদ ভক্ষণ করিবেন, তিনি আপন ইষ্টদেবের পান-শেষ ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও জলাদি পান করিবেন, এবং স্বীয় ইষ্ট-দেবের আঘ্রাত ও পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে।

অনন্য-ভক্ত আপনার উপাস্য শ্রীশ্রীযুগলমূর্ত্তির সমক্ষে নিত্যবিহাররস-রঞ্জিত মধুরপদযুক্ত শ্রীচতুরাশিজি পদাবলী* কীর্ত্তন করিবেন—

এই সব বলার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ অপাত্রের নিকট হইতে কিছু-মাত্র গ্রহণ করিবে না। অপরন্তু উপযুক্ত পাত্র হইতেও যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাও ভগবানকে নিবেদিত করিয়া না দিয়া কিছুই নিজের কার্য্যে ব্যবহার করিবে না। শ্রীভগবান্ গীতায় আজ্ঞা করিয়াছেন যে, হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভোজন করিবে, যাহা হোম করিবে, যাহা দান করিবে, যে তপস্যা করিবে, সে সকলই প্রথমতঃ আমাকে অর্পণ করিয়া করিবে।

পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতম অম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে—

अम्बरीष गृहे पक्वं यदभीष्टं सदात्मन:
अनिवेद्य हरिं भुञ्जन् समकल्प स नारकी

পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে আরও লিখিত আছে যে—

अवैष्णवानां अन्नञ्च पतितानां तथैवच:
अनर्पितं तथा विष्णो: श्वमांस सदृशं भवेत्

* শ্রীচতুরাশী পদসমূহ হইতে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"यहजु एक मन बहुत ठौर करि कहि कौने सचु पायौ।
जहाँ तहाँ विपति जार युवती ज्यौं प्रगट पिंगला गायौ॥
द्वै तुरङ्ग पर जोर चढ़त हठि परत कौन पै धायौ।
कहिधौं कौन अङ्क पै राखै ज्यौं गनिका सुत जायौ॥
जै श्रीहितहरिवंश प्रपञ्च वञ्च सब काल व्याल कौ खायौ।
यह जिय जानि श्याम श्यामा पद कमल सङ्गी सिर नायौ॥"

অনিবেদ্য তু যো ভুংক্তে হরয়ে পরমাত্মনে
পতন্তি পিতরঃ তস্য নরকে যাবন্তীসমাঃ

আরও লিখিত আছে যে—

অম্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলং মন্যরসাদিকং
কৃত্বা বিষ্ণুপভুক্তং তু সদা সেব্যং নরোত্তমৈঃ

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, হে অম্বরীষ! যে খাদ্য শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া দিয়া খায়, তাহাকে শত কল্পকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করিতে হয়। অবৈষ্ণবের অন্ন, পতিতের অন্ন, আর ভগবান্ বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন কুকুর-মাংস সদৃশ। পরমাত্মা হরিকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া না দিয়া ভোজন করিলে অনন্তকাল নরকভোগ করিতে হয়। হে অম্বরীষ!—নূতন বস্ত্র, নূতন ফল, নূতন অন্ন, নূতন রসাদি শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—যদি কোন দূরদেশে কোন শিষ্য ভোজন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে দুগ্ধ ও ফলাদি শ্রীনাম-সেবা অথবা ধ্যান-সেবা দ্বারা আপন ইষ্টদেবতায় নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। ৪৩॥

দাসীভূত্বা সমর্প্য প্রতিদিন মমলং ভোজনং স্বামিনে তৎ
ভুক্তং ভুঞ্জান এব ক্ষিপতি যদি সদা সর্ব্ববস্ত্রাননন্য
একাদশ্যাং কথং স ত্যজতি নিজপতিভুক্তশিষ্টং স্বশিষ্টং।
বেদাভিপ্রায়বেত্তা হৃদয়গতি স্বতৃপ্রসাদান্নভোজী

দাস সম্বন্ধে শ্রীমৎভাগবতে লিখিত আছে—

যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসা নাম বিশিষ্যতে॥

তাবত্ রাগাদয়ো: স্তেনা স্তাবত্ কারাগৃহং গৃহং।
তাবত্ মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবত্ কৃষ্ণ ন তে জনা: ॥

শ্রীকৃষ্ণের এমন দাস হও যাহাতে তুমি অন্যাশ্রয়রহিত ও কেবল তাঁহারই অনন্যভক্ত হইতে পার। অনন্যভক্ত সর্ব্বদা প্রতিদিন নিজ প্রভুকে নির্ম্মল ভোজন অর্পণ করিয়া সেই ভোগের প্রসাদের দ্বারায় আপনার উদর তৃপ্তি করেন, এবং সুখে সময় অতিবাহিত করেন। যাহার হৃদয়ের গতি দৃঢ় হইয়া গিয়াছে, আর যিনি প্রেমভক্তিপরায়ণ, আর যিনি আপন স্বামীর প্রসাদগ্রহণাত্মক অনন্যদাসের ধর্ম্মাবলম্বী এবং বেদের অভিজ্ঞাতা, তিনি একাদশীতে কি প্রকারে আপন প্রভুর প্রসাদ ত্যাগ করিতে পারেন? অভিপ্রায় এই যে, দৃঢ়-রসিক অনন্য দাসের ধর্ম্ম এই যে, তিনি একাদশী দিনেও আপন উপাস্য ইষ্টদেবের শ্রীপ্রসাদান্ন ত্যাগ করেন না। অপরন্তু নির্ভয় ও নির্দ্দ্বন্দ্ব চিত্ত হইয়া প্রতিদিনের ন্যায় শ্রীপ্রসাদান্ন ভোজন করিয়া থাকেন।

শ্রুতিতে লিখিত আছে—

"একএব নারায়ণ আসীন্নব্রহ্মানেমাদ্যাবা পৃথিব্যৌ সর্ব্বে-দেবা: সর্ব্বেপিতর: সর্ব্বেমনুষ্যা: বিষ্ণুনাঽর্পিত মশ্নন্তি বিষ্ণুনা-ঘ্রাতং জিঘ্নন্তি, বিষ্ণুনাপীতং পিবন্তি, তস্মাদ্ বিদ্বাংসো বিষ্ণূপ-হৃতং ভক্ষয়েষু:।"

যাহারা প্রসাদ-মাহাত্ম্য প্রতিপাদক শাস্ত্রাবলোকন করে নাই তাহারাই গৌতমোক্ত—

"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ

অথবা নারদোক্ত—

"যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যা শতানি চ"

ইত্যাদি বাক্য-বলে একাদশী দিন প্রসাদান্ন ত্যাগ করেন, কিন্তু ইহাদের জানা কর্ত্তব্য এই যে, শ্রীভগবানের অনিবেদিত অন্ন ভোজন সম্বন্ধেই একাদশী ব্রত প্রতিপাদক বচনগুলি ব্যবস্থিত হইয়াছে, কিন্তু প্রসাদান্ন-সম্বন্ধে ঐ সকল বচন প্রযোজ্য নহে। প্রত্যুত প্রসাদ-মাহাত্ম্য প্রতিপাদক বচনসমূহ পাঠে জানা যায় যে, প্রসাদের সমক্ষে একাদশীব্রত অতি তুচ্ছ ও উহা পরিত্যাজ্য। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

"एकादशीसहस्रेण द्वादशीनां शतेनच।
यत्फलं लभते गौरि विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्॥
एकादशी सहस्रं तु मासोपोषणकोटिभिः।
तत्फलं प्राप्यते पुम्भिःहरेर्नैवेद्य भक्षणात्॥
किं तस्य तीर्थैः किं दानैः किं तपोभिः किमध्वरैः॥
प्रसादभोजिनां पुंसां किं व्रतैर्द्धर्माविभिः॥
व्रतोपवासनियमैः कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः।
यज्ञैर्नानाविधैः पुण्यैर्जपहोमादिभिस्तथा॥
तुलापुरुषदानाद्यैः कोटिब्राह्मणभोजनैः।
सम्यगाचरितैर्विप्रा·यत्फलं लभते नरः॥
तत्फलं समवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्"॥

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, হাজার হাজার একাদশী, শত শত দ্বাদশী এবং পৌর্ণমাসী ব্রতকরণের যে ফল হয়, কেবল বিষ্ণুর প্রসাদ-ভক্ষণেই সেইফল লাভ হইয়া থাকে। তীর্থজনিত পুণ্য, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, নিয়মপালন, কৃচ্ছ, চান্দ্রায়নাদি এবং নানাবিধ পুণ্য, দান, যজ্ঞ, জপ, হোমাদির সম্যক্ আচরণ, তুলা-দান, ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি হইতে যে পুণ্য জন্মে, নিত্য প্রসাদান্নভোজীর সেই পুণ্য লাভ হইয়া

থাকে। সুতরাং বৃথা শ্রম করিয়া কেবল বৃথা সময় ক্ষেপ করা মাত্র। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎফলং পরিকীর্ত্তিতং।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎফলং ভুঞ্জতাং কলৌ॥

অর্থাৎ ছয় মাস কাল ক্রমাগত উপবাসাদি করিলে যে ফল হয়, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের একটিমাত্র তণ্ডুল-ভক্ষণে তৎক্ষণাৎ সেই ফল হয়। প্রসাদভক্ষণ-মাহাত্ম্যের নিকট একাদশীব্রতাদিবিষয়ক বচনসমূহ একবারেই অনর্থক হইয়া পড়ে।

মহাপ্রসাদ ও একাদশীব্রত সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রি দেখা আবশ্যক। উহাতে লিখিত আছে, দক্ষের যজ্ঞান্ত-সভায় নারদ, ব্রহ্মা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিসমূহ ও ভক্তিমার্গাবলম্বিগণ বিরাজমান ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সেই সভায় গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী, পরমপদকামী পরমহংস-আদিও উপবিষ্ট ছিলেন। এইপ্রকারে ত্রিলোকবাসিগণ কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞমণ্ডপ শোভমান ছিল। এইস্থলে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত ছিলেন। সেই সময় ব্রত, তীর্থ, জপ, দান, দক্ষিণা ও অনেক শ্রুতিকর্ম্ম-আদির সঙ্গে স্বয়ং একাদশীও মূর্ত্তিমতী হইয়া উক্ত সভায় উপস্থিতা হইলেন। দক্ষ প্রজাপতির সঙ্কেতানুসারে নারদ একাদশীকে প্রশ্ন করি-লেন যে, "হে বিষ্ণুনামনিরতে, তুলসীদামরঞ্জিতে, বিষ্ণুনামপ্রিয়ে একাদশি! আজ তোমারই দিন, আর তুমি স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। এ খুব ভালই সংযোগ হইয়াছে, আজ জগতের লোকের সংশয়-বিমোচনের জন্য তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।—প্রশ্ন এই যে অভিমানী ও পাষণ্ডগণ তোমার দিনে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদ ত্যাগ করার উপদেশ দেয়, তোমাকে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বল দেখি, "তুমি

বড়, কি ভগবানের প্রসাদ বড় ?" অন্য কোন অপ্রত্যক্ষের কথা হইতেছে না, তুমি নিজেই এখানে উপস্থিত আছ। ব্রহ্মলোকে সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবেন, তুমি উত্তর দান কর। আজ এ বিবাদ মিটিয়া যাইবে এবং কাঁচামতও পাকা হইয়া যাইবে। দেখ, দক্ষ, হরিভক্ত, বিরক্ত, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, হংস, ব্রহ্মচারী ও দিগীশগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন। সকলে নিভ্র্রম হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীপ্রসাদে যাহাতে বিশ্বাসী হয়েন, তজ্জন্য আমি বহুবার এই প্রসাদের বড়াই করিয়া বলিয়াছি যে, ভাইগণ! এ প্রকার অন্ন ঘৃতপক্ক ভগবদর্পিত পদার্থ এ জগতের জীবোদ্ধারকরণে সমর্থ। কিন্তু যজ্ঞ, যোগ, ব্রত, দান ও তীর্থের বৃথা প্রমাদর পাশে পড়িয়া পণ্ডিতম্মন্য ব্রাহ্মণাদি আমার এই শ্রুতিসম্মত বাক্য মান্য করেন না। এই নিমিত্ত হে হরিদাসি! একাদশি! আজ যখন স্বয়ং প্রমাণস্বরূপা তুমিই এখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া উপস্থিত হইয়াছ, তুমি আজ আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও, যেন তোমার উত্তরে জগতের দ্বিধা নিরাকৃত হয়, এবং তোমার উপাসকগণও নিভ্র্রম হয়েন।" এই কথার পর বৈষ্ণব-শিরোভূষণ ভগবান্ শিবশঙ্কর বলিলেন—হে শিবে, আমার সাক্ষাতে নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে ধন্যাতিধন্যা বৈষ্ণবী একাদশী সকল লোকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া নির্ভীক চিত্তে বলিয়াছিলেন ঃ—

'रहस्यं परमं पृष्टं देवर्षि देव दुर्लभं ।
शृण्वन्तु ब्रह्मलोकस्था ब्रह्म सृष्टा स्वया प्रजाः ॥
अहमेकादशी विप्रा वराकी फल्गु पुण्यदा ।
कृप्रसादान्न मीशस्य पावनंच मधु द्विषः ॥
व्.वेमा यस्य छाया विप्रा तुच्छस्वर्ग फलप्रदा ।
नैवेद्यं चहरी: पुण्यं महिम्नि शत कोटिदम् ॥

वाहुमुत्क्षिप्य वन्देहम् विशेषत् क्रतो सुरा: ॥
हरि:प्रसाद सदृशं पावनं नास्ति नास्त्यहो ।
व्राहमेकादशी मन्दा क्रप्रसादो हरेस्तथा ॥
मद्व्रतं ये प्रवर्तन्ति तेऽपि कालान्तरे पिच ।
हरि प्रसादरुचयो हरिं यास्यन्ति नान्यथा ॥
व्रतानि तीर्थं नियमा क्रतवो दान दक्षिणा ।
भवन्ति पुण्य कर्माणि नाच्युतान्न समान्यहो ॥
प्रीति पूर्व्वा च्युतान्नस्य शिकथं यो प्राप्नुयाद्यदि ।
तदास्मदादि कोटिभ्यो पुण्ये किं सुक्रतं भवेत् ॥
जानन्ति मुनय:सर्वे विबुधा मानवास्तथा ।
व्रत क्रतु क्रियादानं प्रसादाग्रे तृणोपमा ॥
हरि भक्त:प्रसादान्नं यद्दिने नोप भुंज्यते ।
तद्दिनेविफलं पुंसां ब्राह्मणानां विशेषत: ॥
इन्द्रादि चूद्रदेवाना मुद्देशात्पावकेहुतम् ।
उद्देश मपि भुञ्जन्ति मद्दिनेन हरि: कथाम् ॥
प्रसह्य हरि दत्तान्नं ये भुञ्जन्ति नरोत्तमा: ।
तानालोक्य पविव्राह मेकादशा द्विजोत्तमा: ॥
त्रैवर्गिक फलान्याहु र्मम्म ख्यानि व्रतान्यहो ।
माधवस्य प्रसादस्तु भक्त: साधन मुत्तमम् ॥

व्रतानि तीर्थानि तपांसियानि
यज्ञश्च दानादि दया दमश्च ।

हरि: प्रसादेन समान माहु
यैंतेऽधमा: स्वर्ग्गनकर्म वाछ्या: ॥
अहं प्रसादेन समेति मिथ्या
लोकेष्वहंकार कथं बदामि ।
षंढोहि पुन्सोभ्वरभूषणाद्यै:
पुमान् कथं स्यादिति कामुकोन ॥

॥ शिवोवाच

इत्युक्त्वाब्रह्म सदन स्वयमकादशी पुरा ।
सत्यं सत्यं पुन: सत्यं तत्रैवान्तर धीयत ॥

আমি এই শ্লোকসমূহের পদ্যাত্মক অনুবাদ করিয়া আমার কৃত "প্রেম জগদীশ" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি তদ্‌যথা

परम रहस्य कह्यो देव रिषि दुर्लभ देव न जानै ।
सुनो सभी भ्रज लोक थोक यह निर्विवाद मनमानै ॥
कह हम एकादशि लघु फलदा कह पावन परसादी ।
व्रत बावन प्रसाद शशि केहि विधि तुलै तूल नग लादी ॥
हरि नैवेद्य पुण्यप्रदमहिन व्रतफल कोटि दिवैय्या ।
कर ऊंचो कर कहूं सुनो सब सुरगण वेदविधैय्या ॥
हरि प्रसाद सदृश जगपावन हम नहिं निश्चय जानो ।
मद्व्रत कर जन जांय द्वार हरि सहज प्रसाद मिलानो ॥
व्रत तीरथ यम नियम दान जप जोग यज्ञ स्रुति कर्मा
हरि प्रसाद सदृश नहिं ध्रुव यह दृढ़ धरमा वन धरमा

হম করোড় মিল কর ন সকৈঁ জো কণ প্রসাদ ইক তারৈ।
প্রীতি পূর্ব্বক প্রেম ভক্তি মন কর অনন্য উর ধারৈ॥
ব্রত মখ দান তৃণোপম অন্যহু হরি প্রসাদ ফল ঐসো।
নর মুনি সুর সব জানত দৃঢ় ব্রত হরি প্রসাদ বল জসো॥
হ্বৈ হরিভক্ত প্রসাদ ন পাবৈ মহিন ব্যর্থ গবাঁবৈ।
দ্বিজ বিশেষ নিষ্ফল বাদিন ধ্রুব শ্রীপ্রসাদ নহিঁ খাবৈ॥
সহি অপমান ভখৈঁ হরি জূঠন মহিন জে দ্বিজ ভক্তা।
তিন্হেঁ দেখ নিত পূত হোত হম হরি প্রসাদ আসক্তা॥
হম ত্রিবর্গ ফল দেঁয় শাস্ত্রবিধি হরি প্রসাদ হরিবিদ্ধী।
হম নির্ধন ধনবান প্রসাদী সাধন হেতু ন সিদ্ধী॥
ব্রত তীরথ তপ যজ্ঞ দান দম দয়া ধর্ম্ম স্মৃতি জেতে।
হরিপ্রসাদ সমতা নহিঁ পাবেঁ বৃথা কর্ম্ম দুখ দেতে॥
ইনকে বল নির্বুদ্ধি ন মানৈ শ্রীপ্রসাদ কো জোঈ।
কুস্বাকূত অপরসীভূত মরি হরি প্রসাদ অরিসোঈ॥
হম প্রসাদ সম মিথ্যা যহ ভুবি অহংকার নহিঁ মোরৈ।
অলংকার মণি বস্ত্র বিভূষিত বৃথা ভঙ্গধ্বজ কোরৈ॥
বোলে শিব সুনশিবা মহাতম শ্রীপ্রসাদ কো দেখো।
একাদশি যোঁ কহি বিরমত ভই অন্তরহিত হরি লেখো॥

অর্থাৎ হে নারদ! আপনি অতিদুর্ল্লভ পরম-রহস্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ব্রহ্মলোকস্থিত দেবর্ষি, মুনি-ঋষি প্রভৃতি সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি অতিতুচ্ছা, ক্ষুদ্র পুণ্যপ্রদায়িনী একাদশী তিথি, আমি বা কোথায় আর বহু পুণ্যফলপ্রদ পবিত্র শ্রীভগবৎ প্রসাদ-

অন্নই বা কোথায়? অপিচ হে ব্রাহ্মণবর্গ! ক্ষুদ্র স্বর্গফলপ্রদায়িনী যজ্ঞক্রিয়া বা কোথায়? আর আমার ব্রতজনিত ফল অপেক্ষা কোটী গুণাধিক ফলবিশিষ্ট শ্রীহরির প্রসাদ নৈবেদ্যই বা কোথায়? আমি ঊর্দ্ধ-বাহু করিয়া, বন্দনা করিয়া বলিতেছি, শ্রীহরির প্রসাদসদৃশ পবিত্র অন্য আর কিছুই নাই। কোথায় বা হরির প্রসাদান্ন, আর কোথায় বা আমি অতি অধমা একাদশী। যাহারা আমার ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের দীর্ঘকাল পরে হরি-প্রসাদের রুচি জন্মে এবং প্রসাদের রুচি হইতে শ্রীহরিকে লাভ করে। ব্রত, তীর্থ, নিয়ম, যজ্ঞ, দান, দক্ষিণা, প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মসমূহ হরির প্রসাদের সহিত সমতুল হইতে পারে না।

মুনিগণ, দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণ জানুন যে, ব্রত, যজ্ঞ, ক্রিয়া, দান, প্রসাদের সমক্ষে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ। ব্রাহ্মণগণ এবং হরিভক্তগণ যে দিন প্রসাদ-অন্ন ভক্ষণ করিতে পান না, সেই দিন তাঁহাদের পক্ষে একান্ত বিফল। যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক হরির প্রসাদ প্রাপ্ত হন; আমি একাদশী স্বয়ং তাঁহাদিগকে দেখিয়া পবিত্র হই। আমার ব্রত প্রভৃতি ত্রৈবর্গিক ফল প্রদান করে বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু মাধবের প্রসাদ-সর্ব্ব উচ্চসাধন।

যাহারা ব্রত, তীর্থ, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, দয়া ও দম প্রভৃতির সহিত শ্রীহরির প্রসাদের তুলনা করে, সেই সকল অধম নরত্বেও যোগ্য নয়। আমি প্রসাদের তুল্য, এই মিথ্যা অহঙ্কার কেন করিব। ধ্বজভঙ্গ-বিশিষ্ট ব্যক্তি সুন্দর বসন-ভূষণ পরিধান দ্বারায় কখন কি পুরুষত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

শিব পার্ব্বতীকে বলিলেন, স্বয়ং একাদশী পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার সভায় এই কথা পুনঃপুনঃ সত্য বলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

প্রসাদান্ন-ভক্ষণ-প্রতিপাদক বচনসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

একাদশী দিনে প্রসাদ-অন্ন গ্রহণের প্রত্যক্ষ বিধান আছে। কিন্তু একাদশী-প্রতিপাদক বচনসমূহের কোথায়ও প্রসাদান্ন ত্যাগের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে সাধারণ অন্ন-ত্যাগের নিষেধ আছে বটে। এই কারণে একাদশী-আদি ব্রতে কেবল সাধারণ অর্থাৎ অনিবেদিত অন্ন-ভোজন-ত্যাগের বিধান আছে, কিন্তু প্রসাদ-ত্যাগের বিধান নাই। অধিকন্তু হরিদাসের পক্ষে তো ইহাই পরমধর্ম্ম, স্বীয় স্বামীর উচ্ছিষ্টেই উদরপূরণ করিতে হইবে।

শ্রীমৎ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের বাক্য এই যে,—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার প্রসাদী ফল, মালা, চন্দন এবং অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারায় আমাদের অঙ্গ চর্চ্চিত এবং আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই আপনার দাস—আমরা—আপনার মায়াকে জয় করিব।

"হৃদিরূপং মুখেনাম নৈবেদ্যং উদরে হরেঃ।
পাদোদকং চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥"

অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে হরির রূপ, মুখে তাঁহার নাম, উদরে তাঁহার নৈবেদ্য, মস্তকে তাঁহার চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য, তিনি সাক্ষাৎ হরি তুল্য।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে ঃ—

"পাদোদকং পিবেন্নিত্যং নৈবেদ্যং ভক্ষয়েত্ হরেঃ।
শেষাশ্চ মস্তকে ধার্য্যা ইতি বেদানুশাসনম্॥"

অর্থাৎ প্রতিদিন হরির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হইবে, তাঁহার চরণামৃত পান করিতে হইবে, নির্ম্মাল্যাদি মস্তকে ধারণ করিতে হইবে, ইহাই বেদানুশাসন।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

কৌতুকং শৃণু মে দেবি বিষ্ণুনির্মাল্যবহ্নিনা।
তাপিতং নাশমায়াতি ব্রহ্মহত্যাদিপাতকং॥

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাদেব, পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন ঃ—হে দেবি, এক কৌতুকের কথা শ্রবণ কর, বহ্নিদ্বারা তাপ বাড়ে, কিন্তু বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য-বহ্নির (প্রসাদাদির) এমনই গুণ যে, উহাদ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি পাপজনিত সন্তাপ সদ্য-সদ্য বিনষ্ট হয়।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

যানিকান্যুপ পাপানি মহা পাপানি যানিচ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তি জগন্নাথান্ন ভক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির প্রসাদান্ন ভক্ষণে যাবতীয় উপপাপ ও মহাপাপ দূরীভূত হইয়া যায়।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে ঃ—

"ভক্ত্যা লোভাৎ কৌতুকাদ্বাক্ষুধা সংশমনায়চ।
আকণ্ঠ ভক্ষিতোনিত্যং পুনাতি সকলাং হি সঃ॥
নিন্দন্তি যে তদমৃতং মূঢ়াঃ পণ্ডিত মানিনঃ।
স্বয়ং দণ্ডধরঃ তেষু সহতেনাপরাধিষু।
ব্রতস্থাবিধবাচৈব সর্ববর্ণা স্তথাশ্রমাঃ
তদ্প্রাশনেন পূয়ন্তে দীক্ষিতাস্বাগ্নি হোত্রিণঃ"

অর্থাৎ শ্রীপ্রসাদের এমনই মাহাত্ম্য যে ভক্তিতে হউক, লোভে হউক, কৌতুকে হউক অথবা ক্ষুধা-প্রশমনের জন্যই হউক, প্রসাদ আকণ্ঠ ভক্ষিত হইলে সর্ব্বপ্রকার পাপী জীবকেই উদ্ধার করিতে সমর্থ। যে মূঢ় বা

পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি প্রসাদের নিন্দা করে, স্বয়ং দণ্ডধর ভগবান্ উহার দণ্ড-বিধান করেন। ব্রতচারিণী বিধবা, সর্ব্ববর্ণস্থ ও সর্ব্বাশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ, যজ্ঞদীক্ষিতগণ ও অগ্নিহোত্রিগণ সকলেই শ্রীশ্রীভগবানের প্রসাদ ভক্ষণ-মাত্রেই পবিত্র হয়েন।

এইরূপ বেদানুশাসনাভিজ্ঞ দৃঢ়রসিক অনন্যদাস ভক্তবৈষ্ণব একাদশী দিনে কি প্রকারে আপন প্রভুর শ্রীপ্রসাদ ত্যাগ করিতে পারেন?

কেহ কেহ বলেন, "যখন হরিবাসরে (একাদশী) দিনে অন্নে পাপ বর্ত্তমান থাকে, এতাদৃশ অবস্থায় একাদশীতে শ্রীভগবান্‌কে ফলাহারাদি ভোগ সমর্পণ করাই বিধেয়।"

এই কথার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কেবল ফলাহারাদিতে ভোগ দেওয়া চলে না, রাজভোগসেবাদিতে অন্নাদি ছাপ্পান্ন প্রকার ভোগ সমর্পণের বিধান আছে। একাদশ্যাদিতেও অন্ন-ভোগেরই ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছেঃ—

দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ ঋষীণাং সর্ব্বদেহিনাম্।
নান্নং দদ্যাৎ মবিদ্বদ্ভিঃ ভগবন্তং হরিং বিনা॥

অর্থাৎ কেবল একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য দেবতাগণকে, পিতৃগণকে, ঋষিগণকে এবং দেহধারিগণকে একাদশীর দিনে অন্ন দিতে নাই।

এইরূপে একাদশী দিনে যখন অন্নদ্বারা শ্রীভগবানের ভোগসমর্পণ করিতে হয়, তখন সেই অন্ন প্রসাদ হয়েন। অন্ন প্রসাদে পরিণত হইলে শ্রীভগবানের অনন্যদাস উহা কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারেন? এই নিমিত্ত এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, "দৃঢ়রসিক অনন্যভক্তের" পক্ষে একাদশী-আদি ব্রতদিবসেও আপন ইষ্টদেব শ্রীভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করাই পরমধর্ম্ম॥ (৪৪)॥

"নোপুত্রাদি নিমিত্তমত্র সুকৃতী সংপূজয়েৎ শীতলাং।
নান্যান্ ক্ষুদ্রসুরান্ প্রতাপবিভবব্যাপারণার্থং যজেৎ॥
নোবা জীবন হেতবেঽপি বিমুখান্ মর্ত্ত্যাংশ্চ সংসেবয়েৎ।
যোগক্ষেমকরো হরির্বিজয়তেঽনন্যাশ্রয়াণাং সতাম্॥৬৩॥

অর্থাৎ দৃঢ়রসিক অনন্যভক্তের উচিত এই যে, ভগবদ্ভক্তি-পথে বিচরণ করিয়া পুত্র-আদির কল্যাণ নিমিত্ত শীতলার পূজাদি না করা—প্রতাপ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত ও বিভববর্দ্ধনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগণের অর্চ্চন ও পুরশ্চরণাদি না করা,—জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য হরিভক্তিবিমুখ লোকের (রাজা, মহারাজা শেঠ, সাউকার প্রভৃতি যে শ্রেণীর লোকই হউক না কেন) স্তুতি (খোসামদ) ও সেবাদি না করা,—ইহাতে আশঙ্কা হইতে পাবে যে এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে গেলে জীবিকা-নির্ব্বাহ কি প্রকারে হইবে, সেইজন্য এই পদ্যেই ইহার সমাধান করিয়া বলা হইয়াছে—"যোগক্ষেমকরো হরির্ব্বিজয়তে অনন্যাশ্রিতানাং সতাম্" অর্থাৎ পুত্রাদির কল্যাণকর্ত্তা, প্রতাপাদির বৃদ্ধিকর্ত্তা এবং জীবিকাদির প্রদাতা এবং যোগক্ষেমদ্বারা অনন্যভক্তের পৃষ্ঠপোষণকর্ত্তা ভগবান শ্রীহরি অনন্য-ভক্তের নিকট তো সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং তজ্জন্য বৃথা প্রয়াসের কি প্রয়োজন? ॥৬৩॥ অপিচ:—

"স্বীয়েষ্টদত্তচিত্তঃ ক্বচিদপি ন মনশ্চালয়েদন্যদেবা
দৃষ্টাঃ কার্য্যান্তরাদ্যৈর্নিজবিভুমতিতো বন্দনীয়াননিন্দ্যাঃ
এতল্লোকস্য কর্ম্মণ্যবহুতি সহজং দেহযাত্রানিমিত্তং
কুর্ব্বাণো নৈব কুর্য্যাৎ হরিভজনমৃতে পারলৌকীয়কর্ম্ম।"॥৬৪॥

যাঁহার ইষ্টদেব সহায়, সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদাতা, আর যাঁহার আপন চিত্ত সেই ইষ্টদেবেই সতত লগ্ন থাকে উঁহার উচিত এই যে, ব্রহ্মাদি অন্যদেবের

চরণে সতত সংলগ্ন রাখিতে হইবে। অন্যান্য দেবগণকে কেবল লোক-ব্যবহারানুসারে ও রীতি-অনুসারে নমস্কারমাত্র করিবে। কিন্তু ব্রহ্ম-রুদ্র-ইন্দ্রাদির চরণোদক বা প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে না। কেনন' শাস্ত্রবাক্য এই যে ঃ—

भुक्त्वान्यदेवनैवेद्यं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्।
भुक्त्वा केशवनैवेद्यं सर्व्वपापात् प्रमुच्यते ॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া অপর দেবতার প্রসাদগ্রহণ করিলে অত্যন্ত পাপ হয়, এমন কি চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ঐ পাপ দূরীভূত হয় না। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গবশতঃ অন্যান্য দেবতাদিগের নমস্কার অনন্যভক্তের পক্ষে কোনও হানির কারণ নাই। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

"खं वायुमग्निं सलिलं महीञ्च
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्
सरित् समुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः।"

অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী চন্দ্র, সূর্য্য, দিক, দ্রুম, নদী, পর্ব্বত এবং সমুদ্র-আদি সকল বস্তুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীর। অনন্যভক্ত এই জানিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিবেন, তৎসমস্তই ভগবান্ শ্রীহরির অংশ জানিয়া সকলকেই প্রণাম করিবেন। ইহাই হইতেছে এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের ব্যাখ্যা। এক্ষণে ইহার উত্তরার্দ্ধের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ইহার উত্তরার্দ্ধে প্রসঙ্গক্রমে অনন্যধর্ম্মের নির্ণয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ

অনন্য-ভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, আপনার পরলোকের উৎকৃষ্ট গতির জন্য তিনি আর কোনও কর্ম্ম করিবেন না। কেননা পরলোকের সুগতির জন্য কেবল একমাত্র হরিভক্তিই উত্তম উপায়—যজ্ঞাদি নহে। কদাচিৎ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, তাহা হইলে কি লৌকিক কর্ম্মও ত্যাগ করিতে হইবে? ইহার সমাধান এই যে, লৌকিক স্নানাদি কর্ম্ম করা আবশ্যক, কেননা উহা সহজ ও স্বাভাবিক। গীতায় লিখিত আছে ঃ—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি যাতু তিষ্ঠত্ অকর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।

অর্থাৎ কি জ্ঞানী, কি মূর্খ দেহধারী জীবমাত্রেই বৈদিক অথবা লৌকিক কর্ম্ম না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। কেননা স্থূল অথবা সূক্ষ্মদেহের হেতু হইতেছে—কর্ম্ম। এই সকল জগৎ প্রকৃতি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং দেহ প্রাকৃতিক। অতএব মানুষকে বিবশ হইয়া প্রাকৃতিক কর্ম্মসমূহ অবশ্য করিতে হয়। এই নিমিত্ত অনন্য ভক্তের উচিত এই যে, তিনি ভক্তির অনুকূল উপযোগী কর্ম্ম করিবেন। পরন্তু দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যে সকল ক্রিয়া আছে, সে সকল কর্ম্ম উদ্যমসাপেক্ষ, তাহাও জীবকে করিতে হয়। যেমন উদ্যম ব্যতীত ভোজনাদির ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় না, অনাহারেও দেহ রক্ষা পায় না। এই জন্য ভগবৎ ভক্তির অননুকূল দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য সহজ ও স্বাভাবিক কর্ম্মগুলি অবশ্যই করিতে হয়। ইহার জন্য ব্যবস্থা এই যে—মনুষ্যমাত্রের জন্যই বেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতাত্মক কর্ম্ম অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্মের কথা লিখিত হইয়াছে ঃ—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো নচান্যথা।"

ইহাতে বৈষ্ণবের জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই উভয়টীকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। আবার কর্ম্মের

মধ্যেও যে সকল কর্ম্ম ভক্তির প্রতিবন্ধক, সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির অনুকূল ও আবশ্যক কর্ম্ম করিতে হইবে। আবার কর্ত্তব্য-কর্ম্মের মধ্যেও কাম্য কর্ম্মত্যাগের উপদেশও সর্ব্বত্রই দৃষ্টগোচর হয়। গীতাশাস্ত্রের আদিতে নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যক কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এগুলি নিষ্কামভাবে সম্পন্ন করাই গীতাশাস্ত্রের আজ্ঞা।

যে সকল মনুষ্য ভগবৎ সেবাকার্য্যে শিথিল, তাহাদের জন্যই বিধি-পূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সেবা-নিরত ভক্তগণের জন্য সেবা কর্ম্ম সম্পাদনের আজ্ঞাই বিহিত হইয়াছে। যথা গীতায়—

(১) "নাহং বেদৈর্নতপসা"

(২) "ভক্ত্যাত্বনন্যয়া"

(৩) "মত্‌কর্ম্মকৃত্‌ মত্‌পরমো"

ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে ঃ—

'তত্‌কর্ম হরিতোষং যত্‌'

"যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈগুণৈর্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাব ভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

"দান ব্রত তপো হোম জপ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ
শ্রেয়োভি র্বিবিধৈঃ চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে"

অর্থাৎ দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ স্বাধ্যায় আদি যত প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই সকলই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির সাধন।

যদি কর্ম্মমাত্রই ভক্তির সাধনরূপে গণ্য হয়, তবে অনন্য ভক্ত, শ্রবণাদি ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানপরায়ণ অনন্য ভক্ত, সেবা সময় প্রতিবন্ধক নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন? এই নিমিত্ত ভক্তিমার্গে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সাধনে অবশ্যই শিথিলতা ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্লোক লিখিত আছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন কেবল শ্রবণ ভক্তিতে ভক্তের চিত্ত লগ্ন থাকে তখন বেদবিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করার নিমিত্ত ভক্তের অবসর থাকে না। এই অবস্থায় ভগবৎ সেবানিষ্ঠ ভক্ত আপনার প্রভুর পরিচর্য্যা ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবেন! আর যখন এতাদৃশ ভক্ত সেবা-পরিচর্য্যা না করেন, অথচ তাঁহার চিত্ত শ্রবণাদি ব্যাপারে থাকে, তখন নিজের প্রভুর গুণ, শীল, নাম ও সত্ত্বউদ্ধারক চরিত্রকথা ত্যাগ করিয়া নিত্য বিধানের সর্ব্বদিনব্যাপী বাহ্য কর্ম্ম তিনি কি প্রকারে করিতে সমর্থ হইবেন?

স্মৃতিতে লিখিত আছে :—

स्मर्त्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्त्तव्यो न यातु चित्।
सर्व्वे विधिनिषेधाःस्यु रेतयोरेव किङ्कराः ॥
प्रमादात् कुर्व्वतां कर्म्म प्रच्यवेदध्वरेषु यत्
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादितिस्मृतिः ॥

অর্থাৎ সর্ব্বদাই ভগবান্ শ্রীরাধাবল্লভের স্মরণ করিতে হইবে, ক্ষণমাত্রও তাঁহার যেন বিস্মরণ না হয়। কেননা, যত বিধিনিষেধ আছে, সমস্তই এই দুই শক্তির কিঙ্কর। অপিচ যজ্ঞাদি কর্ম্মের যে সকল ত্রুটী থাকে ভগবৎ-স্মরণে তৎসমস্তই সংপূর্ণ হয়।

এতদ্ব্যতীত গীতায় আরও প্রমাণ আছে যথা ঃ—

(১) অপিচেৎ সুদুরাচারঃ ;

(২) ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ;

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োশূদ্রা তথা বৈশ্যাঃ তেঽপিয়ান্তি পরাংগতিঃ ॥"

ইত্যাদি ভক্তিমাহাত্ম্যসূচক স্বয়ং ভগবৎবাক্য সমূহ শুনিয়া অনন্যভক্তের কি প্রকারে ভক্তিপ্রতিবন্ধক কর্ম্ম করার ইচ্ছা হইতে পারে? শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বং ঋষিত্বম্বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বিত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানিচ।
প্রীয়তে ঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যত্ বিড়ম্বনং ॥"

অর্থাৎ এই লোকে ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা উঁহার ভক্তি করাই পরমধর্ম্ম। ভগবান্ মুকুন্দকে প্রসন্ন করার জন্য দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বিত্ত, বহুজ্ঞতা, দান, তপ, ইজ্যা, শুচি এবং ব্রতাদি পর্য্যাপ্ত নহে, কেননা ভগবান্ কেবল বিমল ভক্তিতেই প্রসন্ন হয়েন, এতদ্ব্যতীত অপর সকলই বিড়ম্বনামাত্র। (৬৪)

শ্রাদ্ধাদীন্নবকুর্য্যাদ্ধরিশরণবলে, নৈবপূর্ব্বৈঃকৃতার্থাঃ,
সন্দেহৈতারয়েত্তান্ প্রতিদিন ভগবন্নাম সংকীর্ত্তনেন।
শ্রাদ্ধাদীনাং তুলায়া গ্রহণধমযজ্ঞং, দানমশ্বংধনংবা,
নস্যাচ্ছং নাসমর্থ্যং ক্বচিদপি হরয়ে, প্রেমভক্তৈরনন্যৈঃ।

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির প্রেমভক্তিতে ও শ্রবণাদি ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাশীল অনন্যাশ্রয়রহিত অনন্যভক্তের শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্মও করিতে হয় না। গীতায় লিখিত আছে ঃ—

यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥

অর্থাৎ দেবতাসমূহের পূজকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়েন। পিতৃগণের পূজকেরা পিতৃদিগকে প্রাপ্ত হয়েন, ভূতপূজকগণ ভূতকে প্রাপ্ত হয়েন, আর যাঁহারা আমাকে পূজা করেন তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। এই নিমিত্ত পিতৃলোকের নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্ম অনন্যভক্তের পরিত্যাজ্য। ইহাতে কাহারও মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে পিতৃলোকসমূহের উদ্ধার কিরূপে হইবে? শঙ্কাকারীর জানা আবশ্যক যে, পিতৃলোকগণ তো হরিশরণাগত হইয়া সেই বলেই উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সকল পুরুষ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা তো আপন আপন ভজনবলেই নিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু পিতৃপুরুষগণের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভক্ত ছিলেন না অথচ অভক্ত অবস্থায় মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বয়ং হরিশরণগত হইয়া সেই বলে উহাকে উদ্ধার করিবেন। যজ্ঞধ্বজব্যাখ্যানের আরম্ভে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"यो विष्णुभक्तान् निष्कामान् भोजयेत् श्रद्धयान्वितः।
त्रिःसप्तकुलसंयुक्तः स याति हरिमन्दिरम्॥"

অপিচ—

"तारयेद् वैष्णवःपुत्रोदशपूर्व्वान् दशापरान्"

অর্থাৎ যে ভক্তবৈষ্ণব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিষ্কাম সাধুবৈষ্ণবগণের ভোজন করান, তিনি আপনার কুলের একুশ পুরুষগণ সহ বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হয়েন।

অপিচ কোন বংশে কাহার পুত্র বৈষ্ণব হইলে তিনি স্বীয় ভজনবলে পূর্ব্ব দশ পুরুষ এবং পরবর্ত্তী দশ পুরুষের উদ্ধারসাধন করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ভগবৎ প্রসাদে সাধুমাহাত্মাদিগকে ভোজন মহোৎসব করাইলে, অথবা কুলে এক বৈষ্ণব পুত্রমাত্র উৎপন্ন হইলেই পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন এ অবস্থায় শ্রাদ্ধাদি ষট্‌কর্ম্ম কেন করিবে ? অপর পক্ষে দেখা যায়, তুমি নিয়তই শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করনা কেন, কিন্তু যদি বৈষ্ণব না হও, অথবা বৈষ্ণবের যদি নিন্দামাত্রও কর, তাহা হইলেও পিতৃলোকের নরক হইবে, যথা স্কন্দপুরাণে ঃ—

निन्दां कुर्व्वन्ति ये मूढ़ाः वैष्णवानां महात्मनाम् ।
पतन्ति पितृभिः सार्द्धं महारौरवसंज्ञिते ॥

অর্থাৎ যে মূর্খ বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে স্বীয় পিতৃলোকগণের সঙ্গে মহারৌরব নরকে পতিত হয়। এই সকল বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পুত্রের সৎকর্ম্ম বা অসৎ কর্ম্মে পিতৃলোকের সদ্‌গতি ও অসদ্‌গতির নির্ণয় হইয়া থাকে।

কোথাও কাহারও বৈষ্ণব পিতৃপুরুষগণের প্রেতযোনি প্রাপ্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, যদি কোথাও কাহারও সেবাপরাধরূপ প্রবল কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোকের প্রেতযোনিপ্রাপ্তির সন্দেহ হয়, তাহা হইলে প্রতিদিনকৃত্য ভগবৎসেবা বা ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার উদ্ধার হইয়া যায়। ইহার প্রামাণিক দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থের আদিতে স্বামী শ্রীচতুর্ভুজজীর চরিত্রকথনপ্রসঙ্গেই প্রদত্ত হইয়াছে।

এই নিমিত্ত অনন্যভক্তের কর্ত্তব্য ঃ—ভক্তিদ্বারাই পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করা—গয়াশ্রাদ্ধাদিদ্বারা নহে। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

"योगीनैव दहेद्दहम्"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি যে যোগে লগ্ন থাকিবেন, তিনি সেই যোগেই পাপ পরিহার করিবেন। যিনি ভক্তিযোগাবলম্বী, তিনি ভক্তি-যোগেই স্বায় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অপর কোন সাধনের অঙ্গীকার করিতে হইবে না। এই প্রকার তুলাদানাদির দান-প্রতিগ্রহাদি অনন্যভক্তের কর্ত্তব্য নয়, এবং দানাদিতে লব্ধ দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ করাও অনুচিত।

विष्णौभक्ते प्रभूते सुरमुनिपितरो हर्षयुक्ता वदन्ती
त्वस्माकं मूलभूते भगवति हि यतः प्रेमपूर्णोर्ज्जितोऽयम्
तद्द्वारास्मानशेषान् भजति तरुदलान् मूलसेकेन यद्वत्
तस्मादस्माभिरेषोऽमल सकलसुखै र्निस्पृहोऽप्याशु योज्यः ॥

এরূপ শঙ্কা করিতে হইবে না যে শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃপূজন না করিলে পিতৃগণ কোপ করিবেন। তাঁহাদের কোপের কথা দূরে থাকুক, আপন কুলে বৈষ্ণব পুত্র উৎপন্ন হইলে, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ হর্ষযুক্ত হইয়া বলেন,—"দেখ ইহা কি আনন্দের সংবাদ, আমার কুলে প্রেমময় শ্রীহরির পরম-ভক্ত পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন। বৃক্ষমূলে জল-সেচন করিলে যেমন উহার সুদূরবর্ত্তী পত্র-সমূহও সেই জলে পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব-পুত্র ভক্তিদ্বারা ঊর্দ্ধগত পুরুষ যে আমরা, ইনি এই আমাদিগেরও পরিতৃপ্তিসাধন করিবেন। যদিও এই বৈষ্ণব-পুত্র এখানকার ভোগ-সুখাদিতে নিস্পৃহ হয়, তথাপি ইহাকে কিন্তু ভোগসুখ দেওয়াই প্রয়োজন।"

এই প্রকারে পিতৃগণের ক্ষোভের কথা দূরের থাকুক, প্রত্যুত তাঁহারা অপরপক্ষে সুপ্রসন্নই হইয়া থাকেন। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে,—

यथा तरोर्मूलनिषेचनेन, तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां, तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या ॥

অর্থাৎ যে প্রকার তরুর মূলে জল-সেচন করিলে উহার স্কন্ধ, ভূজ ও উপশাখাদি পরিতৃপ্ত হয়, সেই প্রকার ভগবান্ বিষ্ণুর পূজনে দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ ও প্রাণিমাত্রেই প্রসন্ন ও সম্পূজিত হয়েন। বৃক্ষের সজীবতা সংরক্ষণের জন্য উহার মূলেই জল-সেচনের বিধি আছে, কিন্তু শাখা বা পত্রে জল-সেচনের বিধি নাই, পরন্তু উহাতে অবিধিই দৃষ্ট হয়। এই প্রকার ঈশ্বর-ভজনেরই বিধি ও তদ্‌বিপরীতি অবিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে। শ্রীভগবদ্গীতায়—

"अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्"

ইত্যাদি শ্লোকে অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করাই বিধিপূর্ব্বক পূজনের কথা লিখিত হইয়াছে, অন্যান্য দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের পূজনে তাঁহারই পূজা হয় বটে, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক হয় ইহাই উক্ত হইয়াছে। যথা :—

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥

বিধি-সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ আরও বলেন :—

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययं॥
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥

অর্থাৎ যে কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অপর দেবতার পূজা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক পূজা করে, আর যাহারা সর্ব্বপ্রাণীর মূল যে আমি, ইহা জানিয়া আমাকেই দৃঢ় অনন্যতাসহ পূজা করে, তাহারা বিধিপূর্ব্বক পূজা করে।

কেহ কথনও এরূপ আশঙ্কা করিতে পারে যে, ভগবানের ভক্ত হইলেও দেব-ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করা আবশ্যক। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কেননা শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাম্
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দস্য পরিহৃত্য কৃত্যম্।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাত্মভাবে সর্ব্বশরণ্য ভগবান্ মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি কখনও দেবতা, ঋষি, পিতৃ বা অন্য কাহারও ঋণী বা কিঙ্কর হয়েন না। কেননা দৃঢ় অনন্যভক্ত হইলে মনুষ্য সকলের ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া পরম স্বাধীন হন।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

ত্যক্তঃসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি
বিষ্ণুভক্তিং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাম্

আর ভক্তিহীন হইলে কুলাচারাদি প্রতিপালনও কিছু নয়, যথা ঃ—

কিং বেদৈঃ কিংশাস্ত্রৈর্ব্বা কিম্বাতীর্থনিষেবনৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিংতপোভিঃকিমধ্বরৈঃ॥

স্কন্দপুরাণে—

পাপং ভবতি ধর্মোপিত্তবতোঽভক্তিস্তবাচ্যুত।
নিঃশেষধর্মকর্ত্তা বা প্যভক্তো যদি তেঽচ্যুত।
বসতি নরকে নিত্যং ব্রহ্মহাপি স উচ্যতে॥

অর্থাৎ আপন কুলাচার-আদি ত্যাগ করিয়া মহাপাতকী হইলেও কোন ব্যক্তি যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহা হইলে সে সর্ব্বপ্রকার যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করে।

অপরপক্ষে ভক্তি না থাকিলে তাহার কুলাচারাদি প্রতিপালন যে মুক্তির পক্ষে কিছুই নহে তাহাও শাস্ত্রকার বলিতেছেন, যথা :—

যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত নহেন, উঁহার তীর্থবাস ও বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি কোন ফলপ্রদ হয় না। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, নিঃশেষ ধর্ম্মসাধন করিয়াও যদি কেহ শ্রীভগবান্ অচ্যুতের ভক্ত না হন, তবে উঁহার সকল ধর্ম্মই পাপ হইয়া যায়, তাহার নরকে বাস হয়, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলা যায়। এই নিমিত্ত ত্রিবিধ ঋণশোধের জন্য শ্রাদ্ধাদি করা, শ্রীহরিভক্তের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় না ॥৬৮॥

प्रातः श्रीहरिमङ्गलोत्सवव्रतां मध्याह्नकाले पुन
र्भोगाद्यर्पणमन्त्वदत्तमनसां सायं पुनः सेविनाम्
एवं श्रीवृषभानुजापतिपदन्यस्तक्रियाणां सतां
सन्ध्यावन्दनतर्पणाद्यकरणे न प्रत्यवायो भवेत् ॥६८॥

কদাচিৎ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্ম নাই বা হউক, কিন্তু প্রত্যবায়ের হাত এড়াইবার জন্য শাস্ত্র বচনানুরোধে সন্ধ্যা-তর্পণাদি তো অবশ্যই করা উচিত। এইরূপ উক্তিকারীদের জানা কর্ত্তব্য যে, দৃঢ়-অনন্য হরি-সেবকের সন্ধ্যা-বন্দনাদি করার একবারেই অবকাশ নাই। সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিলে ভক্তগণের কোনও দোষ হয় না। কেননা ভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, প্রাতঃকালে শীঘ্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানাদি করার জন্য সত্বরে স্নানাদি করিয়া আপন প্রভুর নীরাজন অর্থাৎ মঙ্গল-আরতি করা,— এইরূপ মঙ্গল-আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেই উঁহার প্রাতঃ-

সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। আবার মধ্যাহ্নে শ্রীপ্রভুর ভোগা-রাধনার জন্য রন্ধনাদি প্রস্তুত করা ও ভোগ সমর্পণাদি কার্য্যে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হয়, সন্ধ্যার সময় আবার শ্রীমূর্ত্তির উত্থান, সন্ধ্যাভোগ ও সন্ধ্যা-আরত্রিক প্রভৃতি কার্য্যে সায়ংসন্ধ্যার সময় অতি-বাহিত হইয়া যায়, সুতরাং ভক্ত সন্ধ্যাদি করিবেন কোন সময়ে? এই প্রকারে শ্রীবৃষভানুজাপতিপদে যাহারা সমস্ত ক্রিয়া অর্পণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সন্ধ্যা-বন্দনাদি অকরণে কোনও প্রত্যবায় হয় না ॥৬৯॥

নিত্যং কর্ম্ম মুকুন্দসেবনমিদং প্রোক্তং পুরৈবাহ্নিকং
যে দোলাদিমহোৎসবা নিগদিতা স্তান্ বিদ্ধি নৈমিত্তিকান্ ।
রাধাবল্লভপাদসেবনবতাং পুংসাং ন কর্ম্মচ্যুতি
র্ভূয়াৎ ক্বাপি কদাপি চেদবসরঃ স্বন্নামজল্পেৎ তদা ॥৭০॥

ভক্তিযোগের যোগীদের জন্য প্রাচীনগ্রন্থে বিবিধ বিধি-ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। আমাদের এই সেবা-বিচার গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে মঙ্গল আরতি হইতে শয়ন-আরতি পর্য্যন্ত প্রভুর সেবাই আহ্নিকাদি নিত্য-কর্ম্ম। দৃঢ়-রসিক অনন্যভক্তের পক্ষে এই সকল কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়। দোল-আদি বার্ষিক-কর্ম্মই ইহাদের নৈমিত্তিক-কর্ম্ম। এই প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলেই পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীরাধাবল্লভ-চরণসেবী দৃঢ়-রসিক অনন্যভক্তের কোথাও এবং কোনও সময়েই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত কাম্য-কর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায় হয় না; এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না। উপাসনা-কাণ্ডোক্ত সেবা-আরা-ধনাদি কর্ম্ম হইতে যখন অনন্যভক্তের অবসর ঘটে, তখন আপন ইষ্ট-দেব শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা অনন্যভক্তের সন্ধ্যা-বন্দনার অভাব পূর্ণ করা উচিত। বেদের তিনটি কাণ্ড আছে। যথা—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ড ভক্তি-কাণ্ডেরই অন্তর্গত। যে, যে কাণ্ডের অধিকারী, তাহাকে তদনুসারে কর্ম্মকরা উচিত। এই নিমিত্ত শ্রীভাগবতে লিখিত আছে :—

স্বে স্বে অধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণ: পরিকীর্ত্তিত:

এই নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত মনুষ্য জ্ঞানযোগী অথবা ভক্তযোগী না হয়, তাবৎ তাহাকে কর্ম্মযোগী হইয়া কাম্য-কর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া কেবল আবশ্যকতার অনুরোধে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা আবশ্যক। এই প্রকার কর্ম্ম করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং শ্রবণাদি হরিভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে। তখন "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" এই বিধান-অনুসারে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উপাসনা-কাণ্ডোক্ত সকল কর্ম্ম করিতে হয়। আর যদি পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে সাধক জ্ঞানযোগী হয়, তাহা হইলেই নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করে।

অধিকন্তু পূর্ব্বসম্বন্ধবশতঃ সদ্‌গুরুর উপদেশে অথবা শ্রীভগবানের কৃপায় যে ব্যক্তি প্রথম হইতেই ভক্তিযোগী হয় অর্থাৎ শৈশবকাল হইতেই ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির ন্যায় দৃঢ়-অনন্যভক্ত যোগী হয়, সে ব্যক্তি ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত প্রভু-সেবারূপ কর্ম্ম এক পলমাত্র সময়ের জন্যও পরিত্যাগ না করিয়া কর্ম্ম-কাণ্ডের কোনও কর্ম্ম করে না। কিন্তু অনন্যভক্তের উচিত এই যে, যখন আপন জ্ঞানে প্রভুর সেবা না হয়, তখন প্রভুর ধ্যান করা এবং ত্রিসন্ধ্যা আপন শ্রীগুরুমন্ত্র এবং গায়ত্রী জপ করা। কিন্তু ঐ গায়ত্রীতে অন্য দেবতার ধ্যান না করিয়া স্বীয় অভীষ্টদেবেরই ধ্যান করিতে হইবে। কেন না গায়ত্রীতে অপর কোন দেবতা ধ্যানের বিষয় নহেন, কিন্তু ভক্তের ইষ্ট পূর্ণ-ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গায়ত্রীতে ধ্যানের একমাত্র বিষয়। শ্রীভাগবত-প্রশংসায় লিখিত আছে—"গায়ত্রী ভাষ্য-

রূপোঽহংসৌ," অপিচ শ্রীভাগবতের প্রথম শ্লোকে, যে—"সত্যং পরং ধীমহি" ইত্যাদি লিখিত আছে, উহাতে গায়ত্রীর অর্থ নিরূপণ করা হইয়াছে।

এই নিমিত্ত সেবা-অন্তে অবকাশ-সময়ে আপন ইষ্টসাধনপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। অথবা ঐ অবকাশ সময়ে তুলসী জপমালায় "রাধা-কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ" "শ্রীরাধাশ্যাম" বা 'শ্রীরাধাবল্লভ' আদি ইষ্টনাম জপ করিতে হয়। কেন না নিগমাগম শাস্ত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কলিযুগে সব সাধন হইতে নাম সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন। শাস্ত্রে লিখিত আছে :—

न नाम सदृशं ज्ञानं न नाम सदृशं तपः।
न नाम सदृशो धर्मो न नाम सदृशो गतिः॥

অর্থাৎ জ্ঞান, তপ, ধর্ম্ম ও মুক্তি প্রভৃতি কিছুই শ্রীভগবানের নামের সমান নহে। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে—

नामोच्चारण-माहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः।
अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशाद मुच्यत॥
प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं।
देव्या विमोहित मति र्वत मायया लं॥
त्रय्यां जडीकृत मति र्मधुपुष्पितायां।
वैतानिके महति कर्मणि योज्यमानः॥

অর্থাৎ যমরাজ আপন দূতের সমীপে অতীব যত্নপূর্ব্বক বলিতেছেন—"দেখ! ভগবৎ নাম উচ্চারণের কেমন মহিমা। যে নামের প্রভাবে মহা-পাপী অজামিলও মৃত্যু-পাশ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল" আবার অন্যত্র লিখিত আছে—"এই বড় খেদের বিষয় যে, ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তা স্বয়ম্ভূবাদি মহাজনেরাও নাম-মাহাত্ম্য জানেন না। কেন না হরি বিমুখ হইলে

মায়াদেবী তাদৃশ লোকের মতিকে অত্যন্ত বিমোহিত করিয়া রাখেন। ঐ মায়া ফলস্থানে মধুর ফুল প্রতিপাদনকারী স্বর্গপরায়ণ বেদবাক্যে উহাকে এমনই জড়মতি করিয়া দেয়, যে এতাদৃশ ব্যক্তিরা দুর্ভাগ্যবশতঃ অত্যন্ত শ্রমকৃত অল্পফলপ্রদ বৈতানিক যজ্ঞ আদি ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রমে উচ্চারণমাত্র লভ্য অনন্ত ফলদ ভগবানের নামের প্রতি আর দৃষ্টি করে না। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

राजसूयाश्वमेधानां ज्ञानसाध्यानवस्तुनः।
आकृष्य हरिणा सर्व्वाः स्थापिता स्वेषु नामसु॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি রাজসূয়-অশ্বমেধাদির জ্ঞানসাধ্য বস্তু আকর্ষণ করিয়া আপন নামে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

न देश-नियमो राजन्नकाल-नियमस्तथा।
नोच्छिष्टादौ निषेधस्य श्रीहरेर्नाम्नि वर्त्तते॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির নামে দেশ ও কালের কোনও নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্ট মুখেও নাম করা যায়, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে ঃ—

ऋग्वेदोहि यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः।
अधीतास्तेन येनोक्तं हरि रित्यक्षरद्वयम्॥

অর্থাৎ 'হরি' এই দুই অক্ষর যিনি উচ্চারণ করেন, তাহার ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ পাঠ করার ফল হয়। এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়-অনন্যভক্তের পরম ধর্ম্ম-কর্ত্তব্য এই যে, যখন প্রভুর সেবা আদি হইতে অবসর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, অথবা প্রভুর সেবা-ভার স্বীয় মস্তকে না থাকে, তখন তুলসীমালা হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রভুর নাম জপ

করিতে হইবে।* শ্রীমদ্ গোস্বামী শ্রীব্রজলালজী মহারাজকৃত সেবা-বিচার অথবা সেবাশতক গ্রন্থের উক্ত কয়েক শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য ইহাই দৃঢ়তা, ইহাই রসিকতা, ইহাই অনন্যতা এবং ইহাই দৃঢ়রসিক অনন্য-বৈষ্ণবের পরম ধর্ম্ম।

সুসিদ্ধান্তোত্তমগ্রন্থের অনন্যতা

আমাদের শ্রীরাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের সমুজ্জ্বলরত্ন রীবারাজ্যগুরু শ্রীশ্রী-প্রিয়াদাসজী মহারাজ স্বীয় সুসিদ্ধান্তোত্তম নামক অত্যদ্ভুত গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়-অনন্যভক্তি প্রতিপাদনার্থ লিখিয়াছেন ঃ—

ভক্তিযোগৈঃপরৈশ্চাপি জাতৈ সর্ব্বার্থবিন্মুনিঃ।
কর্ম্মজ্ঞানবিরাগাদীন্ স্ত্যক্ত্বা কৃষ্ণং ভজেদ্ বুধঃ॥

যখন স্বতন্ত্র ভক্তিযোগে উপজাত হয় তখন সর্ব্বার্থবিৎ (অর্থাৎ ভক্তি-যোগের গুণ দোষাদি অভিজ্ঞ) মুনি কর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। কর্ম্ম-আরম্ভকালে ও ফলকালে দোষ ও দুঃখ প্রদান করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

ধর্ম্মঃসম্পদ্যতে ষড়্ভিরধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
তস্মান্নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি-হেতবঃ॥

অর্থাৎ দেশ-কাল-দ্রব্যকারক মন্ত্র এবং কর্ম্মের বিশুদ্ধ অনুবর্ত্তনে ধর্ম্ম-সম্পাদন হয় এবং এই ছয়ের বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ এই ছয় বিষয়ের কোন প্রকার অশুদ্ধ ঘটিলে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ এই ছয়ের শাস্ত্রোক্ত

---

* আমি মদীয় "প্রেমজগদীশ" নামক গ্রন্থে নাম-মাহাত্ম্যসম্বন্ধে বিস্তারপূর্ব্বক লিখিয়াছি। যদি কোন বৈষ্ণব মহানুভাব উহা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে গোস্বামী শ্রীমূলচাঁদ লালের নামে ২০নং ক্রসষ্ট্রীট, বড়বাজার কলিকাতার ঠিকানায় পত্র লিখিলেই উক্ত গ্রন্থ পাইবেন।

শুদ্ধি দুর্লভ। কর্ম্মের শুদ্ধি তো অত্যন্তই দুর্লভ। এমন কি কর্ম্মের আরম্ভে যে আচমন করিতে হয় তাহার শুদ্ধিই অসম্ভব। কেন না বিশ্বা-মিত্রকল্পগায়ত্রী পদ্ধতিতে লিখিত আছে ঃ—

গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ।
তন্ন্যূনমধিকং তোয়ং সুরাপানসমং ভবেৎ॥

অর্থাৎ দক্ষিণ-হস্তের গোকর্ণাকৃতি তালুতে মাষমাত্র ডুবিতে পারে এমন জল লইয়া আচমন করিবে কিন্তু উক্ত পরিমাণের কিঞ্চিৎ বেশী বা কিঞ্চিৎ কম হইলেই উক্ত জল পান করিলে সুরাপানের ন্যায় পাপ হয়। ইহা এক প্রকার অসম্ভব তো বটেই। এই প্রকার যে সকল ক্রিয়াযোগ আছে, সেই সকল ক্রিয়াযোগ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই দুই অবস্থা মিলিত হইয়াই হইয়া থাকে। এইজন্য বর্ণাশ্রমাচারশীল মনুষ্যগণের যে সকল ক্রিয়াযোগ আছে, সেই সকল ক্রিয়াযোগ সংসারপ্রাপ্তির কারণ হইয়াই দাঁড়ায়। অর্থাৎ উহারা দুঃখদায়ক হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা স্পষ্টতঃই লিখিত আছে যথা ঃ—

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণাম্॥

অর্থাৎ দুঃখই যাহার অন্ত্যফল জীব তাহার দেহ দ্বারা তাদৃশ কর্ম্ম সম্পাদন করে, আবার ঐ দেহকৃত কর্ম্ম দ্বারা জীব পুনর্ব্বার তাহার দেহেরই সেবা করে। যে কর্ম্মের আদিতে ও অন্তে কেবলই দুঃখ, মর্ত্ত্যধর্ম্মাবলম্বীরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কি সুখ লাভ করিতে পারে? উহাতে কোনও সুখ নাই। কেন না উহার সুখেও কেবল দুঃখেরই অনুভব হয়। এই নিমিত্ত ভগবৎ-ভজনে কর্ম্ম ত্যাগই গুণজনক।

ইহাতে কদাচিৎ কেহ আশঙ্কা করিতে পারে যে যদি কর্ম্ম ভক্তি ত্যাগ

দ্বারা পরিপাকে কেহ কৃতার্থ হয়, তাহা হইলে তো অবশ্যই কোনও চিন্তা নাই, কিন্তু ভক্তির পরিপাকজনিত কৃতার্থতালাভের পূর্ব্বে যদি ভক্তি-সাধকের মরণ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মত্যাগজনিত প্রত্যবায়ে তাহার পক্ষে অত্যন্ত অনর্থ ঘটে। এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই।

শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শ্রীনারদ বলেন :—

त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे:
भजन्नपक्कोऽथ पतेत् ततो यदि
यत्र क्व वाभद्रमभूदमुष्य किं
को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मत: ।

অর্থাৎ স্বীয় বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অঘহর ভগবান্ হরিচরণ ভজন করিতে করিতে যে ব্যক্তি পরম ভক্তি লাভ না করিয়া যদি মরিয়া নীচ যোনিপ্রাপ্ত হয়, (এই শ্লোকে যে 'বা' শব্দ আছে উহাতে ইহাই কটাক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এতাদৃশ পুরুষের পতন একবারেই অসম্ভব) তা হইলেই কি উহার কোন প্রকার অভদ্র ঘটিবে? কখনই নহে। কেন না শবরী ও গজেন্দ্রের ভক্তির কোনও ব্যত্যয় ঘটে নাই। আবার অপর পক্ষে, যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত না হয়, তাহার স্বধর্ম্মাচরণাদিতেই বা কি ফললাভ হয়? অর্থাৎ কোনও লাভ হয় না। এইজন্য ভজনানুরক্ত ভগবদ্ভক্তের এই সকল কর্ম্ম ত্যাগে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয় না। কেন না কর্ম্মত্যাগই ভক্তের ধর্ম্ম।

শ্রীভাগবতে ১১শ স্কন্ধে লিখিত আছে—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ংই কর্ম্মের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে—"যাবৎ পর্য্যন্ত দেহ আদিতে বশীকারাখ্য বৈরাগ্য উপজাত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত-

আদি কর্ম্মসমূহ করিতে হইবে। কিন্তু যখন আমার কথা শ্রবণাদিতে (নবধা ভক্তিতে) নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে, তখন আর কর্ম্ম করার প্রয়োজন হইবে না।” সন্ধ্যোপাসনাদিকে নিত্য-কর্ম্ম, বলে—জন্ম-মরণ, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ আদিতে যে সকল ক্রিয়া করা হয়, উহাদিগকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম কহে, এবং দর্শ-পূর্ণমাস্যা ও চতুর্ম্মাস-আদিতে যে সকল ক্রিয়া করা হয়, তাহাদিগকে কাম্য-কর্ম্ম বলা হয়।

শাস্ত্রে লিখিত আছে :—

হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যম্পশুঃ সুতঃ।
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ ॥

অর্থাৎ পশুযজ্ঞ, সোমযজ্ঞ, বৈশ্বদেব, এবং বলিহরণাদি এই সকলই প্রবৃত্তিজনিত কর্ম্ম আর এই সকল কর্ম্মে যদি কোন ছিদ্র থাকে তখন উহাদের রফু করণের জন্য যে ক্রিয়াদি করিতে হয়, তাহারই নাম প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

প্রায়ঃ পাপং বিজানীয়াৎ চিত্তং তস্য বিশোধনম্।
প্রায়শ্চিত্তং তু তৎপ্রোক্তং কর্ম্ম কর্ম্মবিদাং বরৈঃ ॥

উদ্দেশ্য এই যে—যে পর্য্যন্ত এই বিশ্বাস দৃঢ় না হয় যে, আমার পরম-শ্রেয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি ভক্তি হইতেই হইবে, তাবৎ পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম করা চাই, কিন্তু যখন হইতে শ্রবণাদিতে নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তখন বর্ণাশ্রমাচারোচিত যাবতীয় কর্ম্মধর্ম্মত্যাগ করাই অনন্যভক্তের পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। কেননা, তখন আর উহার পুনর্ব্বার কর্ম্মে অধিকার থাকে না। এই

জন্য যিনি উত্তমরূপে কর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করেন, তিনিই উত্তম। কেননা শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত্ স চ সত্তমঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন বর্ণাশ্রমকর্ম্মাদি সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া,—এই সকল কর্ম্মকরার বাসনা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া এবং ত্যাগ করার প্রত্যবায়জনিত ভয় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া—আমাকে ভজনা করে, সে আমার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যমিশ্রভক্ত অপেক্ষাও উত্তম। কেননা এই ব্যক্তি আমার বিশুদ্ধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি যদিও আমারই আজ্ঞানুসারে করা কর্ত্তব্য বলিয়া বলা হইয়াছে। কেননা লিখিত আছে "শ্রুতি-স্মৃতি মমৈবাজ্ঞা" কিন্তু তথাপি এ সকলও আমারই জন্য ত্যাগ করিবে।

কেহ কেহ শঙ্কা করিয়া বলেন, "তবে কি অজ্ঞাননিবন্ধন এবং নাস্তিকতা নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে?" না, এমত কথা নহে। অজ্ঞান অথবা নাস্তিকতা নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ করার কথা নয়। পরন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপরায়ণ সত্ত্বশুদ্ধাদি গুণ সমূহের প্রতিকূল প্রত্যবায় দোষগুলি উত্তম-রূপে জানিয়া, কে কর্ম্ম এবং উহার প্রায়শ্চিত্তকে ভক্তি বাধক জানিয়া, অধিকন্তু উহারা আমার ধ্যানের বিক্ষেপক ইহা জানিয়া—এবং "কৃষ্ণ-ভক্তিতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়," এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভাগবতধর্ম্ম বাধক শ্রাদ্ধ, অগ্নিহোত্র, বিদ্ধৈকাদশী, কৃষ্ণৈকাদশী, উপবাস, অনুপবাস, অনিবে-দিত ভক্ষণ এবং সূতকাদিতে অনর্চ্চনাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ভগবানের অনন্য ভক্তের সম্বন্ধে কর্ম্মত্যাগই গুণ, কর্ম্মত্যাগ না করাই দোষ। ধর্ম্মাধর্ম্মবিদ্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবগীতায় বলিয়াছেন ঃ—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ।

অর্থাৎ ভক্তির অধিকারে স্বধর্ম্মত্যাগই গুণ। কেননা ভক্তিই ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের অত্যাগই দোষ কেননা উহাই অধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচরণ-কারীর পক্ষে স্বধর্ম্মাচরণই গুণ, উহার পরিত্যাগই দোষ। এই উভয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগই গুণ এবং অবৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগই দোষজনক।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

এই বাক্যে শ্রীভগবান্ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন "মন্মনাভব" ইত্যাদিতে "আমার প্রতিপাদিত ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া—বর্ণশ্রমাদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া—দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যদুকুলপালক যে আমি আমারও শরণ গ্রহণ কর। কেননা আমার ভক্তের পক্ষে কর্ম্মত্যাগই ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত এই প্রকারে কর্ম্মত্যাগ করিলে কোনও প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু তুমি যদি আপনার অজ্ঞানবশতঃ এমন মনে কর যে "কর্ম্মত্যাগ করিলে দোষ হইবে" এমন ভয় করিও না। কেননা, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।" গীতার এই শ্লোকে যে প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ আছে, অনেকে বলেন, উহা ধর্ম্মত্যাগের উপদেশ নহে, কর্ম্ম-ফলত্যাগের উপদেশ মাত্র। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও ঠিক নহে, উহার বাস্তবিক অর্থ—ধর্ম্মত্যাগ করা। কেননা "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ" ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, উহা অধিকারানুরূপ ধর্ম্মেরই উপদেশ। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ অবৈষ্ণবের নিমিত্ত ইহাই বলা হইয়াছে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থাকিয়া মরণই ভাল। এ উপদেশ বৈষ্ণবের জন্য নহে। কেননা "সর্ব্ব-

র্ম্মান্ পরিত্যজ্য" আদি তো একবারেই ভাগবত বৈষ্ণবগণের জন্যই আজ্ঞা। এই নিমিত্ত এ সম্বন্ধে কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না। যদি এরূপ অর্থ না করা হয়, তবে "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" এই বাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়। কেননা স্বধর্ম্মাচরণাবলম্বাদিগের তো কোনও পাপ হয় না। এই নিমিত্ত এই আজ্ঞাটী যে বৈষ্ণবের জন্য, তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়।

ভগবানের ভক্তিযোগই সকলের পক্ষেই পরমধর্ম্ম। কেননা শ্রীভাগবত আদিতে "এতাবানপি লোকেস্মিন" আদি উপদেশ আছে, উহার উদ্দেশ্য এই যে বেদ আদি শ্রুতি স্মৃতি সমূহে উৎকৃষ্টতা ও স্বাভাবিকতানিবন্ধন সকল জীবের পক্ষেই ভগবদ্ভক্তি করা পরমধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। কেননা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আগন্তুক ধর্ম্ম। অধিকারভেদে ও জন্মান্তরে উহার বিয়োগ হয় কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম জীবের স্বাভাবিক এবং সহচরধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ লীলা ও গুণের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবাঙ্গ দ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ জন্মে উহা জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম। উহা সকলেরই পূর্ব্বকথিত দৃঢ়তা ও অনন্যতা সহকারে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

কীর্ত্তনাদি ভাগবতধর্ম্ম সমগ্র সাংসারিক জীবের পরমধর্ম্ম। এইজন্য এই পরমধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মত্যাগই বিহিত। অধিকন্তু সাধনফলকালে ভক্তিবিরোধী দুঃখদ কর্ম্মের হেয়ত্ব শ্রুতিসম্মত, কেবল ইহাই নহে এই প্রকার যোগ জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি যে ভগবৎ ভক্তির নিকট ব্যর্থ তাহাও, শ্রুতিসম্মত। শ্রীভাগবতে শ্রীনারদবচন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

অর্থাৎ মুক্তিদাতা ভগবান্ মুকুন্দের সেবাসুখোদয়ে যে প্রকারে

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার শান্তি হয়, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধি আদি অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধহেতু কামলোভাদিহত আত্মা ঐ প্রকার শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত অনন্যভক্তিমার্গে যোগের কোনও আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রত্যুত ইহাতে যোগের সাধন ত্যাগ করাই উচিত। এই প্রকার ভক্তি-সাধনের পক্ষে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যেবও কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে—

ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान् यश्चास्मि यादृशः ।
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः ।
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायःश्रेयो भवेदिह ॥

অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিশ্বতনু, সৰ্ব্বসম যে আমি, এই আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়া যে কেহ অনন্যভাবে আমার ভজন করেন, তিনি আমার সর্ব্বোত্তম ভক্ত। কেননা ভক্তি ও ভক্ত আমার অতি প্রিয়। এই জন্য এই সংসারে আমার ভক্তের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন হয় না। কেননা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা আমার ভক্তের কোন প্রকার সুফল ফলে না। প্রত্যুত অনিষ্টই হইয়া থাকে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য আমার অনুরাগের বাধক। যে জ্ঞানের অপর পর্য্যায় কৈবল্য—তাহা ভক্তিব বাধক, বৈরাগ্য তো কেবলি শুষ্ক, অধিকন্তু উহা আমার প্রতি অনুরাগের পরম শত্রু। মৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং মৎসম্বন্ধীয় ভক্তি-লাভের জন্য সংস্কার ত্যাগের বিরুদ্ধে আমার ইহা বক্তব্য নহে। সংসার-বৈরাগ্য সুতরাং উহা আমার ভক্তের জন্য নহে। প্রত্যুত যাহারা আমার ভক্তির বিরোধী, উহা তাহাদের জন্য। কেননা আমার ভক্ত

সর্ব্বদাই আমার রূপধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সকলযোগী, সকলজ্ঞানী ও সকল-বৈরাগ্যশীল অপেক্ষা ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কেননা তাহার আত্মা ও তাহার মন সর্ব্বদাই আমাতে মিলিত থাকে। এই নিমিত্ত সর্ব্বসাধন হইতে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠতম সাধন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলেন :—

यत्कर्म्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्।
योगेन दानधर्म्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥
सर्व्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा।
स्वर्गापवर्गं मद्धामकथंचित् यदि वाञ्छति ॥
न किञ्चित् साधवोधीरा भक्ताह्येकान्तिनो मम।
वाञ्छन्त्यपि मयादत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्
नैरपेक्ष्यं परं प्राहु र्निःश्रेयस् मनल्पकं
तस्मान्निराशिषोभक्ति र्निरपेक्षस्य मे भवेत्।

অর্থাৎ যজ্ঞাদি হইতে যে স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতীব কঠিন তপস্যা হইতে মহর্জনাদি লোকের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে সত্যালোকাদি রূপ যে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, যোগজনিত চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে যে ফল ফলে, সর্ব্বস্বদানে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনাদি ইতর শ্রেয়কর্ম্ম হইতে যে ফলোদ্ভব হয়, এসব ফল ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ কর্ম্মের ফল আমার ভক্ত কেবল আমার ভক্তিতেই লাভ করিয়া থাকেন। আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা থাকে না। আমার ভক্ত স্বর্গাপ-বর্গ এমন কি আমার ধাম পর্য্যন্তও অভিলাষ করেন না। তথাপি আমি তাহাকে সত্বরে উহা প্রদান করি। কিন্তু আমি আমার এই প্রকার ভক্তকে স্বর্গাপবর্গ প্রদান করিলেও তিনি আমার ভক্তির সমক্ষে কৈবল্য ও অপুনর্ভবাদি প্রভৃতি অদেয় দুর্ল্লভদান ত্যাগ করিয়া কেবল

আমার ভক্তিকেই গ্রহণ করেন। আমার অনন্য ভক্তের ইহাই বিশেষ মাহাত্ম্য। এই মাহাত্ম্যের কারণ এই যে, আমার ভক্ত সুখ-দুঃখাদি সমজ্ঞানে নিরীক্ষণকারী ধীরস্বভাব। আমার ভক্ত প্রাণিমাত্রেরই হিতসাধক সাধু এবং আমাতেই আপন আত্মা সমীক্ষণকারী একচিত্তী হয়েন। সুতরাং এই প্রকারে তিনি নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। সর্ব্ববেদ ও মুনি-ঋষিগণ এই নিরুপেক্ষতাকে সর্ব্বপ্রকার নিঃশ্রেয়সের সমুদ্র বলিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত আমার নিরাশিষ ভক্তের আমার প্রতি রাগাত্মিকা ও নিষ্কাম ভক্তি জন্মে। ভক্তের পক্ষে এই নৈরপেক্ষ্য ও নিষ্কাম ভক্তিই যথাসর্ব্বস্ব।

এইজন্য দৃঢ় অনন্যভক্তের উচিত এই যে, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগাদি সর্ব্বপ্রকার সাধন ত্যাগ করিয়া কেবল আমার প্রতি উক্ত প্রকার দৃঢ় অনন্যভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরাধিকাসহ আমার সেবা করিবে।

শ্রীপ্রিয়াদাসজী মহারাজকৃত সুসিদ্ধান্তোত্তম গ্রন্থোক্ত শ্লোকের ইহাই অর্থ এবং ইহাই দৃঢ়তা, ইহাই রসিকতা এবং ইহাই অনন্যতা এবং ইহাই দৃঢ় রসিক অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম।

অনন্যতা ও অনন্যতার দৃঢ়তা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক প্রমাণ বলা হইয়াছে। এখন রসিকতাসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

রসিকতা

রসের উপাসনা করাই রসিকতা। রস ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই এব নাম। শ্রুতিতে লিখিত আছে:—

"रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিখিল রসের আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখি[illegible] আছে:—

मल्लानामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्त्तिमान्
गोपीनां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः
मृत्युर्भोजपतेर्विराड़विदुषां तत्त्वं परं योगिनां
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥

অর্থাৎ পরমানন্দ রস স্বরূপ সর্ব্বব্যাপক এক অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরামসহ কংসের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যদিও সেই সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভাবনায় অনুকূল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন নাই, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার লোকদের মনে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপের অনুভব হইয়াছিল। অর্থাৎ জন সাধারণ দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, স্ত্রীলোকেরা দেখিলেন, তিনি যেন মূর্ত্তিমান্ কামদেব অর্থাৎ শৃঙ্গাররসমূর্ত্তি। শ্রীদামাদি গোপগণ দেখিলেন যে তিনি তাঁহাদের স্বজন, আপনাদের মিত্র ও মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস, নন্দ ও বসুদেব দেখিলেন যে তিনি তাঁহাদের শিশু অর্থাৎ বাৎসল্যাত্মক মূর্ত্তিমান্ করুণরস। কৃষ্ণ-বিমুখ অসজ্জন রাজারা দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন তাহাদের শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ বীররস। চাণুর ও মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লগণের বোধ হইল, শ্রীকৃষ্ণ যেন বজ্রের ন্যায় সাক্ষাৎ রৌদ্ররস। সাধারণ লোকেরও অত্যন্ত উৎসাহরূপী বীররস বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ভোজপতি কংস মনে করিলেন ইনি যেন সাক্ষাৎ যম। সুতরাং তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ভয়ানক রসরূপে প্রতিভাত হইলেন। অবিদ্বান্ মীমাংসকগণের নিকট তিনি বিরাট্‌রূপী বীভৎসরূপে প্রতিভাত হইলেন। শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছে, যোগী ও ঋষিরা তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহা শান্তরস। সুতরাং যোগিগণের সমক্ষে তিনি মূর্ত্তিমান্ শান্তরস। উদ্ধবাদি বৃষ্ণিগণ শ্রীকৃষ্ণেরদাস, তাঁহারা তাঁহাকে পরমদেবতা পরমেশ্বররূপে প্রত্যক্ষ করিলেন, এখানে ভক্তিরস প্রকটিত হইল। একই শ্রীকৃষ্ণ

এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে এককালে অনুভূত হওয়ার কারণে শ্রীশুক-দেবজী বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ আমাদিগকে মাধুর্য্যের মধ্যেও পরম ঐশ্বর্য্যদর্শন করাইয়া মূর্ত্তিমান্ অদ্ভুত রসরূপেই অনুভূত হয়েন। এই নিমিত্ত পূর্ণতম ভগবান্ নন্দ-নন্দন সর্ব্বরসের আধারভূত অদ্ভুতরসস্বরূপ। মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও দামবন্ধন-লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার মাতা যশোমতীকে এই অদ্ভুতরসই দেখাইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের যত যত অবতার, তৎ-সকলই তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ শক্তির আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তির লীলাধার। কেননা সর্ব্বশক্তিই শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রাদুর্ভূতা হয়েন। একই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা মাতা গর্ভোদশায়িরূপে দর্শন করেন, অক্রূর ক্ষীরোদশায়িরূপে, অর্জ্জুনাদি নারায়ণবিগ্রহরূপে, বৎসহরণ-ব্যাপারে ও দ্বারকায় ব্রহ্মা উঁহাকে কারণার্ণবশায়িরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ঃ—"পৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণমাগত্য" হইতে আরম্ভ করিয়া—

অথ স্মৃত্বা মুকুন্দেন দ্বারবত্যাং স্মৃতং তদা।
স্মৃত্বা ব্রহ্মাণ্ড কোটিভ্যো লোকপালা সমাগতাঃ॥
অষ্টবক্ত্রা চতুঃষষ্ঠী বক্ত্রা শতমুখা স্তথা।
সহস্রবক্ত্রা লক্ষাস্যাঃ কোটি বক্ত্রা বিরিঞ্চয়ঃ।
রুদ্রাশ্চ ত্রিংশতি মুখা স্তথা পঞ্চদশাননাঃ
শত বক্ত্রাঃ সহস্রাস্যাঃ লক্ষ বাহু শিরোযুতাঃ॥

ইহা অদ্ভুতেরও অদ্ভুত। এই অদ্ভুতানন্দরস উঁহার আশ্রয় ছিল, এইরূপে ভগবান্‌কে যিনি উপাসনা করেন, তাঁহাকে রসিক বলা যায় এবং তিনিই দৃঢ়-রসিক অনন্য কৃষ্ণভক্ত।

মহামহিমান্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল স্থূল-সূক্ষ্ম মহিমার অন্ত

নাই। অপার ভগবানের মহিমাসাগরের পারাপার নাই। বিশুদ্ধাদ্বৈত-রস মূল ভগবান্ শ্রীরাধাবল্লভের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ **হিততত্ত্বরূপী** এক বস্তু। রাধোত্তরতাপিনী শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—

एकोऽस्ति नष्टो स्थितः

অর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ হিততত্ত্বরূপী একই। শ্রীনাগরীদাসজী স্বীয়হিতাষ্টকে বলিয়াছেন—"রাধিকাদেহ **হরিবংশ** মন রাধিকা" অর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত হিত আর এই হিতের মন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রকার শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের জলতরঙ্গের ন্যায় বিশুদ্ধ একতা স্বীকার্য্য। কিন্তু এক স্বরূপ হইতে তো লীলা-মাধুর্য্য প্রকাশ হয় না। এইজন্য আপন বৃন্দাবন-ধামের দৃঢ় অনন্যরসিক ললিতা, বিশাখা, শ্রীহিতহরিবংশজী, শ্রীবনচন্দ্রজী এবং শ্রীকৃষ্ণদাসাদি অভিন্ন ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া উঁহাদিগকে আপন বিশুদ্ধ দাম্পত্য নিত্য নিকুঞ্জবিহার-সুখ অনুভব-আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ শ্রীরাধা ও কৃষ্ণনামে দুই মূর্ত্তি ধারণ করেন। সম্মোহন তন্ত্রে লিখিত আছে ঃ—

"तस्माज्ज्योतिरभूद् द्वेधा राधामाधवरूपकम्।"

অর্থাৎ সেই এক হিত প্রকাশ হইতে রাধা ও মাধব নামে দুই তেজঃ প্রকাশিত হইলেন। অথর্ব শ্রুতিতে লিখিত আছে—

येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चैकः।
क्रीड़नार्थं द्विधाऽभूत् यथा च्छायया शोभमानः॥

অর্থাৎ রসের অবধি রাধাকৃষ্ণ একই। যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে ঃ—

त्वयि सर्व्वं रसे एकरसो द्विधाविधाय सर्व्वमेव रमयाञ्चकार।

অর্থাৎ আপন একরসস্বরূপ হইলেও দুইরূপ ধারণ করিয়া প্রকট রমণ করেন। সুতরাং এই দুইয়ে একইরূপ। ইঁহাদের ভেদ নাই। এইজন্য অভেদভাবে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হইলেই তিনি ভুক্তিমুক্তিসহ ভক্তি প্রদান করেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়া বলেন—"কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনে কি দোষ হয়?" ইহাদের ইহা জানা আবশ্যক যে, কেবল শ্রীকৃষ্ণভজনে বাস্তবিকই দোষ আছে। সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশিবশঙ্কর বলেন ঃ—

गौरतेजः विना यस्तु श्यामतेजः समर्च्चयेत् ।
जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे ॥
स ब्रह्महा सुरापि च स्वर्णस्तेयीच पञ्चमः ।
एतै र्दोषै र्विलिप्येत तेजोभेदान्महेश्वरि ॥

অর্থাৎ যদি কেহ গৌরতেজ (শ্রীরাধিকা) ভিন্ন শ্যামতেজের (শ্রীকৃষ্ণ) অর্চ্চনা করেন, জপ করেন বা ধ্যান করেন, তিনি পাতকী হয়েন। তাঁহার ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণস্তেয়, গুরুপত্নীগমন এবং গোহত্যাদি-দোষ ঘটে। এইজন্য কথনো তেজোভেদ করিতে নাই, স্বয়ং ভগবান্ই এই দোষের ফলের কথা বলিতেছেন যথা—

आवयोर्भेद बुद्धिञ्च यः करोति नराधमः ।
तस्यवासः कालसूत्रे यावच्चन्द्र दिवाकरौ ॥

অর্থাৎ যে নরাধম আমাদের ভেদ-বুদ্ধি রাখে, তাহাকে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর নরকভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত জানা আবশ্যক যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভেদবুদ্ধিতে দোষ হয়। এই দুই বিগ্রহ এমনই অভেদ যে, "রাধাকৃষ্ণ" এই নাম উচ্চারণে কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলেই উহাতে দোষ ঘটে, এ সম্বন্ধে স্বয়ং নারায়ণ বলেন ঃ—

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বদেদ্বুধঃ।
ব্যতিক্রমে ব্রহ্মহত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

প্রথমতঃ শ্রীরাধা-নাম উচ্চারণ করিয়া পরে কৃষ্ণ-নামোচ্চারণ করিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ব্রহ্মহত্যাদোষ ঘটে, ইহাতে সংশয় নাই। কেননা এই দুইই এক। বেদে লিখিত আছে ঃ—

রাধয়া সহিতোদেবো মাধবেন চ রাধিকা।
অনয়োর্ভেদং পশ্যতি স সংসৃতে র্মুক্তো ন ভবতি॥

ব্রহ্ম-সংহিতায় লিখিত আছে ঃ—

যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধাচ যা রাধা কৃষ্ণ এব চ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে॥

এই নিমিত্ত মুমুক্ষেরও রাধাকৃষ্ণের ভেদজ্ঞান করা উচিত নহে। কেননা উহাদের ভেদতো একবারেই সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

"রাধা কৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মকো ধ্রুবম্।"

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণাত্মিকা, এবং কৃষ্ণরাধাত্মক ইহাতে কোনও ভেদ নাই ইহা ধ্রুব। এই নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের ভেদভাব স্বীকার করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এই উভয়কে উক্ত প্রকার দৃঢ় অভেদ জানিয়া যদি কেহ একমাত্র শ্রীরাধা বা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তবে তাহা দোষাবহ হয় না। পরন্তু গুণজনকই হয়। কেননা তাদৃশ উপাসকের মনে তো কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণবাগমে লিখিত আছে ঃ—

ব্রহ্মানন্দরসাদনন্ত গুণিতো রম্যো রসো বৈষ্ণবঃ।
তস্মাৎ কোটিগুণো জ্বলশ্চ মধুরঃ শ্রীগোকুলেন্দোরসঃ॥

তস্মানন্ত চমৎকৃতিঃ প্রতিমুহূর্ব্বৈষ রসানাং পরং।
শ্রীরাধাপদপদ্মমেব পরমং সর্ব্বস্বভূতং মম॥

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ রস হইতে অনন্তগুণ অধিক রম্য বৈষ্ণবরস। উহা হইতে কোটিগুণ অধিক উজ্জ্বল ও মধুর শ্রীগোকুলেন্দ্র রস এবং উহা হইতে অসংখ্যগুণ অধিক চমৎকারযুক্ত প্রতিমুহূর্ত্তে সর্ব্বরসবর্ষণশীল শ্রীরাধিকার পাদপদ্মরস, আর উহাই আমার যথাসর্ব্বস্ব।

শ্রীমৎ রাধারসসুধানিধি গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

ধর্ম্মাদ্যর্থ চতুষ্টয়ং বিজয়তাং কিংতদ্ বৃথা বার্ত্তয়া।
সৈকান্তেশ্বর ভক্তিযোগপদবীত্বারোপিতা মূর্দ্ধনি
যো বৃন্দাবন সীম্নিকাচন ঘনাশ্চর্য্যঃ কিশোরীমণি
স্তৎকৈঙ্কর্য্য রসামৃতাদিহ পরং চিত্তে ন মে রোচতে॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই যে চতুর্ব্বিধ পদার্থ আছে ইহাতে আমার কি প্রয়োজন? আমার সম্বন্ধে এই সকল বাক্যাদি একান্ত বৃথা। কেননা ধর্ম্ম তিন প্রকার। এক আচাররূপী, দ্বিতীয় ব্যবহার-রূপী, তৃতীয় প্রায়শ্চিত্তরূপী। আচারের নিয়ম একটা শুনুন, "একোলিঙ্গে গুদে তিস্রঃ" এইরূপ আচারধর্ম্মেতো কেবল লিঙ্গ ও গুদের কথাই স্মরণ হয়, ভগবৎবার্ত্তা তো ইহাতে নাই। ব্যবহারে "ইহাই কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্যে ভাগিনেয়, জামাতা, শ্বশুর, শালা ইত্যাদির ব্যবহার·সম্পাদন করিতে হয়", ইহাতে ভগবানের নাম পর্য্যন্ত নাই। অপর প্রায়শ্চিত্তে "অমুক পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত" এইরূপ পাপের কথা লইয়াই দিনরাত অতি-বাহিত করিতে হয়। ভগবানের নাম কখনও করা হয় না। ইহাতে দেখা গেল ধর্ম্মতো একরূপ বৃথা হইল। অর্থের কথা এই যে, ইহাতে স্তেয় আদি ১৫টা অনর্থের মূল আছে। সুতরাং উহার আবার গৌরব কি? তাহা হইলে

উহাও বৃথা। তৃতীয় বিষয়-কাম—উহা অতি ঘৃণাজনক, সুতরাং ইন্দ্রিয়-প্রীতিরই বা একটী গৌরব কি? অতঃপরে মোক্ষের কথা। মোক্ষ কি? মোক্ষ তো সর্ব্বথা নামরহিত। ইহার জন্য আর বৃথা পরিশ্রম কেন? কোন সময়ে কেহ আমায় প্রশ্ন করেন যে "আপনি কিসের বলে উক্ত চারি পদার্থের অনাদর করিতেছেন?" ইহার উত্তরে বলিব যে, "অনন্তের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তি-যোগপদবী নিজের মাথায় নিশ্চলরূপে ধারণ করিয়াছি। এই নিমিত্ত অন্য পদার্থ আমার শিরে স্থাপিত হওয়ার যোগ্য নহে, অপরন্ত আমার এতদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনও কর্ত্তব্যতা নাই। কেননা শ্রীবৃন্দাবনে যে সর্ব্বদা এক নিবিড় ঘন-আশ্চর্য্যরূপ কিশোরীমণি (শ্রীরাধিকাজী) আছেন, উঁহার কৈঙ্কর্য্য রসামৃত ছাড়িয়া অন্য কোন পদার্থে আমার চিত্তের রুচি নাই। রুচি ভিন্ন কোনও কাজ হয় না।"

অপিচ :—

अलं विषयवार्त्तया नरककोटिवीभत्सया।
वृथा श्रुति-कथाश्रमो वत विभेमि कैवल्यत:॥
परेशभजनोन्मदा यदि शुकादय: किं तत:।
परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु॥

অর্থাৎ কোটি নরক হইতে বীভৎস জনক যে বিষয়ের বার্ত্তা, তাহাতে আমার কি প্রয়োজন? "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" এই বিধি অনুসারে বেদাভ্যাস যাহাদের কর্ত্তব্য হয়, তাহারা তাহা করুন, আমার তাহাতে কি প্রয়োজন, কেননা বেদের কথায় পরিশ্রম করা বৃথা। অপরন্ত মোক্ষের কথা আমার নিকট অতীব ভীতিজনক। কেননা নরকাদির তো তবু নামধাম আছে, কিন্তু মোক্ষের একেবারে নামধাম নাই, অপিচ শুক, সনকাদি মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও পরমেশ্বর ভজনমদে প্রমত্ত।

যাহাহউক তাহারা যদি সে ভজনে ভাল থাকেন থাকুন, আমার তাহাতেও কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা আমার নিকট তাদৃশ ভজনও রুক্ষ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আমার মন শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভক্তিরসসাগরেই নিমজ্জিত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণরস অথবা দাম্পত্যভাবযুক্ত নিত্য কিশোরকিশোরী-দম্পতি, নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য নিকুঞ্জবিহারী ভগবান্ শ্রীরাধাবল্লভের কিঙ্করীভাবরসে, যাঁহার দৃঢ় উপাসনা হয় তিনিই রসিক, তিনিই রসিকশিরোমণি। ইহাই রসিকতা। আমার এই গ্রন্থের প্রারম্ভে যে "দৃঢ়-রসিক অনন্য" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাতে যে রসিক শব্দ আছে উহা এতাদৃশী রসিকতাউপাসনাকারীর জন্যই আছে। দৃঢ়-অনন্যবৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টান্তে সতীধর্ম্ম ও শূরধর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে, আমি এই গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীনাগরীদাসজী এবং উড়ছানিবাসী ব্যাসজীর অদ্ভুত পদাবলি উদ্ধৃত করিয়াছি এবং ভক্তি শূর ধর্ম্মের ঐতিহাসিক প্রমাণে স্বামী চতুর্ভুজদাসজীর সংক্ষিপ্ত চরিত্র লিখিয়াছি, এখন এসব হইতেও অত্যন্ত অদ্ভুত-আনন্দ-রসরঞ্জিত দৃঢ় রসিক অনন্য ভাবানুভাবিত ভক্ত-শিরোমণি রসিকরাজ বিদ্বৎকুলকমলসূর্য্য শ্রীমদ্‌গোস্বামি শ্রীকৃষ্ণদাসজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত স্বভাবসুধাররস উঁহার কৃত কর্ণানন্দনামক আশ্চর্য্য কবিতাগ্রন্থ হইতে পঞ্চদশটী শ্লোক দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে সেই সুধারস পান করাইয়া এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতেছি—

"सर्वाम्नायगिरां विबोधविभवव्यावृत्ततर्कभ्रमी,
स्नात त्वं पद तत्पदार्थ मननैः केषांचिदन्तर्मनः।
ब्रह्मस्फूर्तिमुपैतु मस्तु रविजा रोधस्फुरद्दाञ्जुल
प्रासादैनिवसंश्चकास्तु हृदये श्रीराधिकावल्लभः॥४॥

वादीन्द्राःप्रतिवादिनोऽभिभवितुं तर्कादिसं चिन्वतां
ये ऽलङ्काररसातिदक्षिणहृद स्तेकाव्यमातन्वतां ।
ये वेदान्तनितांतदत्तमतयस्तेब्रह्मसंमन्वतां
केचिद्ये तु वयं निकुञ्जरसिकक्रीड़ाविनोदाः स्फुटम् ॥५॥
केश्चित् प्राक्तनकर्मभोगवशगो तर्कैरसूयाकुलै
र्दोषो मय्यवरोप्यतामुत तथा मित्रैर्गुणग्राहिभिः ।
सद्धर्माज्जवबुद्धिसौष्टवयुतं शीलं मम स्तूयतां
चेतःश्रीवृषभानुजासहचरं निर्विघ्नमालंवताम् ॥६॥
केचिद्भावभिदातिरिक्तमतयोब्रह्माप्नुयुः किं गतं
श्रीमद्गोपति पादपद्मरसिकाःकेचिद्भवेयुः शुभं ।
तत्कालं भजतां यथारुचिविभुं भक्तोऽखिलः किन्तु नः
श्रीराधामृदुकण्ठकंदलभुजेकृष्णे मनोमज्जतु ॥७॥
रक्ष निर्जन वने गृहेथवा, देहि जन्म सुकुलेपि वा यथा ।
कीर्तिमथवापकीर्त्तनं मुदा, नैव विस्मृतिमुपेहि मे विभो ॥११॥
किं नु देयमखिलार्थशेवधे, किं नु नेयमपि वा परात्मनः ।
चन्द्रचन्द्रकपरागशीतला, त्वत्कथा श्रुतिमलं विगाहताम् ॥१२॥
स्फुट तृष्णागरलाधि रूढ़मोहो विषयाशो विषमानसोऽपिमह्यम्
आत्मनमवैमि ते भिधानात्म नुतः श्रीगुरुणा हरेनु गीतात् ॥१३
येषां त्वय्यखिलोत्तमोत्तम मति र्नास्यादगुरूपासना
तेषां का निजकर्मपद्धतियुजां भक्तेः कथा सापि न ।
लोकेपोत्थमिदं यथातिशिशवः तद्वृत्तिभेदा बुधा
अन्तिस्थं कनकं त्यजन्ति खल वस्त्वज्ञास्तु तत्कांक्षिणः ॥१५॥

किंकरोमि निजवर्णवैभवं, नंदतादपि स चाश्रमस्थिरं ।
पामरैरपि गृहीतमानसं, भक्तितस्तमहमाश्रये हरिम् ॥१७॥
यदपि निगमदिष्टस्वीयकर्माधिकारे,
विषयमतिरकल्पः स्वैरमुन्मार्गगामी ।
तदपि हरि पदाब्ज न्यस्त सर्वोत्तमाशा,
नति वदति तदर्थं हा जनोभूरिमोहः ॥
अद्यैव नान्यत्र करोमिकिम्बा, श्रद्धा विना कर्म फलं न सूते ।
श्रद्धातु या ता हरिभक्ति भावे, लोकः सदा तुष्यतु रुष्यताद्वा ॥
अहं त्वदीयो यदिति व्रतं मे, त्वं तुष्य मातुष्य पति स्त्वमेव ।
भर्त्तर्य्यतुष्टेपि हरे न लिप्से, साध्वीयसी या युवति स्तदन्यम् ॥
यद्भुक्तशेषादुपवास वृद्धि, र्यत्पादतोया द्बहु तीर्थलाभः ।
यत्कीर्त्तनात्सर्व्वशुभार्थसिद्धि, स्तं कृष्णचन्द्रंप्रणमामि नित्यं ॥
रुष्यन्तुसर्वे पितरः सदेवाः, मत्तोनिराशा वलितो भवन्तु ।
जातोभिलाषी तु वलौ मुकुन्दो,
हानि क्व गृह्णीतजनान्तरेभ्यः ॥
नोकिं समंजसमिहेत्यसमंजसंवा,
वेदेतिगूढ़सरणी कलयामि किंचित् ।
एतेन सर्व कलनं भवताम्बवाय,
गोविन्द पादभजनादितरन्नजाने ॥
निंदापरा बंधुवराबुधानां तत्वेन जानन्तु त एव धीराः ।
जातंमलंदैव वशादतस्ते स्वेनापि कर्षन्ति रसेन्द्रियेण ॥
भो निन्दका भो बहुतर्कवादाः, शृणवत्वसूया रसिकास्तथेदं ।
शूरा भवन्तः स्वरसे वयंतु, स्वे कृष्ण भावे किमुकातराःस्मः ॥

मां दम्भिनो दंभयुतंवदंतु, प्रमत्त चित्ता धनिनस्वमत्तं
प्रलोभिनः कर्मरतास्व लुब्धं, यथा कथंचिद्गतिरस्तुमह्यः ॥
वेदर्थं हानिः ममनापरस्य, हो किं विवादं जनता विधत्ते।
स्वधर्ममुद्दूष्य हरिं भजन्वा धर्मस्य हानिः ज्वलतात्स धर्मः ॥”

অর্থাৎ দৃঢ়-অনন্যরসিকরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণদাসজী মহারাজ স্বীয় স্বভাব-সুলভ সিদ্ধান্ত এবং আপন প্রকৃতি-আদি বর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন, “সর্ব্ববেদের শিরোভাগ বেদান্তের বিশেষ জ্ঞান বিভবের সামর্থ্য হইতে যাহার তর্করূপ ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে এবং তৎ ও ত্বম পদের অর্থ মননদ্বারা জীবের উপাধি-অংশনিষেধে জীব ব্রহ্মের একতায় দৃঢ়বিচার যাহার হৃদয়ে সাব্যস্ত হইয়াছে, এই সকল যোগীর হৃদয়ে শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্ম ভালরূপেই প্রকাশ হউক না কেন, কিন্তু তাহাতে আমার কোনও হানি লাভ নাই, কেননা আমার হৃদয়ে ত যমুনাকুল-কমনীয় বঞ্জুলনিকুঞ্জ-মন্দিরে বিরাজমান শ্রীরাধাবল্লভজীরই পূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে।৪।

যে বাদীন্দ্র অর্থাৎ বিপক্ষ প্রতিবাদীদিগকে হয়রান করার জন্য তর্ক-শাস্ত্রাদির সম্যক্ অভ্যাস করে, যে আলঙ্কারিক (সাহিত্যের যমকাদি শব্দা-লঙ্কার ও উৎপ্রেক্ষাদি অর্থালঙ্কার অভিজ্ঞ) অলঙ্কারের যথাবৎ নিয়োজনে সুদক্ষ, যিনি স্বীয় কবিত্ব-শক্তির বিকাশ করিয়া কাব্যশাস্ত্র বিস্তার করেন আর যিনি বেদান্তশাস্ত্রে অত্যন্ত মতিমান্ এবং ব্রহ্মকে ভালরূপে জানেন ও মানেন, তাঁহারা সেই সব করুন কিন্তু আমাদের তো এই প্রকৃতি যে, নিকুঞ্জরসিক রাজাধিরাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাম্পত্যবিহার লীলায় আপন মনের পরম সুখ হইয়া থাকে।৫।

আমার যে পূর্ব্ব-জন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফল আছে, আমি যখন উহা ভোগ করিতে করিতে সুখ-দুঃখ ভোগ করি তখন আমাকে নিন্দক-

বংশীয় লোকগুলি যদি দোষারোপ করে, করুক ; কেননা প্রারব্ধভোগই দোষারোপণ করার সন্ধি, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয় যে আমি ঐ সকল কর্ম্মফল ভোগ হইতে নিস্তার পাওয়ার কামনায় অন্য প্রকার পুরুষার্থ সাধনের চেষ্টা কখনই করিব না। কেননা আমার জন্য তো শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো,

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।"

আর যে ব্যক্তি আমার গুণগ্রহণকারী আমার মিত্র, যে আমার আচরিত সদ্ধর্ম্মের মৃদুতা, আর আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আমার শীলতাদির প্রশংসা করেন, তিনিও উহা করুন, উহার প্রশংসাতেও আমার চিত্ত ভোলে না। আমার চিত্ত ত উক্ত প্রকার নিন্দার ও প্রশংসার অগম্য থাকিয়া শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সহচর শ্রীকৃষ্ণকে নির্ব্বিঘ্নরূপে অবলম্বন করিবে।৬

কোন কোন ব্যক্তি এমন আছেন, যাহাদের বুদ্ধি শরীরাদি ভেদ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রহ্মকে ভজন করেন। তাঁহারাও ভালই করেন। উহাতে আমার ক্ষতি কি ? কেননা তাঁহারা স্বয়ং ভক্তিরস হইতে বঞ্চিত হন। আর কোন কোন ব্যক্তি এমনও আছেন, যাঁহারা লক্ষ্মীপতি ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের কোমল চরণকমলে সুরসিক, ইহাও পরম শুভ কথা। তাঁহার মন ঐ শ্রীচরণে অনুরাগপূর্ব্বক লাগিয়া থাক। তাহাতেও আমার কোনও বিবাদ নাই। কিন্তু আমার তো এই কামনা যে শ্রীরাধার কোমল কণ্ঠাশ্লেষী শ্রীকৃষ্ণেই যেন আমার মন নিমগ্ন থাকে।৭

হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমায় লোকসঞ্চারশূন্য নির্জ্জন বনেই রাখুন, কিংবা পরিজনসঙ্কুল গৃহেই রাখুন, ব্রাহ্মণাদি উত্তমকুলেই আমার জন্ম দিন, অথবা চণ্ডালাদি দুষ্কুলেই আমার জন্ম হউক, জনসমাজে আমার কীর্ত্তি প্রতিফলিত করুন, কিংবা অকীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত করুন, আপনার

বিধানে যেমন হইবার হউক, কিন্তু আমার তো ইহাই অভিলাষ, আপনার ধ্যান হইতে কখনও যেন আমার মন বিচলিত না হয়।১১।

হে অখিলার্থশেবধে! আপনাকে প্রদান করার জন্য আমার কি আছে? কেননা আপনি তো সকল অর্থের নিধি। হে পরাত্মন্! আপনার নিকট হইতেই বা আমি কি লইব? কেননা, আমাসহ নিখিল পদার্থের আত্মা তো আপনি। তজ্জন্য আপনি এই কৃপা করুন যে, দেনা নেনা তো কিছুই হয় না, কিন্তু আপনার অবিচ্ছেদ স্মরণ বজায় রাখার জন্য রসিক সৎসঙ্গাদি দ্বারা চন্দ্রাংশু-কিরণসদৃশ সমগ্র তাপোপশমক আপনার কথার ধারাবাহিক রীতি যাহাতে আমার কর্ণে স্থান পায় তাহার বিধান করুন।১২।

হে হরে! স্ফুট-তৃষ্ণারূপগরল হইতে আমি মোহপ্রাপ্ত, আমি বিষয়াশী ও বিষয়মানস হইয়াও আমি যে দেহাদি ভিন্ন আপনার অংশভূত চিদাত্মা, নিত্য সুখস্বরূপ, ইহাতো আপনি শ্রীগীতায় প্রকাশ করিয়াছেন আর শ্রীগুরুপ্রদত্ত ত্বদীয় মন্ত্রবলেই তো তাহা জানিয়াছি।১৩।

হে অখিলোত্তমত্তম কৃষ্ণ! পুনঃপুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সংস্কারবশ কর্ম্ম-পদ্ধতিতে যাহার বন্ধন ঘটিয়াছে এবং শ্রীগুরুকৃপাবল না থাকায় যাহার মতি-গতি আপনাতে নাই, উহারা এমনই অবোধ, যেমন শিশুগণ আপ-নাদের ক্রোড়স্থ সুরক্ষিত স্বর্ণ গ্রহণ না করিয়া উহা ত্যাগ করে, কেননা উহারা উহার বৃত্তিভেদ অর্থাৎ ভোগ জানে না। এই প্রকার শ্রীগুরু-কৃপা-বল ব্যতীত বৃথাকর্ম্মে প্রবৃত্ত অবোধমানবগণ আপনাকে জানে না, আপনার ভজনও করে না। আবার অপর পক্ষে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, তাহার অবস্থা ইহার বিপরীত। যেমন স্বর্ণজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্ণ দেখিলে তাহার প্রাপ্তির লালসা করে, আত্মজ্ঞব্যক্তিও সেইরূপ আপনাকে প্রাপ্তির লালসা করে।১৫।

হায়! লোকের কি প্রকার অবিবেক ও মোহ! বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ

থাকিয়া বেদনির্দ্দিষ্ট আপন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকরণে স্বয়ং তো অসমর্থ হয়। আর আপন বিষয়-বাসনা পূরণের জন্য অকর্ম্ম-বিকর্ম্ম করিয়া স্বয়ং উচ্ছৃঙ্খল-মার্গ হয়। আর ঐ সকল কর্ম্মের জন্য এতাদৃশ ভগবদ্ ভক্তগণকে নিন্দা করে, যাঁহারা আপনাদের সর্ব্বপ্রকার উত্তম আশয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ যদিও স্বয়ং তো ক্ষুদ্রবিষয় সুখ-সম্ভোগের অনুরোধে বিহিত কর্ম্মের অনাদর করে তথাপি অসুর-স্বভাবের পরিচয় দিতে দিতে কেবল ভক্তিকে সহিতে না পারিয়াই সেই স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মগুলির পক্ষ সমর্থনের মিথ্যা ভাণ করিয়া ভক্তগণের নিন্দা করে। ১৬॥

আমি আপন ব্রাহ্মণাদি বৈভব অথবা আপন গৃহস্থাদি আশ্রম-সম্পত্তি লইয়া কি করিব? যাঁহাদের ইহা আছে, তাঁহারা ইহা লইয়া সুখী হউন। আমি তো বর্ণাশ্রমসম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তির সহিত সেই শ্রীহরির চরণ আশ্রয় করিব, যাহার হৃদয় বর্ণাশ্রমাদি রহিত নীচজনেরও ভক্তি দ্বারা গ্রসিত। ইহা হইতেই পারে না যে, যে সময়ে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিব এবং ঠিক সেই সময় বিহিত কর্ম্মও করিব। আমি কেমন করিয়াই বা কি করিব? ভগবানের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্যান্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকরণে আমার একেবারেই শ্রদ্ধা নাই। শ্রদ্ধা ভিন্ন কোনও অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয় না। আর শ্রদ্ধা ভিন্ন কখনও যদি কোন কাজ হয় উহার ফল হয় না। আমার শ্রদ্ধা তো হরিভজন-ভাবনায় উৎপন্ন হইয়া উহাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধাকে তো এখন অপর স্থানে লওয়া অসম্ভব। আমি সে বিষয়ে অসমর্থ। এইজন্য লোক-ব্যবহারে আমার প্রতি চাই কেহ তুষ্ট হউন, চাই কেহ রুষ্ট হউন, কাহারও অনুগ্রহ বা নিগ্রহে আমার কোনও লাভ বা হানি নাই।১৮

আর হে হরি! আমার এই স্বভাবে লোকের কথা আর কি, আমায় আপনার তুষ্টি রুষ্টিরও কোন চিন্তা নাই। আপনি চাই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, চাই অপ্রসন্ন হউন। আপনার স্বকীয়

প্রভুভাবলে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করুন; তাহাতে আমার কোনও চিন্তা নাই। কিন্তু আপনিতো আমার পতি। আমি তো আপনারই। আমার তো ইহাই ব্রত এবং ইহাই ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত আমি আপনার ভক্তির বিনিময়ে আপনার প্রসাদ-সম্পাদন ও তল্লাভে আগ্রহ প্রকাশ করি না। কিন্তু ইহা আমার ধ্রুব কর্ত্তব্য যে পতিব্রতা যুবতী যেমন স্বীয় পতিকে রুষ্ট জানিয়াও অপর পতির ইচ্ছা করেন না, সেই প্রকার আপনাকে রুষ্ট দেখিলেও আমি কখনও অপরের মুখপানে তাকাইব না।১৯।

অতএব আমি সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করিতেছি, যাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজনমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার একাদশ্যাদি ব্রতফল অপরিমিত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যাঁহার চরণামৃত-পানমাত্রে সর্ব্বপ্রকার তীর্থজল নিমজ্জনের ফল পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

শিরসি তিষ্ঠতি যেষাং নিত্যং পাদোদকং হরেঃ।
কিং করিষ্যন্তি তে লোকে তীর্থকোটিমনোরথৈঃ॥

স্মৃতিতে লিখিত আছে ঃ—

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈ র্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ॥
গঙ্গাগোদাবরীরেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদা স্তু যাঃ।
নিবসন্তি সতীর্থাস্তা শালগ্রাম শিলাজলে॥

অর্থাৎ যাহার মস্তকে সর্ব্বদা শ্রীহরির-চরণামৃত বর্ত্তমান থাকে, তাঁহার পক্ষে কোটি কোটি তীর্থের মনোরথে কি প্রয়োজন? আর যিনি শালগ্রাম (এস্থলে কেবল চরণামৃতই প্রয়োজন, মূর্ত্তিভেদের কথা ধর্ত্তব্য

ময়) শিলার জলে অভিষিক্ত হয়েন, উহার সর্ব্বতীর্থ স্নানফল সম্পন্ন হয় এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষাফল লাভ হয়। শালগ্রাম শিলাজলে, গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা প্রভৃতি মুক্তিপ্রদা নদীগণ আপন আপন তীর্থসহিত সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন। অধিকন্তু শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনমাত্র দ্বারা সর্ব্বশুভ পুণ্যফল সিদ্ধি লাভ হয়। যথা শ্রীভাগবতে—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।

এখন আমি পিতৃদেব এবং ঋষ্যাদি লোকদিগের নিকট ইহাই বলিতেছি যে, হে পিতৃগণ ও দেবগণ! আপনারা শ্রবণ করুন! আপনারা আপনাদের বলি ও উপহারাদির জন্য আমার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া যাউন্। কেন না, এখন ভগবান্ মুকুন্দদেবকেই আমি আমার আপন দেব ও পিতৃ-আদি যথাসর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছি এখন ইনিই আমার নিকট হইতে বলি, ভেট, পূজা-আদি গ্রহণ করিতে অভিলাষী। আপনারা এখন আপনাদের অনুরক্ত লোকগণের নিকট হইতে বলি ভেট আদি গ্রহণ করুন। কেন না, যাহারা আপনাদের অনুরক্ত তাহারা আপনাদিগকেই চাহে। ইহাতে দুই দিকই বজায় থাকিবে। আপনাদের পিণ্ডদান ও তর্পণাদিতে বিচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না, আমারও ভগবৎভজনে কোন বাধা হইবে না। অন্যথা, ভগবানকে পূজাদ্রব্য ও উপহারাদি প্রদানের কামনা করিয়া যদি আমি আপনাদিগকে উহা প্রদান করি, তাহা হইলে লোকসকল মহারাজচক্রবর্ত্তীর প্রাপ্য ভেট মাণ্ডলিককে প্রদান করিলে যেমন অপরাধী হয়, আমাকেও তদ্রূপ অপরাধী হইতে হইবে।২২

বেদে কি সনাতন বিধি আছে, কি অসমঞ্জস্য নিষেধ আছে, আমি তাহার কিছুমাত্র বিচার করিব না। কেন না, লোকার্থ বেদের তর্কবাদ-সরণী অত্যন্ত গূঢ় এবং দুর্বিজ্ঞেয়। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবানের বাক্য এই যে:—

"শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধপ্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥"

অর্থাৎ এই যে প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় শব্দব্রহ্ম বেদ, ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, ইহার কিছুমাত্র পারাপার নাই। এই নিমিত্ত ইহা সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও দুর্ব্বিগমন। অপিচ:—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ
ইত্যস্যাহৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন:।

এইজন্য আমি আপনার উত্তম বিচারে এই করিব যাহাতে সর্ব্ব শ্রুতির তাৎপর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ত্যাগ করিয়া আমার মন যেন আর দ্বিতীয় শ্রেয়ের অনুসন্ধান না করে। এই নির্ণীত দৃঢ়তা হইতে আমি বলি যে, চারিবেদ এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই তৎপর। ভগবানের বাক্য এই যে—

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদা॥

অধিকন্তু গীতায় লিখিত আছে:—

"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেববেদ্যঃ"

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, মিত্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতির প্রতিপাদনকারি চতুর্ব্বেদের অন্তিম বেদ্য আমি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেন না, আমি সর্ব্বাত্মা।

শ্রুতিসমূহে লিখিত আছে :—

सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति नामानि सर्वाणि

यस्माविशन्ति सर्वे वेदा यत्रैकीभवन्ति ।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"एतमेकेवदंत्यग्निं मरुतोऽन्ये प्रजापतिं ।

इन्द्रमेके परे प्राणं मपरेब्रह्मशाश्वतम् ॥

ज्योतींषिशुक्लानिच यानिलोके,

त्रयोलोकालोकपालास्त्रयीच ।

त्रयोऽग्नयश्चाहुतयश्च पञ्च, सर्वे देवा देवकीपुत्र एव ॥

नमामःसर्ववचसां, प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती ।

वासुदेवपरा वेदा, वासुदेवपरामखाः ॥

वेदेरामायणेचैव पुराणे भारते तथा ।

आदावन्तेचमध्येचहरिः सर्वत्रगीयते ॥"

অর্থাৎ এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেহ অগ্নি, কেহ প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ, কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'যত জ্যোতি-সমূহ, যত প্রকাশসমূহে এই লোক বিভাসিত হয়, তিন লোকে, লোকপাল, তিনবেদ, তিন অগ্নি, পাঁচ আহুতি, সর্ব্ব দেবতা আদি যত কিছু আছে সেই সকলই এই দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ।" "যে বাসুদেবে সকল বেদের প্রতিষ্ঠা আমি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। কেন না, বেদ যজ্ঞ-আদি সকলই বাসুদেবপরায়ণ।" "বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।"

এই সকল মহাবাক্যসমূহ দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে যে, বেদ-আদি

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ। এই নিমিত্ত আমি বেদসমূহের মূলীভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলের দৃঢ়-অনন্য ভজন করিব।২৩।

অতএব যাহারা ভগবৎসম্বন্ধে আমার এই দৃঢ়তা না বুঝিয়া নিন্দা করিবে, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি হইবে না, প্রত্যুত উপকারই হইবে। কেন না, নিন্দাপরায়ণ লোক বুদ্ধিমান মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কারণ এই যে, দৈবযোগে কোনও ধীর লোকের যদি কোন মল লাগে, নিন্দুক আপন রসনেন্দ্রিয় দ্বারা উত্তমরূপে উহা মুছিয়া দেয়। হরিবল্লভ সুধোদয়ে লিখিত আছে :—

লোকে গরীয়সী মাতা মাতুর্যোঽপ্যধিকঃ খলঃ
মাতা মলং তু হস্তাভ্যাং খলস্থালতি জিহ্বয়া।

অর্থাৎ এই জগতে মাতা স্বর্গাদি হইতেও গরীয়সী বলিয়া প্রসিদ্ধা, কিন্তু মাতা হইতেও নিন্দুক অধিকতর হিতকারী। কেন না, মাতা মল আদি হস্ত দ্বারা তুলিয়া ফেলেন, কিন্তু নিন্দুক আপন জিহ্বা দ্বারা উহা তুলিয়া ফেলে। এইজন্য নিন্দুকও এক প্রকার উপকার করে। ২৪।

হে নিন্দুক লোকসমূহ! হে তর্কবাদিগণ! হে অসূয়ারসিকগণ! শ্রবণ-কর! যথন নিজের নিন্দা আদি-তুচ্ছ কদর্য্যরসে তুমি নির্লজ্জতাবশত এত দৃঢ়তা ও শৌর্য্য প্রকাশ কর, তথন আমি সর্ব্বসুখাগার শ্রীকৃষ্ণভাবরসে নিমগ্ন থাকিতে কেনই বা তোমার ভয় করিব? অর্থাৎ তোমার এত দৃঢ়তা যে মহজ্জনের নিন্দাতেও তুমি আপন নিন্দারস ত্যাগ করিতে পার না, তথন কেন আমিই বা তোমার অনুরোধে কিরূপে উত্তম পুরুষার্থভূত ভক্তিরস ত্যাগ করিতে পারি? অধিকন্তু তোমার দৃঢ়তা দেখিয়া আমিও আপন দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিব এবং ইহাতেই আমার যথেষ্ট উপকার হইবে। ২৫।

ভগবদ্ভজনে আরও অনেক অন্তরায় আছে, কিন্তু ঐ সকল হইতে আমার কোনও হানি হইবে না। দম্ভীলোক আমাকে দম্ভী বলিবে, প্রমত্তচিত্ত

ধনী আমাকে লোভী বলিবে আর যে, যে রসে নিমগ্ন সেও আমাকে সেই রসে রসিক বলিবে, ইহাতে আমার কোনও চিন্তা নাই। কিন্তু আমি যে কোন প্রকারে আপন এক আশ্রয়, একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করিব। ২৬।

আপন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দৃঢ় অনন্যতা সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনে যদি আমার ধন-পুত্রাদির হানি হয়, তাহাতো আমারই হইবে, অন্যের তো হইবে না। একের ব্যবহার-হানিতে অপরের পীড়া কেন? আর ভগবানের ভজন করিলে যদি ধর্ম্মেরই হানি হয়, তবে আগুন লাগুক, এমন ধর্ম্মে,—সে ধর্ম্ম আমি চাই না। পরন্তু বাস্তবিক একথা হইতেই পারে না। কেন না ভগবৎ ভক্তিতে সর্ব্বার্থের সিদ্ধি হয়। তবে যে কথা বলা হইল, উহা অপরাপরের অভিপ্রায় মাত্র। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, এ সম্বন্ধে জনসাধারণ কেন অমূলক বৃথা ঝগড়া করে। এইজন্য সিদ্ধান্ত এই যে এমন দুঃস্বভাব বৃথা নিন্দুকের সম্যক্ উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়-রসিক অনন্যতা সহ আপন সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিরন্তর ভজন করাই প্রয়োজনীয়।"

হে প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! ইহাই দৃঢ়তা—ইহাই রসিকতা ইহাই অনন্যতা—আর ইহাই দৃঢ়-রসিক অনন্যবৈষ্ণব ধর্ম্ম।

প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ! আমি তো এ পর্য্যন্ত শ্রীজীর কৃপায় আপন অভিলাষানুরূপ আপন বুদ্ধি ও আপন শক্তি-অনুসারে উপমা, দৃষ্টান্ত, জীবন-চরিত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ-ইতিহাস এবং সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসমূহ দ্বারা পুষ্ট প্রমাণসমূহে এবং স্বভাব-বর্ণনে পূর্ণ করিয়া "দৃঢ়রসিক অনন্য-বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে যথাসাধ্য দুই কথা বলিলাম। আশা এই যে, এখন আরও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারি মহাশয়গণ আপন আপন সম্প্রদায়ের দৃঢ় অনন্যতা সম্বন্ধে বর্ণন করিয়া আপনাদিগকে শুনাইবেন।

আমার আপন সম্প্রদায়ের বিশেষ অবস্থা আমার স্বাভাবিক্ রীতিতেই জানা আছে। এইজন্য "দৃঢ় অনন্যতা" সম্বন্ধে আমি দৃষ্টান্তের প্রয়োজনানুসারে আপন উত্তরদানের দায়িত্ববোধে স্বীয় সম্প্রদায়ের অধিক প্রমাণ দিয়াছি। কিন্তু এখন এই মহাসভায় সমুপস্থিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক ব্যাখানকর্ত্তা মহানুভব ভক্তবৃন্দগণ আপন আপন সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ প্রমাণসমূহ দ্বারা বৈষ্ণবমাত্রের যথাসর্ব্বস্ব গণ্যমান্য এই "দৃঢ় রসিক অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের" পরিপুষ্টি করিবেন।

ইতি শুভম্।

(শ্রীশ্রীরাধাবল্লভচরণার্পণমস্তু)

প্রেমপুষ্প (বাঙ্গালা)

বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীধর্ম্মের সেবা ও তৎসম্বন্ধে মতামত প্রচারার্থ-প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। গৌরাঙ্গ সেবক ও আনন্দবাজার ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার তিরোধানের পর তঁাহারই সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়কর্ত্তৃক শ্রীপত্রিকার ছাঁচে ও ছাঁদে দুই বৎসর হইতে পরিচালিত হইতেছে। শ্রীধর্ম্মের সেবক স্বনামধন্য লেখকগণও ইহার লেখন-ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও সমাজের পরিচয় বিজ্ঞাপনের ইহাই মুখপত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাধারণের পক্ষে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। রাজা, জমীদার, তালুকদারের নিয়ম নাই দানই প্রার্থনীয়। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ পয়সা। এক বৎসরের কম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। যিনি যে তারিখে মূল্য দিবেন সেই সপ্তাহ হইতে তাঁহার বৎসর গণনা করা হইবে। গ্রাহক ইচ্ছা করিলে প্রকাশিত পূর্ব্ব সংখ্যা লইয়াও বৎসর পূর্ণ করিতে পারেন।

ম্যানেজার—"প্রেমপুষ্প"
১৩, মহেন্দ্র বসুর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

গোস্বামী ব্রাদার্স পাবলিসিং হাউস

বৈষ্ণব সমাজেরবিশেষতঃ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভী ও শ্রীগৌড়িয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ প্রতিমাসে সংখ্যা ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দীভাষা ভিন্ন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীসম্প্রদায়দ্বয়ের পুষ্টি ও প্রচারে সহায়ক কোন প্রাচীন গ্রন্থ (পুথি) কাহারও নিকট থাকিলে তিনি তাহা মুদ্রণার্থ আমাদের হস্তে অর্পণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। ধর্ম্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী কোন ব্যক্তি যদি ঐরূপ কোন গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে প্রকাশের বাসনা করেন, তাহা হইলে মুদ্রণ ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি। মূল কথা, যে কোন সূত্রে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন হয় তাহাই আমাদের মঙ্গল এবং তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

বিনীত প্রকাশক—গোস্বামী ব্রাদার্স
১৩, মহেন্দ্রবসুর লেন, বাগ বাজার, কলিকাতা।

গোস্বামী ব্রাদার্স অর্ডার সাপ্লাইং এজেন্সী

উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতবাসী জনসাধারণের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনোদ্দেশে আমরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় "গোস্বামি ব্রাদার্স এজেন্সী" স্থাপন করিয়াছি। কলিকাতা এবং তদুপকণ্ঠে সাধারণের আবশ্যকীয় দেশী ও বিলাতী যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায় বা উৎপন্ন হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর প্রয়োজনানুরূপ ঐ সমস্ত দ্রব্যের বিনিময় যাহাতে সুচারুরূপে প্রচলিত হয় তাহার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টাবান্ হইয়াছি! ব্যবসায়ী মহাজন অথবা কোন মহোদয় ব্যক্তি যদি য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশজাত দ্রব্যসম্ভারের, অথবা রাঢ়, বিহার ও উড়িষ্যায় উৎপন্ন শস্য অথবা শিল্পজাত কোন দ্রব্য প্রয়োজন বোধে খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে পত্র অথবা টেলিগ্রাম দ্বারা আমাদের জানাইবেন। আমরা তদ্দণ্ডেই প্রত্যুত্তর সঙ্গে দর জ্ঞাপন করিয়া দ্রব্য খরিদ বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিয়া লইব এবং যথাসাধ্য পরিশ্রম সহকারে উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপযুক্ত দরে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিব।

সর্ব্বত্র পরিচিত এইরূপ ব্যবসায়ে সাধারণকে ঠকাইয়া লাভবান হইবার উদ্দেশে আমরা এই এজেন্সীর ভার গ্রহণ করি নাই। বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরস্পরের সহানুভূতি ও ব্যবসায়ে প্রসার বৃদ্ধির জন্যই আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। সাধারণের উপকারার্থে সহজ উপায়ে দ্রব্যসমূহের পরস্পর-বিনিময় (Mutual Exchange) ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন স্থানজাত দ্রব্য আবশ্যক মত স্থির ও সঠিক মূল্যে পাইবার প্রত্যাশায় আমরা এই এজেন্সী খুলিলাম, লাভের প্রত্যাশা আদৌ রাখি না। কেবল মাত্র মাল খরিদ ও তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি জন্য শতকরা ২৲ দুই টাকা মাত্র কমিশন লইয়া থাকি। রেল মাশুল ও গাড়ীভাড়া (Transit charges) খরিদ্দারের দেয়। প্রত্যেক অর্ডার খানির সহিত সিকি মূল্য পাঠাইতে হয়। ব্যবসায়ী মহাজনদিগের জন্য নিয়ম স্বতন্ত্র। জ্ঞাতব্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হয়।

বিনীত—

গোস্বামী ব্রাদার্স

১৩, মহেন্দ্র বোস লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।